পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 247 Tuesday, 6 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪৭ সংখ্যা ❋ ২১ শ্রাবণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৬ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দেখা করলেন না মমতার সঙ্গে, মুখ্যসচিবকে ইস্তফা পাঠালেন অখিল গিরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিলেও তৃণমূলের অস্বস্তি আরও বাড়ালেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নয়, মুখ্যসচিবের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। সোমবার নিজে একথা জানিয়েছেন অখিলবাবু। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, সরকারি আধিকারিকের কাছে নয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে তৈরি তিনি। মহিলা রেঞ্জ অফিসারকে কুকথা বলার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর রবিবার অখিল গিরিকে কারামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাঁথির বাড়িতে বসে ইস্তফা ঘোষণা করেন অখিলবাবু। জানান, সোমবার বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দেবেন তিনি। কিন্তু সোমবার এমএলএ হস্টেল থেকে বেরনোর সময় তিনি সাংবাদিকদের জানান, আমি মুখ্যসচিবকে ইস্তফাপত্র হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি। ইস্তফাপত্রের প্রিন্ট আউট মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দেব। প্রশ্ন উঠছে রাত পোহাতে না পোহাতে কেন বদলে গেল অখিল গিরির সিদ্ধান্ত? বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগ করব বলে ঘোষণা করেও কেন মুখ্যসচিবের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠালেন তিনি? তবে কি মন্ত্রিসভা পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রীর অগ্রাধিকারকে অস্বীকার করলেন তিনি? এদিন অখিলবাবু বলেন, ‘‘আমি সরকারি আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাইব না। তবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে তৈরি। আমি যা বলেছি সেজন্য অনুতপ্ত। তবে যা করেছি সেজন্য অনুতপ্ত নই।’’ ওদিকে তৃণমূল সূত্রে খবর, অখিল গিরির আচরণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এখন অখিল গিরির সঙ্গে দেখা করতে চান না তিনি। সেই বার্তা অখিলের কাছে যেতে তিনি ইস্তফাপত্র মুখ্যসচিবের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পাঠিয়েছেন। এখন দেখার বিধানসভার অন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অখিল গিরি মুখোমুখি হন কি না।

শরীরে সমস্যা শুরু হয়েছে! সুনীতাদের ফেরাতে চেষ্টা চালাচ্ছে নাসা

ওয়াশিংটন, ৫ আগস্টঃ তাঁরা আদৌ ফিরতে পারবেন? ফিরতে পারলে সেটা কবে? মহাকাশে আটকে থাকা সুনীতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি বুচ উইলমোরকে নিয়ে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। কারণ এখনও পর্যন্ত নাসা নির্দিষ্ট করে বলতেই পারছে না যে তাঁদের কবে ফেরাতে পারবে তাঁরা। নাসা শুধু জানাচ্ছে, প্রতিনিয়ত তাঁরা নতুন কিছু পরীক্ষা করছে সুনীতাদের পৃথিবীতে ল্যান্ড করানো নিয়ে। দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে মহাকাশে রয়েছেন সুনীতা এবং বুচ। যে বোয়িং স্টারলাইনার রকেটে চেপে মহাকাশে গেছিলেন তারা তাতে ত্রুটি দেখা গেছে। তাই এখনও পর্যন্ত তাঁরা পৃথিবীতের ফিরতে পারছেন না। এই ঘটনায় নাসার বিরুদ্ধেও অভিযোগ ওঠে যে, ত্রুটির বিষয়টি আগে আন্দাজ করা সত্ত্বেও তাঁরা বিশেষ পাত্তা দেয়নি। নাসা অবশ্য এইসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। উল্টে তাঁরা জানিয়েছে, সুনীতাদের কীভাবে ফেরানো যেতে পারে তার জন্য ইতিমধ্যে ১ লক্ষেরও বেশি মডেল-টেস্ট করেছে তাঁরা। কম্পিউটারে সিম্যুলেশন করে দেখা হচ্ছে কেমন করে তাঁদের ফেরানো সম্ভব। মাত্র ৯-১০ দিনের একটি প্রজেক্টের জন্য মহাকাশে যাওয়া সুনীতারা এতদিন সেখানেই ‘ফেঁসে’ আছেন। সবথেকে বড় চিন্তার বিষয়, স্টারলাইনার ক্যাপস্যুল সর্বাধিক ৯০ দিন পর্যন্ত স্পেস স্টেশনে থাকতে পারে বলে জানিয়েছে নাসা। তার পরে শেষ হয়ে যাবে তার ব্যাটারি। ইতিমধ্যেই সেখানে সুনীতাদের ৫০ দিনের হয়ে গেছে। এই অবস্থায় মহাকাশচারীদের শরীর খারাপ হতে শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর। দুজনের পেশি শিথিল হয়ে যাচ্ছে, হাড়ের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। যদিও নাসা জানিয়েছে, এই ধরনের সমস্যা হওয়া মহাকাশচারীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।

হাসিনা সরকারের পতন

ইস্তফা দিয়ে ভারতের স্মরণে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, গণভবনের দখল নিল জনতা

ঢাকা ও নয়াদিল্লিঃ দেশ ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই আজ, সোমবার বাংলাদেশ ছাড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সঙ্গে বোন রেহানাও। জানা গিয়েছে, এদিন সামরিক হেলিকপ্টারে করে ভারতে চলে আসেন হাসিনা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের দখল নেয় বিক্ষুব্ধ জনগণ। জানা গিয়েছে, সেনা প্রধানের সঙ্গে বৈঠকের পরই দেশ ছাড়েন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সেনা প্রধানই তাঁকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেন। ঘোষণাপত্র দিয়ে দেশ ছাড়তে

‘প্রস্তুত নয়’ ব্রিটেন, বৈঠক অজিত ডোভালের সঙ্গে, এখন কোথায় যাবেন শেখ হাসিনা?

হেলিকপ্টারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, ‘গণভবন’ ছেড়েছিলেন সেখ হাসিনা। তারপর, বাংলাদেশ বায়ুসেনার একটি

আশ্রয় দিতে পারবে না। তাহলে কি ভারতেই থাকবেন বাংলাদেশের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী? আপাতত, হিন্দোন বায়ুসেনা ঘাঁটিতেই আছেন

সরকার তা বিবেচনা করবে। এদিন হিন্দোন বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে প্রাক্তন বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। দুই জনের প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয়। দুজনের মধ্যে কী কথা হয়েছে তাও জানা যায়নি। বৈঠকের পর বায়ুসেনা ঘাঁটি ত্যাগ করেছেন অজিত ডোভাল। এদিকে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক রয়েছে ভারত সরকার। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে সমস্যা তৈরি হতে পারে বলে

বলা হয় তাঁকে। দেশ ছাড়ার জন্য ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনটি দেশের নাম প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। বিক্ষোভ-প্রতিবাদের আগুনে ফুটছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইস্তফার দাবিতে কাতারে কাতারে মানুষ নেমেছেন পথে। গণ আন্দোলনের মুখে রাস্তা থেকে সরে গেল সেনাবাহিনীও। আন্দোলনকারীদের দখলে ঢাকার রাজপথ। এদিন দুপুরেই সামরিক

বিমানে তিনি এসেছেন ভারতে। নয়া দিল্লির কাছে, গাজিয়াবাজে ভারতীয় বায়ুসেনার হিন্দোন ঘাঁটিতে নেমেছে শেখ হাসিনার বিমান। এরপর কোথায় যাবেন তিনি? সূত্রের খবর লন্ডনে যেতে চান শেখ হাসিনা। তাঁর বোন, শেখ রেহানা ব্রিটিশ নাগরিক। তবে, সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিতে এখনই প্রস্তুত নয় ব্রিটেন। তারা জানিয়েছে, শেখ হাসিনাকে তারা এই মুহূর্তে

শেখ হাসিনা। দুই-তিনদিন অন্তত তিনি ভারতেই থাকবেন বলে শোনা যাচ্ছে। তিনি লন্ডন উড়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, এখনও তিনি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করেননি বলে জানা গিয়েছে। তিনি এখনও পর্যন্ত ভারত সরকারের কাছে কোনও সাহায্য চাননি বলেই জানা গিয়েছে। তবে সরকারি সূত্রের খবর, শেখ হাসিনা কোনও অনুরোধ করলে, ভারত

মনে করছে সরকার। তাই উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিকে বিশেষ সতর্কতায় রাখা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে সবকিছু জানান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশ সচিবকে নিয়ে তাঁকে সংসদ ত্যাগ করতে দেখা যায়। তার আগে সংসদে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাহুল গান্ধি।

‘এমন পোস্ট করবেন না যাতে হিংসা ছড়ায়’

হাত জোড় করে বিরোধীদের বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ অশান্ত বাংলাদেশ। পদত্যাগ করছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়েছেন তিনি। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে তিনি লন্ডনে যেতে পারেন। অশান্ত বাংলাদেশের ঢেউ এপাড় বাংলাতেও পড়েছে। কলকাতার মারক্যুইস স্ট্রিটে থাকা বাংলাদেশি নাগরিকরা পথে নেমেছেন। শহর কলকাতার বুকে কার্যত উল্লাসের ছবি। এই পরিস্থিতিতে বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্ত থাকার বার্তা দিলেন তিনি। প্ররোচনায় পা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এ দিন কার্যত হাত জোড় করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপানারা শান্ত থাকুন। কোনও সাম্প্রদায়িকতামূলক আচরণ করবেন না। আইন হাতে তুলে নেবেন না। ভারত সরকার যে ভাবে বলবে আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করব।’’ এর পাশাপাশি সব রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিজেপি-র উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, ‘‘সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনুরোধ করছি, দয়া করে করে এমন কোনও কিছু পোস্ট করবেন না যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখানে নষ্ট হয়। সব দলের নেতাদের বলব এটা দেশের উপর ছেড়ে দিন। আপনারা এমন কোনও কমেন্ট করবেন না যাতে হিংসা ছড়াতে পারে। সকলেই আমাদের ভাইবোন।’’ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছেন, ‘‘বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে এমন কিছু পোস্ট করবেন না বা বলবেন না যাতে বাংলার শান্তি বিনষ্ট হতে পারে।’’ এরপরই বিজেপি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘বিজেপি নেতাদের কেউ কেউ পোস্ট করছেন। আমি আমাদের নেতাদেরও বলব কেউ কোনও পোস্টে যাবেন না।’’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘নেতাদের সঙ্গে জনগণকেও বলব শান্তি রক্ষা করুন। ভারতও একটা দেশ। বাংলাদেশও একটা রাষ্ট্র। আমার প্রতিবেশীর যদি কিছু হয় তাঁর একটা প্রভাব পাশের রাজ্যে পড়ে। সেক্ষেত্রে শান্ত থেকে পরিস্থিতি দেখে রাখতে হবে। উল্লেখ্য, দলীয় স্তরেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নেতৃত্বদের পৌঁছে দিয়েছেন যাতে এলাকা শান্ত থাকে। কোথাও কোনও রকম কোনও উত্তেজনায় যাতে কেউ পা না দেন।

‘রাজনীতিক মমতা’ ইজ নট মাই কাপ অব টি সিভি আনন্দ বোস

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ ব্যক্তি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে শ্রদ্ধা করেন, তাঁর সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কও রয়েছে কিন্তু রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বোঝার উর্ধ্বে। এমনটাই বললেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। একইসঙ্গে রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তিনি। বরাদ্দ টাকা অন্য খাতে ব্যয় হচ্ছে বলেই দাবি করেন তিনি। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাঁদের মতাদর্শের পার্থক্য নিয়ে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, ‘‘কোন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আমার সামনে তিনজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে। একজন হলেন ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক। দ্বিতীয় হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমার পেশাগত সম্পর্ক। তৃতীয় হল রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যা আমার বোঝার উর্ধ্বে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘নির্বাচন চলাকালীন ওঁ (মমতা) এই বিষয়গুলি গুলিয়ে ফেলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মিলে গিয়েছিল, কিছু মন্তব্য করেছিলেন। আমিও রাজ্যপাল হিসাবে নয়, ব্যক্তি হিসাবে মানহানির জন্য ওঁর বিরুদ্ধে মামলা

করি। আমাদের সম্পর্কের জটিলতা এটাই। এর বাইরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বন্ধু। মুখ্যমন্ত্রী আমার সহকর্মী। আমি তো রাজনৈতিক নেতা নই। রাজনৈতিক নেতারা নিজস্ব এক ধরনের পথে চলেন। আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে আমি তা মিলে যেতে দেব না।’’ প্রসঙ্গত, রাজভবনে এক অস্থায়ী কর্মী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি আর রাজভবনে দেখা করতে যাবেন না। প্রয়োজন পড়লে রাজভবনের বাইরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই মানহানির মামলা করেন রাজ্যপাল। আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল সম্পর্কে মানহানির নিয়ম লঙ্ঘন করে, এমন মন্তব্য করতে বারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সংবাদসংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, ‘‘রাজ্যপালের কর্তব্য সংবিধান মেনে রাজ্য সরকার কাজ করছে কি না, তা দেখা রাজ্যপালের দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনেক গলদ রয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও কম্প্রোট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের বিশ্লেষণ থেকেই এই মত তৈরি হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে। গরিব মানুষদের জন্য যে অর্থ ব্যয় হওয়া উচিত, তা অন্য উদ্দেশে ব্যবহার হচ্ছে। আমি শ্বেতপত্র চেয়েছি। সাংবিধানিকভাবে রাজ্যপাল রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে যে কোনও তথ্য জানতে চাইতে পারেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। মুখ্যমন্ত্রীও সেই তথ্য রাজ্যপালকে জানাতে বাধ্য। আমি অপেক্ষা করব...’’

বাংলাদেশে থেকে ১ কোটি শরণার্থী আসছে, তৈরি থাকুন। শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের খবরের সেদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভার সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘১ কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। একই সঙ্গে সিএএ-র অধীনে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি জানান তিনি। শুভেন্দু বলেন, ‘‘তৈরি থাকুন। ১ কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। বাংলাদেশে হিন্দু কোতল চলছে। রংপুরের কাউন্সিলর হারাধন নায়েক তাঁকে খুন করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জে ১৩ জন পুলিশকর্মী থানার মধ্যে খুন হয়েছেন। তার মধ্যে ৯ জন হিন্দু। নোয়াখালিতে হিন্দু বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপালকে বলব, অবিলম্বে ভারত

সরকারের সঙ্গে কথা বলুন। কারণ সিএএ-এ উল্লেখ রয়েছে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যদি কাউকে আসতে হয় আমাদের দেশ নেবে। এই পরিস্থিতি যদি ৩ দিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা না যায় তাহলে জামাতের মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। ১ কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেন। আমি তো প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। আমি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অনুরোধ করব, যার যেখানে জায়গা জমি রয়েছে আমাদের হিন্দু ভাইদের শরণার্থী হিসাবে সেখানে রাখার জন্য।’’ সোমবার বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছে। দেশ ছেড়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কপ্তারে ত্রিপুরার আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছেনে শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন রেহানা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দায়িত্ব নিয়েছে সেনাবাহিনী। দায়িত্ব নিয়ে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন সেদেশের সেনাপ্রধান।

বালুর ১৩টা কোম্পানি! সবই ভুয়ো কিন্তু চলত কোটি কোটি টাকার খেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে একের পর এক ব্যালান্স শিট হাতে আসছে ইডি-র, আর চমকে যাচ্ছেন তদন্তকারী অফিসাররা। এরই মধ্যে আনিসুর রহমান ও আলিফ নূর ওরফে মুকুল ও বিদেশ গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁদের কোটি কোটি টাকার লেনদেন প্রকাশ্যে আসছে। কীভাবে পরিবারের লোকজনকে ভুয়ো চাষি সাজিয়ে সরকারের টাকা আত্মসাৎ তদন্তকারীরা। সেগুলির ব্যালান্স শিট দেখতে গিয়ে ইডি অফিসাররা জানতে পেরেছেন ও সংস্থাগুলির নামে এসেছে কোটি কোটি টাকা। ৩০ নম্বর স্ট্র্যান্ডরোড হল সংস্থার ঠিকানা। ভুয়ো ঠিকানা দেওয়া আছে বলে জানা গিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই সংস্থার পাঁচ কোটি টাকা এসেছে ওই সংস্থাগুলির অ্যাকাউন্টে। মুকুল ও বিদেশের কাছ থেকে এসেছে ওই টাকা। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩

করতেন, জেরা করে সে কথা জানতে পেরেছেন আধিকারিকরা। এবার তদন্তে উঠে মিলল আর পাঁচ সংস্থার হদিশ। ইএইচ গ্রুপ অব কোম্পানির আওতায় থাকা ১৩ সংস্থার কথা জানতে পেরেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পার্টনার হিসেবে রয়েছেন সেই সব সংস্থায়। প্রাক্তন মন্ত্রীর হিসাব রক্ষক শান্তনু ভট্টাচার্যের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সেই সব সংস্থার নথি পেয়েছেন সংস্থার হদিশ পাওয়া গেল। কোথাও পার্টনার হিসেবে রয়েছেন বালু, কোথাও ডিরেক্টর হিসেবে। ব্যালান্স শিট বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। এই ১৩ সংখ্যাটাই বালুর জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে না তো? সেই প্রশ্নই সামনে আসছে। নতুন করে যে ৫ সংস্থার হদিশ পাওয়া গিয়েছে, সেই সংস্থাগুলির নাম হল-ইএইচ গ্রীনিশ কোম্পানি, ইএইচ সেন্ট্রা অ্যান্ড মার্ট কোম্পানি, ইএইচ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, ইএইচ পিকাসো কোম্পানি, ইএইচ গ্রীনরাশ কোম্পানি।

বিধানসভায় বেনজির সৌজন্য

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় শুভেন্দুর প্রস্তাব মেনে নিলেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ মধুরেণ সমাপয়েৎ। বিধানসভার বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে বেনজির সৌজন্যের সাক্ষী থাকল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। এদিন স্পিকারের বাতিল করে দেওয়া বিরোধী দলনেতার সংশোধনী গৃহীত হল মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে। একযোগে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন অঙ্গিকারবদ্ধ হল শাসক ও বিরোধী। সোমবার অধিবেশনের শেষ দিনে রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করে শাসকপক্ষ। সেই প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় সংশোধনী পেশ করেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, এই প্রস্তাবে কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মতকে বিজেপির অবস্থান বলে দাবি করা হয়েছে। যা রাজনৈতিক উদ্দেশপ্রণোদিত। এছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে প্রস্তাবে। বিজেপি রাজ্য ভাগের কঠোর বিরোধী। কারণ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথরঞ্জন ঠাকুরদের উদ্যোগেই পশ্চিমবঙ্গ তৈরি হয়েছে। এর পর শুভেন্দু প্রস্তাবে একটি লাইন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। তিনি বলেন, ‘‘অখণ্ড অবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে আমরা সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ’’ এই লাইনটি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু স্পিকার শুভেন্দুকে বলেন, ‘‘নিয়ম মেনে সংশোধনী না আনায় এখন এই বদল করা সম্ভব নয়।’’ এর পর বলতে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারীর পেশ করা সংযোজন অবশ্যই প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।’’ মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শেষ হতেই শুভেন্দুর কাছে আসেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুভেন্দুর সঙ্গে কথা বলে নতুন করে প্রস্তাবটি লেখেন তিনি। এর পর রাজনৈতিক অংশ বাদ দিয়ে শুভেন্দুর উল্লেখ করা পংতি যোগ করে প্রস্তাবটি পেশ করা হয়। সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয় সেই প্রস্তাবে। এখানেই শেষ নয়, এতদিন রাজ্য সংগীতে উঠে দাঁড়াতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও সোমবার বিধানসভায় রাজ্য সংগীত ও জাতীয়

সংগীতের সময় উঠে দাঁড়ান বিজেপি বিধায়করা। শাসক বিধায়কদের সঙ্গে গলা মেলান তাঁরা। এই প্রথম বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর নাম উচ্চারণ করলেন মমতা। সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণও করলেন তিনি। এদিন মমতা বলেন, ‘‘আমাদের মধ্যে সৌজন্যের অভাব হবে কেন? রাজ্যের উন্নয়নে সবাইকে একযোগে ব্রতী হতে হবে।’’ বিধানসভা কক্ষ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘বিজেপি প্রথম থেকেই রাজ্য ভাগের বিরোধী। আমরা আজ বিধানসভায় সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গকে বিজেপি ভাগ হতে দেবে না। কিন্তু রাজ্য সরকারকেও রাজ্যের সমস্ত অংশের উন্নয়নে সমানভাবে জোর দিতে হবে।’’ তবে এই প্রস্তাব বিজেপি আদৌ মানবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল। শান্তনু সেন বলেন, ‘‘বিজেপির বিলম্বিত বোধোদয়। বাংলা ভাগ করার মানসিকতার জন্য, মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করছে, সেটা বুঝতে পেরেই সমর্থন করেছে।’’ শান্তনু সেন আরও বলেন, ‘‘বিজেপির মধ্যে তো নানা মুনির নানা মত। সব নেতারা মেনে নেবে কি না, সেই প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে।’’ অন্যদিকে, বিজেপি নেতা সজল ঘোষ মনে করছেন, এতে শাসক দলের প্রস্তাবে সমর্থন জানানোটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কারণ যে কোনও মানুষই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করবেন। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের অংশ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তারপরই বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরই ঝাড়খণ্ডের সাংসদ নিশিকান্ত দুবে মালদহ, মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার কথা বলেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে সজল ঘোষ বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গের মানুষ সত্যিই বঞ্চিত। আর বিজেপি নেতারা বঙ্গভঙ্গের কথা বলেননি। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল আর বঙ্গভঙ্গ এক নয়।’’

ফুঁসছে একাধিক নদী, গুজরাটে একাধিক এলাকা জলমগ্ন

আমেদাবাদ, ৫ আগস্ট ঃ একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাটের জনজীবন। প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে কাবেরী ও পূর্ণা নদী। ভাসছে গুজরাটের বিলিমোরার একাংশ। নীচু এলাকার প্রায় হাজারখানেক বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, একাধিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে জল। ফলে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। তৈরি হচ্ছে যানজট। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

ফিজিতে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, সুভাতে রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিন দেশ সফরের প্রথম পর্যায়ে ফিজির নাদিতে পৌঁছেছেন। ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতির এটিই প্রথম ফিজি সফর। ৭ আগস্ট পর্যন্ত সে দেশে থাকবেন তিনি। সোমবার ফিজিতে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ জানানো হয়েছে, এই সফর দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও মজবুত করবে।ফিজির রাষ্ট্রপতি কাতোনিওয়েরে এবং প্রধানমন্ত্রী সিটিভানি রাবুকার সঙ্গে সাক্ষা করবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। রাজধানী শহর সুভাতে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। ফিজির সংসদে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন রাষ্ট্রপতি।ত্রিদেশীয় সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডে যাবেন রাষ্ট্রপতি। নিউজিল্যান্ডে রাষ্ট্রপতি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি ওয়েলিংটনে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনেও ভাষণ দেবেন। অকল্যান্ডে তিনি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হবেন। সফরের শেষ পর্যায়ে তিনি তিমুর লেস্টের রাজধানী শহর দিলিতে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। সেখানে তিনি ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন।

শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের প্রশিক্ষণ

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃরাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত তরুণ তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মজীবনমুখী করে গড়ে তুলতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির অনুমতি দিয়েছে। আজ বিধানসভায় দি স্কিল, নলেজ এন্ড ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৪ উপরে আলোচনার জবাবি ভাষণে উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হলে প্রতিভাবান তরুণ তরুণীদের বৃত্তিমূলক কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। বিলের উপরে আলোচনার শুরুতে বিজেপি বিধায়ক অরূপ দাস রাজ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার কথা উল্লেখ করে সরকারি শিক্ষার মানকে ক্রমশ নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে অগ্নিমিত্রা পল বলেন এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা উত্তীর্ণ হবেন তাদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প রাজ্যে নেই। পরে ধ্বনি ভোটে বিলটি পাস হয়।

রাজ্যে বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে

নিজস্বসংবাদদাতা,৫আগষ্টঃ সুন্দরবনে নদী ভাঙ্গন রোধে রাজ্য সরকার কুড়ি কোটি ম্যানগ্রোভ গাছের চারা লাগিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় বনমহোসব অনুষ্ঠানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত কয়েক বছরে রাজ্যে বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। বনদপ্তরের অধীনস্থ এলাকা ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন। আগামী দিনে রাজ্যে সবুজের ঘনত্ব বৃদ্ধিতে রাজ্য সরকারের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আজ জানিয়েছেন। বনমহোসবের অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমন্ত্রী বিরবাহা হাসদা, বিধানসভার সদস্য ছাড়াও কলকাতায় নিযুক্ত তিনটি দেশের কন্সাল জেনারেলরা অংশ নেন। তবে বিরোধী বিজেপি আজকের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি।

অভিবাসন বিরোধী আন্দোলনের জেরে অশান্ত ব্রিটেন, শেয়ার বাজারে ধস

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ অশান্ত ব্রিটেন। অভিবাসন বিরোধী আন্দোলনের জেরে উত্তপ্ত একাধিক এলাকা। ঘটনার সূত্রপাত বেশ কয়েকদিন আগেই। ব্রিটেনের সাউথপোর্টে একটি নাচের ক্লাসে ছুরি দিয়ে হামলা চালিয়েছিল এক দুষ্কৃতী। সেই ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হয় আট শিশু-সহ ১০ জন। তারপর থেকেই ব্রিটেন জুড়ে অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। সাউথপোর্টের ওই ঘটনার পর রটিয়ে দেওয়া হয় নাচের ক্লাসে হামলাকারী একজন অভিবাসী ও ইসলামিক কট্টরপন্থী। যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়, হামলাকারীর জন্ম ব্রিটেনেই। এটা কোনও জঙ্গি হামলা নয়। কিন্তু তাতে শান্ত থাকছেন না আন্দোলনকারীরা। ব্রিটেনের লিভারপুল, ব্ল্যাকপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, ব্রিস্টলে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অতি-ডানপন্থীরা। গত রবিবার থেকেই বিক্ষোভের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। এমনকী সাউথ ইয়র্কশায়ারে একটি হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। ইতিমধ্যেই ৯০-এর বেশি আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আরও অশান্ত হয়েছে ব্রিটেন। বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীও। আন্দোলনকারী অতি ডানপন্থীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।অভিবাসন বিরোধী আন্দোলনের জেরে অশান্ত ব্রিটেন। যার সরাসরি প্রভাব পড়ল ভারতের শেয়ার বাজারে। সোমবার সকালে বাজার খুলল রেড জোনে। সূত্রের খবর, ব্রিটেন অশান্ত হওয়ায় গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারেই প্রভাব পড়েছে। এদিন সকালে বাজার খোলা মাত্রই সেনসেক্স ১৫৩৩ পয়েন্ট পড়েছে। ৪৬৩ পয়েন্ট পড়ে নিফটি।

বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে নতুন বিল পেশ, কটাক্ষ অগ্নিমিত্রার

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ বিধানসভার অধিবেশনের একাদশ তথা অন্তিম দিনে পেশ হল দ্য স্কিল, নলেজ এন্ড ফ্যাশন ইউনিভার্সিটি বিল, ২০২৪। এই বিল নিয়ে সোমবার বিধানসভায় আলোচনা হয়। নতুন এই বিল উত্থাপন করেন শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ছয় জন বক্তা রয়েছেন। এক ঘন্টা ধরে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিজেপির বক্তা অরূপ কুমার দাস। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিসর থেকে মুক্ত করা হোক।বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল সভায় বলেন, এই বিল নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। দেড় বছর বাদে বিধানসভার ভোট রাজ্যে। সেদিকে তাকিয়ে গাজর ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে না তো! পড়ুয়াদের 'প্লেসমেন্ট গ্যারান্টি' থাকবে! পরবর্তী বক্তা ডঃ শঙ্কর ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেস-এর তরফে বক্তা ছিলেন ডঃ রানা চ্যাটার্জি। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রতি যে অবিচার বরাবর বলা হয়ে থাকে, সেই প্রেক্ষিতে এই বিল সময় উপযোগী এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হতে চলেছে। সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সের পাশাপাশি ডিগ্রি কোর্সও থাকছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে বাতাবরণ তার নিরসন হবে। বক্তা রয়েছেন অরুন্ধতী মিত্র। জবাবী ভাষণে বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী বসু এরপর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সবিস্তারে জানাবেন।

একজন যোগী যদি গণতন্ত্র ও সংবিধান বিশ্বাস না করেন, তিনি যোগীই ননঃঅখিলেশ যাদব

লখনউ, ৫ আগস্ট ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশের কথায়, একজন যোগী যদি গণতন্ত্র ও সংবিধান বিশ্বাস না করেন, তিনি যোগীই নন। পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেছেন, বিজেপির হিন্দু-মুসলিম ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সোমবার লখনউয়ের জনেশ্বর মিশ্র পার্কে প্রাক্তন সমাজবাদী পার্টির নেতা জনেশ্বর মিশ্রকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।সেখানে অযোধ্যা গণধর্ষণ মামলা প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে অখিলেশ যাদব বলেছেন, বিজেপি নির্বাচনের আগে ষড়যন্ত্র শুরু করতে চায়। প্রথম দিন থেকেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল সমাজতন্ত্রীদের মানহানি করা এবং বিশেষ করে মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁদের চিন্তাভাবনা অগণতান্ত্রিক এবং অসাংবিধানিক। একজন 'যোগী' যদি গণতন্ত্র, সংবিধানে বিশ্বাস না করেন তবে তিনি যোগী হতে পারবেন না।কেন্দ্রীয় সরকার সম্পদের উপর ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা রোধ করার জন্য একটি বিল আনতে পারে, এমনই মিডিয়া রিপোর্ট প্রসঙ্গে অখিলেশ যাদব বলেছেন, বিজেপির হিন্দু-মুসলিম এবং কীভাবে মুসলিমদের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, তা ছাড়া কোনও কাজ নেই। মুসলিম ভাইয়েরা যে অধিকার পেয়েছে, স্বাধীনতার অধিকার অথবা নিজেদের ধর্ম পালনের অধিকার, তাঁদের কর্মব্যবস্থা বজায় রাখার অধিকার।

বিহারের হাজীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ৯ পুণ্যার্থীর, আহত বেশ কয়েকজন

হাজীপুর, ৫ আগস্ট ঃ আনন্দ পরিণত হল বিষাদে, বিহারের বৈশালী জেলার হাজীপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৫ জন কানওয়ার পুণ্যার্থীর। এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। হাজীপুরের এসডিপিও (সদর) ওমপ্রকাশ বলেছেন, কানওয়ারিরা ডিজে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই ডিজে অনেক উঁচু ছিল, যা বিদ্যুৎতের তারের সংস্পর্শে চলে আসে। বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।বিহারের বৈশালী জেলার হাজীপুর এলাকার ঘটনা। জেঠুই নিজামত গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন ওই পুণ্যার্থীরা। রবিবার তাঁদের গাড়িটি রাস্তার ধারের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খায়। সেই সময়েই গাড়ির উপরের অংশ বিদ্যুবাহী তারের সংস্পর্শে আসে। মুহূর্তে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। পুণ্যার্থীদের হাজীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ৯ জনকে

উচ্চশিক্ষার দুই সেরা অঙ্গনে ঘেরাও নিয়ে শঙ্কিত শিক্ষামহল

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ কলকাতার উচ্চশিক্ষার দুই সেরা অঙ্গনে উপর্যুপরি ঘেরাওয়ের জেরে শিক্ষাবিদমহলে ক্ষোভ ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় অবশ্য তাঁরা প্রকাশ্যে সহজে সরব হতে চাইছেন না। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার বিক্ষোভের রেশ মিটতে না মিটতেই শুক্রবার গভীর রাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘেরাও হওয়া উপাচার্যকে উদ্ধার করতে পুলিশবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। ১০ ঘন্টা আটকে থাকার পর রাত ১২ টা নাগাদ বার হন উপাচার্য।ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত সোম ও মঙ্গলবারপ্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখায়। এর পর গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে গত বৃহস্পতি দুপুর পর্যন্ত ২৬ ঘণ্টা ঘেরাও করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তীকে। দীর্ঘ সময় পর অবশেষে অবস্থান ওঠে এসএফআইয়ের। তাঁকেও মুক্ত করেন পড়ুয়ারা।এর জের কাটতে না কাটতে শুক্রবার রাতে কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে ঘেরাও হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শান্তা দত্ত দে। আসলে রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আচার্যর নিয়োজিত অস্থায়ী উপাচার্যদের গোাা থেকেই মেনে নেয়নি রাজ্যের শিক্ষা দফতর। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূলপন্থী ছাত্রসমিতিও সক্রিয় হয়েছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচারণ করার। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সিন্ডিকেটসের বৈঠকে। রাজ্য সরকার এই বৈঠক ডাকার সম্মতি দিচ্ছিল না। গত শুক্রবার সন্ধ্যার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বৈঠক ডাকা হয়। সূত্রের খবর, উচ্চ শিক্ষা দফতর থেকে সিন্ডিকেটের সদস্যদের বেশ কয়েক জনকে এই বৈঠকে যেতে নিষেধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ বৈঠকে অনড় ছিলেন। দুপুর ২ থেকে নিজের ঘরেই আটকে ছিলেন উপাচার্য।শুক্রবার গোড়া থেকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তৃণমূলপন্থী ছাত্রসমিতি। বৈঠক চলাকালীন শুক্রবার মূল দু'টি গেট, দ্বারভাঙ্গা ভবনের নীচের তলার গেট, এমনকি সিন্ডিকেট রুমের দরজাতেও তালা দিয়ে দেয় শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি। ভিতরে তখন অন্তর্বর্তী উপাচার্য-সহ কিছু সদস্য। রাতে অন্তর্বর্তী উপাচার্যের পক্ষ থেকে জোড়াসাঁকো থানায.খবর দেওয়া হয়। বেশি রাতে ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকে। ছাত্র সংগঠনের প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেই রাত ১২টা নাগাদ উপাচার্য বেরিয়ে আসেন। তাঁর গাড়ির বনেটেও উঠে পড়েন বিক্ষোভকারীরা।প্রসঙ্গত, প্রায় ১৪ বছর পর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধি হচ্ছিল। ভর্তির জন্য প্রায.৪ হাজার টাকা লাগত। কিন্তু নতুন ফি হিসাবে তা বেড়ে হচ্ছিল ৭ হাজার ২০০ টাকা। আর টিউশন ফি-এর সঙ্গে পরীক্ষাগার এবং প্রথম সেমিস্টার বাবদ যেখানে প্রায.৯০০ টাকা লাগত, তা এবার বেড়ে হওয়ার কথা ছিল প্রায় ২ হাজার ১০০ টাকা। রাজ্যের শিক্ষাদফতরের অনুমতিক্রমেই তা রূপায়নের চেষ্টা করছিলেন কর্তৃপক্ষ।সেখানেই প্রশ্ন তুলেছিল বাম ছাত্র সংগঠন। তারা প্রশ্ন তোলে, যে আর্থিক ঘাটতি রয়েছে তা সরকারের থেকে কেন নেওয়া হচ্ছে না? তার সঙ্গে প্রাক্তন উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া যে অর্থ মুখ্যমন্ত্রী থেকে আগে নিয়েছিলেন, তার হিসাব কী হলো?কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির (কুটা) সভানেত্রী মহালয়া চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোনও ছাত্রের অধিকার নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে উপাচার্য এবং সিনিয়র শিক্ষকদের আটকে রাখার। আমরা মনে করি, গত ১৫ মাস ধরে রাজভবন বনাম বিকাশ ভবনের যে সংঘাত চলছে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল শুক্রবার রাতের ঘটনা। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আধিপত্য বাড়াতে চেয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেই রাজ্য সরকার রসাতলে পাঠাচ্ছে।টিএমসিপি নেতা অভিরূপ চক্রবর্তীর দাবি, বেআইনি ভাবে সিন্ডিকেট বৈঠক করছেন রাজ্যপাল মনোনীত অন্তর্বর্তী উপাচার্য। তাঁর বৈঠক করার এক্তিয়ারই নেই, কারণ, চাকরির বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তিনি অবৈধ ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে অন্তর্বর্তী উপাচার্য জানান, রাজ্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অবসরের বয়স ৭০ বছর করেছে। সুপ্রিম কোর্টে তা জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সিলমোহরও দিয়েছে।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক দেবাশিষ দাস। তিনি জানিয়েছেন, রাতে আমরা অপরাধীর মতো বন্দী হয়ে ছিলাম। বিক্ষোভকারীরাও ছিল মূলত বহিরাগত। এই অবস্থা হতে পারে ভাবতে পারিনি।কুটা-র সম্পাদক সনাতন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, শিক্ষাক্ষেত্রে দুই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দখলদারির দীর্ঘ লড়াই থেকে এই নৈরাজ্যের উৎপত্তি। ছাত্র-নাম নিয়ে যাঁরা এই আচরণ করছেন তাঁদের বোঝা উচিত এই ভাবে কোনো সমস্যার সমাধান হয় না। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য আরো প্রসারিত হবে। আমরা উদ্ভুত এই পরিস্থিতিকে ধিক্কার জানাই।এভাবে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপর্যুপরি ঘেরাওয়ের আন্দোলনের কড়া সমালোচনা করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অপর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য। তিনি গত শনিবার এই প্রতিবেদককে বলেন, দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোয় চরম বিশৃঙ্খলা চলছে। এতে একদিকে ক্ষতি হচ্ছে সামগ্রিক পঠনপাঠনের। অন্যদিকে, এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাবমূর্তি জাতীয় স্তরে মার খাচ্ছে। রাজ্যপাল মনোনীত অস্থায়ী উপাচার্যদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে, তাতে কার্যতঃখাল কেটে কুমীর ডাকা হচ্ছে। এই ফ্রাঙ্কেন্টাইনরা পরেও অরাজকতার পথ ধরবে।

মধ্যপ্রাচ্যের ' মুখ্য ভূমিকাকারী' দেশ ভারতের অভূতপূর্ব উত্থান

নয়াদিল্লি,৫ আগষ্টঃ বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়গুলির ওপর নজর রেখে এক বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকার বিদেশ নীতির বিষয়ে লেখা একটি নিবন্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ' মুখ্য ভূমিকাকারী' দেশ হিসেবে ভারতের উত্থানকে কয়েক বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি দিক হিসেবে উল্লেখ করেছে।লেখায় ইজরায়েল, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রধান দেশগুলির সঙ্গে নতুনদিল্লির গভীর ও ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান ও সাগ্রহ ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। এই দেশগুলি নতুন বহুমুখীতা থেকে উপকৃত হবে।এই নিবন্ধের লেখক স্টিভেন এ কুক যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে মধ্যপ্রাচ্যের অংশীদাররা যদি ওয়াশিংটনের বিকল্প খুঁজতে থাকে তাহলে নুতন দিল্লিকে পছন্দের মধ্যে রাখা ভালো।নিবন্ধের লেখক প্রায় এক দশক আগে তার ভারত সফরের কথা স্মরণ করেছেন। ভারতীয়রা মধ্যপ্রাচ্যে কী বড় ভূমিকা নিতে পারে? সে প্রশ্নও তাঁর মনে জেগেছিল।তাঁর সফরের ১০ বছরের মধ্যে একাধিক পরিবর্তন এসেছে। কুক লিখেছেন, মার্কিন কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞরা বেজিং-এর প্রতিটি কূটনৈতিক পদক্ষেপে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং মধ্যপ্রাচ্যে চীনের বিনিয়োগকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। ওয়াশিংটন বছরের পর বছর ধরে ওই অঞ্চলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নের দিক উপেক্ষা করেছে। আর মধ্যপ্রাচে, ভারত একটি মুখ্য ভূমিকাকারী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে।নিবন্ধে বলা হয়েছে,যখন উপসাগরের প্রসঙ্গ আসে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরব দৃঢ়ভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রসারিত করার উপায় খোঁজে।ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং সৌদি আরবের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়টি লেখক এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের দৃঢ় সম্পর্কের বিষয়ে বলা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৭ সালে ইজরায়েল সফর করেন। এরপর তাঁর সমকক্ষ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক বছর পরে ভারত সফর আসেন। এতে প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।অতীতে ভারতের ব্যবসায়ীরা ইজরায়েলে বিনিয়োগ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কুক বলেছেন, দেশের ছোট বাজার এবং বিতর্কিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তাঁরা সরে এসেছিলেন। তবে এটা পরিবর্তন হয়েছে।২০২২ সালে আদানি গোষ্ঠী এবং ইজরায়েলের এক অংশীদার হাইফা বন্দরের জন্য ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি টেন্ডার জিতে নেয়। ভারত-ইজরায়েল মুখ্য বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনাও চলছে।নিবন্ধে বলা হয়েছে ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক জটিল। ভারত প্যালেস্তাইনদের সমর্থনে অবিচল রয়েছে। অন্যদিকে ইরানের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। নতুন দিল্লি সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমানে তেল কেনে।মোদীর সম্প্রতি দু-দিনের মিশর সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই নিবন্ধে। ভারত-মিশরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি আব্দেল ফাতহে আল সিসি ভারতের ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতায় বসার পর থেকে মিশরের রাষ্ট্রপতির এই নিয়ে তৃতীয় বার নতুন দিল্লি সফর ছিল।নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে চীনের মতো ভারতও মিশরকে একটি প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করে, যার মাধ্যমে আফ্রিকা এবং ইউরোপে পণ্য পাঠানো সম্ভব ।গত জুন মাসে মোদীর ওয়াশিংটন সফরে ছিল উৎসবের মেজাজ। প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণও দেন। লেখক কুক যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন যে এতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সমস্ত ইতিবাচক দিক খুলে গেছে। পরিকল্পনা মতো নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনের কৌশলগত অংশীদার হতে চাই।তবে যখন মধ্যপ্রাচ্যের কথা আসে তখন ভারত ইরান প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নেয়। এটা অসম্ভব যে নতুন দিল্লি ওয়াশিংটনকে গুরুত্ব দেবে না, যেমনটা বেজিং এবং মস্কো করে থাকে। ভারত সব সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও গুরুত্ব দিয়েছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন দিল্লির ক্ষমতার উত্থানকে গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে, সে কথাও নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

অশান্ত বাংলাদেশঃভারতীয়দের বিশেষ নির্দেশ দিল্লির, চালু হেল্পলাইন নম্বর

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের 'এক দফা' দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশের ছাত্রদের মঞ্চ ' বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন' যাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। সংঘর্ষ ও হিংসায় লাফিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। দিকে দিকে পুলিস, র‍্যাবের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এই অবস্থায় ভারতীয়দের সতর্ক করল বিদেশমন্ত্রক। আপাতত বাংলাদেশ সফরে যেতে ভারতীদের নিষেধ করেছে নয়াদিল্লি।পরিস্থিতি শান্ত হলে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে বলেও জানানো হয়েছে বিদেশমন্ত্রকের তরফে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে থাকা ভারতীয়দের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে নয়াদিল্লি। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ও প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় না বের হতে বাংলাদেশে থাকা ভারতীয়দের নির্দেশ দিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। প্রয়োজনে ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও বলা হয়েছে। কয়েকটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে নয়াদিল্লি। যেগুলি হল- ৮৮০১৯৫৮৩৮৩৬৭৯, ৮৮০১৯৫৮৩৮৩৬৮০, ৮৮০১৯৩৭৪০০৫৯১।

৩৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণের পঞ্চম বছর, আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা জম্মু ও কাশ্মীরে

শ্রীনগর, ৫ আগস্ট ঃ দেখতে দেখতে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ অপসারণের ৫ বছর হয়ে গেল। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা দানকারী ৩৭০ নম্বর ধারা বিলোপ করা হয়। ৩৭০ ধারা বাতিলের ফলে বিশেষ মর্যাদা হারায় জম্মু ও কাশ্মীর। এমনকি, হারায় রাজ্যের মর্যাদাও। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ- দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তৈরি করা হয়।সেই ৩৭০ ধারা বিলোপের পঞ্চম বর্ষপূর্তিতে জম্মু ও কাশ্মীরে বাড়ানো হল নিরাপত্তা। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সোমবার ভোররাত থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। গাড়ি থামিয়ে চলে তল্লাশি। শ্রীনগর-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যত্রও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

৩-দিনের সফরে দিল্লি আসছেন উদ্ধব ঠাকরে, সোনিয়া ও খাড়গের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

মুম্বই, ৫ আগস্ট ঃদিল্লি সফরে আসছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। মঙ্গলবার থেকে তাঁর দিল্লি সফর শুরু হচ্ছে, ৩-দিনের এই সফরে দিল্লি বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবির জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে মঙ্গলবার থেকে ৩ দিনের জন্য দিল্লি সফর করবেন।এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়াও বিরোধীদের ইন্ডি জোটের নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা রয়েছে উদ্ধব ঠাকরের।

কেদারনাথে পঞ্চম দিনে পড়ল উদ্ধারকাজ, আকাশপথে আনা হচ্ছে পুণ্যার্থীদের

রুদ্রপ্রয়াগ, ৫ আগস্ট ঃ কেদারনাথে সোমবার পঞ্চম দিনে পড়ল পুণ্যার্থীদের নিরাপদে উদ্ধারকাজ। আকাশপথে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করে আনা হচ্ছে তীর্থযাত্রীদের। রুদ্রপ্রয়াগ জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার জানানো হয়েছে, শ্রী কেদারনাথ ধাম যাত্রা রুটে উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান পঞ্চম দিনও মতো অব্যাহত রয়েছে। গত রবিবার গভীর সন্ধ্যা পর্যন্ত স্নিফার ডগের সাহায্যে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত ছিল এবং লিঞ্চোলি থেকে রামবাদা এলাকা পর্যন্ত তল্লাশি অভিযান শেষ হয়েছে, সেখানে আর কেউ আটকে নেই।ভারতীয় বায়ুসেনার এমআই ১৭ এবং চিনুক বিমানের সাহায্যে এয়ারলিফ্‌ট উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। এমআই ১৭ বিমান যাত্রীদের চারধাম হেলিপ্যাডে অবতরণ করিয়েছে। সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত, এমআই, চিনুক এবং ছোট হেলিকপ্টারের সাহায্যে কেদারনাথ থেকে ১৩৩ জনকে নিরাপদে এয়ারলিফ্‌ট করা হয়েছে এবং উদ্ধার করা হয়েছে।

সাংসদদের সংসদের মর্যাদা রক্ষার বার্তা অধ্যক্ষ ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই উপস্থিত সাংসদদের সাবধানবাণী শোনালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তিনি এদিন বলেন, সংসদ সংসদীয় আলোচনার জন্য, জনসংযোগের জন্য নয়। তিনি এও বলেন, সংসদের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব সাংসদদের উপরই বর্তায়।উল্লেখ্য, সংসদের দুই কক্ষের অধিবেশন থেকে বেরিয়ে সাধারণত লোকসভা, রাজ্যসভা উভয় কক্ষের সাংসদরাই বিভিন্ন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সংসদের আলোচ্য বিষয় সেখানে তুলে ধরেন তাঁরা। সেই প্রসঙ্গেই স্পিকারের এদিনের এই বক্তব্য বলে মনে করছে রাজধানীর রাজনৈতিক মহল।

ফের অস্বস্তিতে কেজরিওয়াল, এবার গ্রেফতারির চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃদিল্লি হাইকোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায়, কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি খারিজ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে সঠিক বলেছে দিল্লি হাইকোর্ট।জামিনের আবেদনের বিষয়ে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ট্রায়াল কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। কেজরিওয়ালের আবেদন খারিজ করে দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট সোমবার বলেছে, এটা বলা যাবে না যে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ছিল।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল্য

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৮ ডলারে নেমে এসেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৩৯ ডলার বা ০.৫১ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.১৯-এ প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩০ ডলার বা ০.৪১ শতাংশ কমে ৭৩.৮২ ডলারে লেনদেন করছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২০ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৫ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২১ শ্রাবন, চান্দ্রঃ১ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১ হাবান, আসাঃ২০ শাওন, মুসলিমঃ২৯-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১২ঃ৩৪ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ১১ঃ৪২।চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ৩৯ঃ৫১(৫) এবং অস্তঃ সন্ধ্যা ০৭ঃ০৩ঃ১৮(৫)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপ্রতিপদ (নন্দা) বিকাল ঘ ০৪ঃ৩১ঃ৩৩ দং ২৮১৭১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্লেষা বিকাল ঘ ০৩ঃ ০৩ঃ০০ দং ২৪৩৫৫০ পর্যন্ত পরে মঘাকরণঃবব বিকাল ঘ ০৪ঃ৩১ঃ৩৩ দং ২৮১৭১২.৫ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃব্যতীপাত সকাল ঘ ১১ঃ ২৩ঃ৪৫ দং ১৫২৭৪২.৫ পর্যন্ত পরে বরীয়ানঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ১২ঃ৪০ থেকে - ০৬ঃ৫৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৪ঃ১৯ থেকে - ০১ঃ০০ঃ০৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৫৫ঃ৫১ থেকে - ০৯ঃ০৮ঃ০২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ২০ঃ১২ থেকে - ০২ঃ১৬ঃ২৬ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ৩৫ঃ৫৮ থেকে - ০৫ঃ১৯ঃ৫১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ০২ঃ৪৪ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৩৫ঃ ৫৮ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩২ঃ২৩ থেকে - ০২ঃ১৬ঃ২৬ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ৫৭ঃ০১ থেকে - ০৪ঃ৩৪ঃ২৪ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫০ঃ০৩ থেকে - ০৮ঃ২৭ঃ২৭ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১০ঃ১৯ঃ৩৭ থেকে - ১১ঃ৪২ঃ১৪ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৩১৯১০২৬ (৯) ১ পদচন্দ্র ৪৬৪১৩ (১০) ২ পদমঙ্গলঃ১১৪৮৪৭ (৪) ২ পদবুধঃ ৪১২৯৫৪ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২১৫২৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৪৬৩৪৫৩ (১০) ২ পদশনিঃ ১০২১৯৪০ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৭২৫৩৯ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৭২৫৩৯ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৫৯ঃ২৩ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ১০ঃ৪২ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ২০ঃ৫৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ৩৫ঃ ০৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ ৫০ঃ৫০ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৬ঃ০৬ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৩ঃ০০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৬ঃ২৪ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৭ঃ২৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ২৮ঃ০১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২৬ঃ২৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৩৯ঃ৪৪ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৬ শতকরা এবং ৮০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ১০টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৯ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১৬মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃসুখশান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।।

বৃষ রাশিঃ আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালোই যাবে। এই সময় নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেন।

মিথুন রাশিঃঅর্থের টানাটানি হবে না। ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ কোনও পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করবেন না। বন্ধু-বান্ধবের বিপদে আপনি তাদের উপকারে লাগলেও আপনার অসময়ে তাদের কাউকে পাশে পাবেন না।।

কর্কট রাশি ঃঅশান্তি এই সময় মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সিংহ রাশি ঃঅতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ এই সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা।

কন্যা রাশিঃ উন্নতি ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় ব্যবসায় উন্নতি।।

তুলারাশিঃ স্বাস্থ্য ঠিক থাকলেও অতিরিক্ত কাজের জন্য হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন।

বৃশ্চিক রাশিঃ কন্যাসন্তানের বিদ্যালাভের অসামান্য সাফল্যের জন্য নিজেকে গর্বিত বোধ করবেন।

ধনু রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের ফল ভালোই পাবেন।।

মকর রাশিঃ আর্থিক চাপ থাকলেও পরের দিকে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি ঃকর্মক্ষেত্রে কর্মরত জাতক-জাতিকাদের এই সময় চাকরী পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত।

মীন রাশিঃ পারিবারিক কারণে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা।

রঙ্গকর্মীর আয়োজনে উষা কি কিরণ নাট্য উৎসব সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো

ইন্দ্রজি আইচ, ৫ আগস্ট ঃ প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব উষা গাঙ্গুলিকে উৎসর্গ করে দ্বিতীয় সংস্করণের জাতীয় নাট্য উৎসব উষা কি কিরণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো রঙ্গকর্মী স্টুডিও থিয়েটারে। রঙ্গকর্মীর আয়োজনে এবং উৎসবের পরিচালক অনিরুদ্ধ সরকারের তত্ত্বাবধানে পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব অমিত ব্যানার্জী। অন্যান্য দিন এই উৎসবে সংবর্ধিত হলেন নাট্য গুণীজন বাদল দাস, তৃপ্তি মিত্র এবং নির্দেশক ও অভিনেতা তরুণ প্রধান। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬,৩০ টায় প্রদর্শিত হয় ভারতীয় নাটকের বৈচিত্র্যময় নাটক। উসবের প্রথম দিন কলকাতার ডলস থিয়েটার তাদের পুতুলনাটক পাথ অফ ট্রুথ পরিবেশন করে, যার পরিচালনায় ছিলেন সুদীপ গুপ্ত। দ্বিতীয়দিন শান্তিনিকেতনের সেহর উপস্থাপন করে তাদের নাটক ভা মনসী। তৃতীয়দিন পাটনার দস্তক থিয়েটার তাদের নাটক চাঁদ তানহা আসমান তানহা মঞ্চায়ন করে। চতুর্থ দিন মঞ্চস্থ হয় দিল্লির ট্রেজার আর্ট অ্যাসোসিয়েশন এর নাটক এন্ডলেস নাইট। পঞ্চমদিন অর্থাৎ উৎসবের শেষ দিন মঞ্চস্থ হয় রঙ্গকর্মীর নিজস্ব প্রযোজনা অভি রাত বাকি হ্যায়, যার নির্দেশনা করেছেন সৌতি চক্রবর্তী। সমগ্র নাট্যোসব এর ভাবনা, পরিকল্পনায় ছিলেন। পরিচালক এবং অভিনেতা অনিরুদ্ধ সরকার। সব মিলিয়ে জমে উঠেছিলো ৪৮ তম রঙ্গকর্মীর উষা কি কিরন জাতীয় নাট্য উৎসব ২০২৪।

বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে ধান পুঁতে অভিনব বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ৫ আগস্ট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকের মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের চক কুলিয়াডাঙ্গা সোদামোল্লা পাড়ার বাসিন্দারা বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে ধান পুঁতে অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। কাঁচামাটি রাস্তা বৃষ্টির সময় কাঁদায় ভরে যায়, ফলে সাধারণ মানুষদের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় এলাকাবাসীদের। এই সোদামোল্লা পাড়ায় ২৫ থেকে ৩০টি পরিবার বসবাস করে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তার এই বেহাল দশার কারণে গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং প্রতিবাদে রাস্তায় ধানের গাছ লাগিয়ে দেন। তাদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব এই রাস্তা মেরামত করতে হবে। মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রামকৃষ্ণ মন্ডল বলেন, আমাকে স্থানীয় মেম্বার কিছু জানায়নি, যার ফলে আজ পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়নি। বিষয়টি জানলাম এবং খুব দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে। এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তারা আশা করেন, প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এবং তাদের যাতায়াতের সমস্যার সমাধান করবে।

মেঘলা আকাশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে, ৬ থেকে ৮ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাগুলিতে স্থানীয় ভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। সোমবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। এদিন সকালে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৬-৮ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। বিশেষ করে এই সময়ে পশ্চিমের জেলাগুলিতে বেশি বৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলাগুলিতে আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত ভালোই বৃষ্টি হবে। পাহাড়ে এই সময়ে ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিধানসভার উদ্যানে বন মহোৎসবের উদ্বোধন করলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় , বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, বনমন্ত্রী বীরবাহা হাজদা, মাননীয় মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম,উপঅধ্যক্ষ শ্রী আশীষ ব্যানার্জি বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শ্রী সুকুমার রায় ও অন্যান্য বিধায়ক মন্ত্রী আধিকারিক বৃন্দ০। সঙ্গীতানুষ্ঠান নৃত্য অনুষ্ঠান এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি মাধ্যমে এক অভিনব অনুষ্ঠান হয় বিধানসভার বাগানে। অনুষ্ঠানের পরে বনদপ্তর তরফ থেকে বীরবাহা হাসদা সকলকে বিভিন্ন ধরনের চারাগাছ উপহার দেন। ছবি সুবল সাহা

হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের আবাসনে চারটি ফ্ল্যাটে দুঃসাহসিক চুরি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ আগস্ট ঃ হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের আবাসনের চারটি ফ্ল্যাটে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ। ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়নে আবাসিকরা। তালা ভাঙার ছবি সিসিটিভিতে ধরা পড়ে। চারটি ফ্ল্যাটে চুরির ঘটনা ঘটলেও আবাসনের একাধিক ফ্ল্যাটের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে লুটপাট। নিরাপত্তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়া থানার পুলিশ। এদিকে ওই ফ্ল্যাটের ডেভেলপারের দাবি বারবার বলা সত্ত্বেও আবাসনের বাসিন্দারা মেইনটেইনেন্সের জন্য বা সিকিউরিটির কোনও ব্যবস্থা করেননি। যে কারণে গতরাতে ওই ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটে গেল। আবাসনের এক বাসিন্দা বলেন, আমাদের ঘরে চুরি হয়েছে। ৩ তলার এক বাসিন্দা জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাতে কিছু আওয়াজ শুনেছিলাম কিনা। ব্যাপারটা প্রথমে অত গুরুত্ব দিইনি। পরে বোনের বন্ধ ঘর চেক করতে গিয়ে দেখি ঘর খোলা। ঘরে ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। পরে জানতে পারা যায় নতুন ফ্ল্যাটের পেমেন্টের ২১ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে। এছাড়াও পেমেন্টের জন্য আরও কিছু টাকা খোয়া গিয়েছে। রূপোর মূর্তিও নিয়ে যায় চোরেরা। আরেক বাসিন্দা জ্যোতি বলেন, রাত ১২টা নাগাদ দরজায় তালা দিয়ে শুয়ে পড়ি। ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ নাগাদ ঘুম থেকে উঠি। ছেলে স্কুলে যাওয়ার পর ৩ তলা থেকে ফোন আসে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। চাবি খুলতে গিয়ে জানতে পারা যায় সামনের ফ্ল্যাটে চুরি হয়েছে। এই ব্যাপারটা তখন জানতে পারিনি। দরজার তালা খুলে চলে আসার পর চ্যাঁচামিচি করায় জানতে পারি বিল্ডিংয়ে চুরি হয়েছে। জানা যায় আমার বাড়ির সামনেই চুরি হয়েছে। সুরক্ষার অভাব থাকার কারণেই চুরি হয়েছে। বিল্ডিংয়ে লোক ভর্তি, তা সত্ত্বেও চুরি হয়েছে। এদিকে, বিল্ডিংয়ের ডেভেলপার অশোক শর্মা বলেন, আবাসনের ৩টে বিল্ডিং দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিল্ডিংয়ের রক্ষণাবেক্ষণের, নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের দেওয়ার কথা আবাসিকদের বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা সেই দায়িত্ব দেয়না। তাঁরা রাতে নিরাপত্তা কর্মী রাখেননি। না রাখার জন্য এই ঘটনা ঘটে গেল। আমাদের কোনও গাফিলতি নেই।

প্রখ্যাত কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের ৯৫ তম জন্মবার্ষিকীতে মূর্তি উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৫ আগস্ট ঃ প্রখ্যাত কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের ৯৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রয়াত শিল্পীর আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন তসহ সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করে নব বারাকপুর ক্লাব সমন্বয় সমিতি। রবিবার সন্ধ্যায় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে প্রাঙ্গণে কিংবদন্তী সংগীত শিল্পী কিশোর কুমারের পাথরের মূর্তি উন্মোচন করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সমন্বয় সমিতির সভাপতি তথা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, ক্লাব সমন্বয় সমিতির সম্পাদক তথা পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র, আইএএস নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সহ পুরসভার একঝাঁক পুর প্রতিনিধি সহ বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সংগঠকরা। কিশোর কুমারের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রী সহ পুরসভার পুরপ্রধান এবং ক্লাব সংগঠন এর সংগঠকরা ও শিল্পী কলাকুশলিরা। কিশোর কুমারের জন্মদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী কলাকুশলিরা সমবেত ও একক সংগীত পরিবেশন করেন এদিন।মন্ত্রী বলেন কিশোর কুমার আমাদের সকলের মনে সারা জীবন বেচে আছেন। তিনি অমর কিন্তু আমরা কেউ তাকে প্রয়াত শিল্পী বলে মনে করি না। তার গান শুনে এবং শিখতে শিখতে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা তারা বড় হয়েছেন। তিনি বেঁচে থাকবেন। তিনি বাংলার মানুষ। তিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। বিশ্ব দেখেছেন বাংলা এই রকম মানুষ কে জন্ম দেয়। আজকে তার ৯৫ তম জন্মদিন। নিউ বারাকপুরে ক্লাব সংগঠন সম্মিলিত সমষ্টিগত ভাবে শিল্পী কে স্মরণ করে দিনটি পালন করছে। খুবই ভালো প্রচেষ্টা। এই শিল্পীর কথা নতুন প্রজন্মের কাছে বেশি করে পৌছে দিতে হবে। সেই দায়িত্ব কর্তব্য থেকে কেউ বিচ্যুতি না হই। নিজেকে সচেতন করছি। আর অন্যদের তা বলছি। তার অজস্র সংগীত শুধু বাঙালির হৃদয় নয়, আপামর বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করেছে। কিশোর কুমারের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন এবং সংগীত সন্ধ্যার আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে অঞ্চলের সুস্থ সংস্কৃতির বার্তা প্রদান করেছে আয়োজক সংস্থা। তিনি এদিনের অনুষ্ঠানে সমস্ত কাউন্সিলর দের উপস্থিতির প্রশংসা করে বলেন, যে কোন অনুষ্ঠানে এই ধরনের উপস্থিতি নাগরিক পরিষেবার অঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। আগামী দিনে নব বারাকপুর থেকে সংগীত প্রতিভার আশাপ্রকাশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে কিশোর কুমারের সংগীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী সপ্তক ভট্টাচার্য এবং অর্পিতা দে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী রানা গাঙ্গুলি, অম্লান দাশগুপ্ত এবং পৃথা চক্রবর্তী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিক্ষক অম্লান দাশগুপ্ত। অর্পিতা এবং সপ্তকের সুরেলা কণ্ঠে বেশ কিছু আধুনিক হিন্দি ও বাংলা গান শ্রোতাদের মন জয় করে।

গোঘাটে যাত্রী সুরক্ষার জন্যে বাসের মাথা থেকে আশা পূর্ণ্যার্থীদের নামিয়ে দেওয়া হল

বনস্পতি দে, গোঘাট, ৫ আগস্ট ঃ শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বরে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়। শ্রাবণের প্রতি সোমবার ভিড় হয় সবথেকে বেশি। বাবা তারকনাথের মাথায় আসেন জল ঢালতে আসেন পূণ্যার্থীরা। পায়ে হেঁটে তারা যাত্রা শুরু করেন বৈদ্যবাটি থেকে। তবে সেখান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অনেক পুণ্যার্থীরাই নিচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি। ভিড় বাসে ছাদের উপর উঠে তারা আসছেন জল ঢালতে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতে হতে পারে বড় বিপদ। বড় বিপদ যাতে না ঘটে তার আগেই এবার শক্ত হাতে পদক্ষেপ নিল পুলিশ-প্রশাসন। বাসের মাথায় করে আশা পূর্ণ্যার্থীদের নামিয়ে দেওয়া হল বাস থেকে। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে আরামবাগের গোঘাটে। গোঘাটের ভিকদাস সংলগ্ন এলাকায় প্রশাসনের আধিকারিকরা বিভিন্ন বেসরকারি বাসের ছাদ থেকে নামিয়ে দিল পূণ্যার্থীদের। ভক্তরা শিবের মাথায় জল ঢালতে জীবনকে হাতে করে নিয়ে নিত্যদিন যাচ্ছেন। কিন্তু

তাদেরকে রক্ষা করতে দেখা গেল প্রশাসনকে। সোমবার প্রত্যেকটা বেসরকারি বাস ও ছোট গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় যাত্রীদের পুলিশ কর্মীরা। বিভিন্ন এলাকার ভক্তদেরকে ছাদ থেকে নামাতে গেলে বচসার মধ্যে পড়তে হচ্ছে আধিকারিকদেরকে। ভক্তদের অভিযোগ, প্রতিদিনই তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাচ্ছেন হাজার হাজার মানুষজন। ট্রেন এবং বাসে অতিরিক্ত ভিড় হওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে বাসের ছাদে। অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদেরকেও। পুণ্যার্থীরের অভিযোগ অত্যাধিক ভিড়ের কারণেই বাসের ছাদে উঠে তাদের যাতায়াত করতে হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে যদি একটু বেশি সংখ্যায় বাস দেওয়া হয় তাহলে আর এই অসুবিধায় পড়তে হবে না তাদের। প্রসঙ্গত, শ্রাবণ মাস উপলক্ষে প্রশাসনের তরফ থেকে আগে থেকেই বাস ও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই বছর শ্রাবণ মাস একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পড়ায় ভক্ত সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। শ্রাবণের প্রতি সপ্তাহের সোমবারে কম করে কয়েক লক্ষ মানুষ জল ঢালতে আসছেন। তাই তাদের জল ঢালতে আসার সময় যাতে কোন বিপদে না পড়তে হয় সেই কারণেই এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন।

বারুইপুর থেকে সাড়ে ১৪ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ আগস্ট ঃ পুলিশ তৎপরতায় মাদক উদ্ধার বারুইপুরে, ধৃত কারবারিকে আদালতে পেশ করা হলো সোমবার।বারুইপুর থানার চাম্পাহাটির হাড়াল থেকে এক মাদক কারবারিকে ধরলো পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই এলাকায় সেলাই ব্যবসার আ।ালে নিজের বাড়িতে মাদক কারবার চালাচ্ছিল বিশ্বজি রায় নামে এক ব্যক্তি।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার বারুইপুর পুলিশ অভিযান চালায়। হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয় ওই মাদক কারবারিকে। তার বা।রি একটি ছোট ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০টি প্যাকেটে প্রায় ১৪ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা। এর আগেও গাঁজা সরবরাহের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল অভিযুক্তকে। এর সঙ্গে আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার বারুইপুর থানা থেকে আদালতে পাঠানো হয়। এই বিষয়ে পুলিস গোটা এলাকায় খনা তল্লাসি চালাচ্ছে বলে বিশেষ সূত্রে খবর মিলেছে।

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : P.O.Jagatdal, 24 Parganas (North), West Bengal-743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757
Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com
Website : www.aucklandjute.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, the 14th day of August, 2024** at the Corporate Office of the Company at 5, Middleton Street, Kolkata-700071 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2024, amongst other businesses.

Further as per the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 & Code of Conduct framed thereunder, the Company has closed the trading window w.e.f. July 01, 2024 for all designated persons (as defined in the code) of the Company which shall remain closed till the closure of 48 hours after the announcement/ declaration of Unaudited Financial Results of the Company for the first quarter ended on 30th June, 2024

For Auckland International Limited
Sd/-
Place: Kolkata **Sangeeta Ghose**
Date : 05.08.2024 **Company Secretary**

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House,
Kolkata - 700-001,WB, India,
Tel: 033-22483236/6071,
Email: info@tyroontea.com
Website: www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 14th day of August, 2024 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024.

The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.

For **Tyroon Tea Company Limited**
Sd/-
K. C. Mishra
Place : Kolkata (Company Secretary
Date: 05.08.2024 & CFO)
eCSIN-EA013288A000046618

হাওড়ার 'অবৈধ' বিল্ডিংয়ের ডেভেলপারকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ আগস্ট ঃ হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনায় 'অবৈধ' বিল্ডিংয়ের ডেভেলপারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ছাত্রী মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। পাশাপাশি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাও তদন্ত নামে। তদন্ত চলাকালীন তারা জানতে পারে দোকানের মালিক তার দোকানে নিজের মিটার থেকে সংযোগ নিয়েছেন। বিল্ডিংটিও অবৈধভাবে তৈরি হচ্ছিল। তারের খোলা অংশ লোহার শার্টারে লেগেছিল। আগের রাতে বৃষ্টির কারণে সেই শার্টার বিদ্যুবাহিত হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ শার্টারের সংস্পর্শে আসলে ছাত্রীটি বিদুস্পৃষ্ট হন। বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার রিপোর্ট পাওয়ার পর ডেভলপারের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অরুণ পাল নামের অবৈধ বিল্ডিং এর ডেভলপারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত,কয়েকদিন আগে পৌরবী দাস (২২) নামের মালিপাঁচঘ।া থানা এলাকার এস এন ব্যানার্জি লেনের বাসিন্দা এক ছাত্রী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ওই থানা এলাকার ভৈরব ঘটক লেনে। তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ডায়মন্ড হারবারের অভিজাত হোটেলে আগুন

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার ৫ আগস্ট ঃ ডায়মন্ড হারবারের একটি অভিজাত আবাসিক হোটেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হুগলি নদীর পাড়ে অবস্থিত হোটেলটির মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ আগে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হোটেলে অবস্থানরত মানুষজন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগে থাকতে পারে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন। হোটেলের অতিথিরা নিরাপত্তার জন্য হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপরতা দেখাচ্ছে। আগুন লাগার কারণ নির্ণয় করতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে তদন্ত চলছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED
CIN : L65993WB1974PLC157598
Regd. Office: Azimganj House,7, Camac Street,Unit No. 3B, 5th Floor, Kolkata:- 700 017,
Phone No. : (033) 2282-5513, E-Mail : kilgroup2010@gmail.com,
Website : www.kabirdasinvestmentslimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

১. শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে মেসার্স কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ('কোম্পানি') ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ০৩:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ সর্বশেষ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮.১২.২০২২) এবং সিকিউরিটিজ দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ভারতীয় মান সময় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায় ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই সর্বশেষ সার্কুলার নং. এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/৪ তারিখ ০৫.০১.২০২৩) সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হবে এমন ব্যবসায় লেনদেন করা।

২. কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শুক্রবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩. উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, এজিএম এবং বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে ৫০তম এজিএমের নোটিশ যখন জারি করা হবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kabirdasinvestmentslimited.com এবং মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.msei.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড cse-india.com-এ উপলব্ধ করা হবে।

৪. শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানি/ডিপোজিটরি/শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট না করলে, অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। ইমেল আইডি আপডেট করলে কোম্পানি আপনাকে এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশের একটি অনুলিপি প্রদান করতে এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম করবে।

ইমেল আইডি নিবন্ধন / আপডেট করার নির্দেশাবলীঃ

শারীরিক হোল্ডিং	কোম্পানি এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, এমসিএস রেজিস্ট্রার শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডকে যথাক্রমে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম উদ্ধৃত করে একমাত্র / প্রথম শেয়ারহোল্ডার দ্বারা সঠিকভাবে স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা কপি সহ একটি মেইল পাঠান। ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ড)।
ডিম্যাট হোল্ডিং	অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

৫. শেয়ারহোল্ডাররা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএমের নোটিশে বর্ণিত ব্যবসায় দূর থেকে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোড, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূর থেকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি শেয়ারহোল্ডারদের নোটিশে প্রদান করা হবে। বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। শেয়ারহোল্ডারদের এই ধরনের বিবরণ পেতে www.kabirdasinvestmentslimited.com দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৬. ৫০তম এজিএম নোটিশ যথাসময়ে শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানাগুলিতে প্রযোজ্য আইন অনুসারে পাঠানো হবে।

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থানঃ কলকাতা **বিশাল সিং**
তারিখঃ ৫ আগস্ট, ২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

COMFORT FINCAP

COMFORT FINCAP LIMITED
CIN: L65923WB1982PLC035441
Registered Office.: 22, Block B, Camac Street, Behind Pantaloons, Kolkata, West Bengal - 700 016;
Corporate Office.: 301, 3rd Floor, A wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai - 400064;
Phone No.: 022 - 6894 8500 / 08 / 09, **Fax:** 022-2889 2527; **Email:** info@comfortfincap.com;
Website: www.comfortfincap.com

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

In continuation of our newspaper notice published on Saturday, August 03, 2024, **NOTICE** is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (**'AGM/ the Meeting'**) of the Members of **COMFORT FINCAP LIMITED ('the Company')** will be held on **Sunday, August 25, 2024 at 11:30 A.M. IST** through Video Conferencing (**'VC'**)/ Other Audio Visual Means (**'OVAM'**), to transact the business as stated in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, Circular No. SEBI/HO/DDHS/ P/CIR/2023/0164 dated October 6, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (collectively referred to as "SEBI Circulars") and all other relevant circulars issued, without the physical presence of the Members at the common venue.

The Annual Report of the Company including AGM Notice for the financial year 2023-2024 ("Annual Report") were sent through electronic mode only to all those members whose email id are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") or the Depositories, in accordance with the MCA and the SEBI circulars and same has been completed on Saturday, August 03, 2024. Members can join and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The detailed instructions for joining the AGM and the manner of casting vote through remote electronic voting ("remote e-voting") or the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Annual Report along with the Notice is available on the Company's website at http://www.comfortfincap.com/Investorrelation and on the website of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Further, the Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical mode and/ or who have not registered/updated their email address with the Company/ its RTA/ the Depositories and/ or who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the **cut-off date**, i.e. **Saturday, August 17, 2024** can obtain login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including remote e-voting/e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and may also refer to the voting instructions on the NSDL website. However, if a member is already registered with NSDL then they can use their existing User ID and password for casting vote or following the procedure as mentioned in the AGM Notice. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

E-Voting:

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing a facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening the said meeting. The Company has availed the services of NSDL to provide the facility of remote e-voting /e-voting during the AGM. Members whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in paid up equity capital of the Company as on the cut-off date.

The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting	From 9:00 A.M. IST on Thurday, August 22, 2024
End of remote e-voting	Upto 5:00 P.M. IST on Saturday, August 24, 2024

During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made available during the AGM. Only those members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. Once the vote is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently.

The Company has appointed, Mrs. Ramadevi Venigalla, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7345 and CP No. 17889) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Members, who need assistance and/or having any grievances before or during the AGM regarding e-voting facility and/ or VC/ OAVM facility, may contact NSDL for technical assistance viz. Mr. Rahul Rajbhar at evoting@nsdl.co.in/ Rahul.Rajbhar@nsdl.com or call on toll free no: 022 - 4886 7000, 022 - 2499 7000 and 022 - 2499 4200 or email at info@comfortfincap.com or call at Tel. No. 022-68948508/09.

Dividend:

Members may note that the Board of Directors at its Meeting held on Friday, August 02, 2024, has recommended a final Dividend of 5% (Five percent) of the Paid-up Equity Share Capital of the Company, i.e., Rs. 0.10/- (Ten Paise Only) per equity share of Face Value of Rs. 02/- (Rupees Two Only) each for the financial year ended March 31, 2024, subject to approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The Dividend, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM. The Company has fixed **Saturday, August 17, 2024** as the '**Record Date**' for determining eligible equity shareholders for dividend.

Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, dividend declared and paid by any company with effect from April 01, 2020, is taxable in the hands of Shareholders and such company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates. For more details, please refer to the Notes to the Notice of the AGM and also email communication sent to shareholders for the purpose of TDS, The above information is also available on the website of the Company at www.comfortfincap.com.

NOTICE is also hereby given that pursuant to section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will **remain closed** from **Monday, August 19, 2024 till Sunday, August 25, 2024 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and Dividend.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF COMFORT FINCAP LIMITED
Sd/-
DATE: AUGUST 06, 2024 **SNEHA MANDELIA**
PLACE: MUMBAI **COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

মেট্রোর নীল লাইনে ডালিয়ান রেক চালু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা এমআর-৫১৩ রেক যা ডালিয়ান রেক নামে পরিচিত। যাত্রীদের পরিষেবার জন্য আজ, অর্থাৎ ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে চালু করেছে। নতুন রেক এমআর-৫১৩ দম দম স্টেশন থেকে ১২.০৬ টায় তার প্রথম দৌড় শুরু করে। এবং এটি কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে পৌঁছায় ১২.৫৫ টায়। আবার এটি কবি সুভাষ থেকে ১৩.০০ টায় যাত্রা শুরু করে এবং ১৩.৪৯ টায় দম দম স্টেশনে পৌঁছায়। এই রেকটি মেট্রো রেলওয়ে নেটওয়ার্কে যাত্রীদের জন্য আরাম এবং যাত্রার আনন্দ বাড়াতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। বিদ্যমান এসি রেকের তুলনায় এই ধরনের রেকের ১০০ মিমি চওড়া দরজা রয়েছে। অধিকন্তু, বৃহত্তর বসার ক্ষমতা, উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দ কমানোর বৈশিষ্ট্য এবং চোখের প্রশান্তিদায়ক আলোকসজ্জা মেট্রো রেলের যাত্রীদের আরামের যোগান। নতুন এমআর-৫১৩ রেকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ-যাত্রীদের সুবিধার বৈশিষ্ট্য ঃ এই রেকগুলির প্রশস্ত দরজাগুলি যাত্রীদের বিশেষত পিক আওয়ারে সহজে প্রবেশ এবং প্রস্থানের সুবিধা দেবে। এই রেকগুলির উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলি ঝাঁকুনি-মুক্ত রাইডও প্রদান করবে। কোচের অভ্যন্তরে সিসিটিভি কভারেজ, মডুলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবুল, বর্ধিত বসার ক্ষমতা সহ প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও আসনের ব্যবস্থা করা এই রেকের

কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছাড়াও, নান্দনিকভাবে ডিজাইন করা অভ্যন্তরীণ, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এসি, বাইরের ইঙ্গিত বাতি সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল বহুরঙের বহুভাষিক ডিসপ্লে বোর্ড, ইউনিফর্ম আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং দরজার পাশের হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি এই রেকগুলিকে তৈরি করেছে। কলকাতা মেট্রোতে অনন্য। এই নতুন রেকগুলির আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হল-প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য এই রেকগুলির প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে রেইন ওয়াটার চ্যানেল, পেইন্ট-মুক্ত স্টেইনলেস স্টিল কার বডি, সাইড স্টপার সহ উন্নত দরজা চ্যানেল এবং উন্নত শক্তি খরচ যা আরও পরিবেশবান্ধব হবে। নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য -এই রেকগুলিতে কিছু উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যেমন ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, স্ট্র্যাপের সাথে নিয়ন্ত্রিত ডিসচার্জ অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, বিস্তৃত ইভাকুয়েশন ডোর এবং অ্যান্টি-স্কিড রাবার ফ্লোরিং সহ ইভাকুয়েশন র‍্যাম্প। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যা মেট্রো কর্তৃপক্ষ সর্বদা খোঁজে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ শ্রাবণ, ১৪৩১

সবাই পণ্ডিত

এবারে আসি সরকারের এক মন্ত্রীদের কথাতে। মেডিকেল কলেজের খ্যাতি বিশ্ব জোড়া। এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন হেনরি ডিরোজিও। কোনও দিন বলতে শোনা যাবে যে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস গাছের প্রাণ আবিস্কারটি করেননি। এটা আবিস্কার করেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তিনি রসায়নবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যালে একজন শিল্পপতি। আমরা অতি হতদরিদ্র মানুষ। বেশি পড়াশুনা নেই। বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই হয়ে যারা বিধানসভা বা লোকসভা পরিচালনা করছেন তাদের বিদ্যে দেখে আমাদের ইতিহাস এখন লজ্জায় মুখ লুকাতে শুরু করে দিয়েছে। কোনও দিন দেখতে পাওয়া যাবে যে রামচন্দ্র তিনি ভগবান হয়ে সারা পৃথিবীকে তৈরি করেছিলেন এবং শাসন করে ছিলেন। বলেই হলো। সংবাদপত্র রয়েছে কি করতে? তারা তো এটাকে প্রকাশ করবে। প্রকাশ করলেই সুনাম বর্ষিত হবে। কিছুদিন আগে বেশ কয়েকটি সভায় উঁচু ধরনের মন্ত্রী বেফাঁস

সম্পাদকীয়

মন্তব্য করে ফেঁসে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি আর কোনও কথা বলছেন না। তিনি চুপ কর বসে থাকেন। এখন তাঁকে যা লিখে দেওয়া হয় তাই তিনি পাঠ করেন। এর বাইরে একটি পা পর্যন্ত নড়ে না। আসলে সবাই ইতিহাসবিদ হতে চায়। মন্ত্রী তারা যা বলতে তাই সত্য। সেই পোপের যুগের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যখন গ্যালিলিওকে বলা হয়েছিল বলো সূর্য পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে। গ্যালিলিও সেই সত্যটাকে বলতে অস্বীকার করেন। তিনি সেই যুগে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বলে গিয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে। এই রকম সাহস এখন আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না বলায় এবং কথায়। সবাই এখন তাকিয়ে রয়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের দিকে। তারাই তো এখন দেশের কর্তা ব্যক্তি। তাদের কথার বিরোধিতা করলে মুণ্ডু থাকবে না। জেলে গিয়ে পচে মরতে হবে। সেই কারণে এখন মন্ত্রীর যা বলছেন সব সত্য বলে মেনে নাও। তারা যদি বলে আমরাই হচ্ছি দেশের অভিভাবক। আর কেউ নয়। সেটাই সত্য। তারা যদি বলে আমরা হচ্ছি তোমাদের পিতা এবং মাতা। তাই সত্য। জনগণ সব ফালতু। তারা কেউ কিছু নয়। তার ভোটের সময় ভোট দেবে। আর শিক্ষক অধ্যাপকেরা তারা কেউ কিছু না। এই তো বেশ কয়েকদিন আগে বেশ কিছু শিক্ষকরা বিক্ষোভ দেখাছিল। তাদেরকে লাঠি পেটা করে তাড়িয়ে দিয়েছি। বলেছি দাবি দাওয়ার কথা বলা চলবে না। সরকার যা দিচ্ছে সেটাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। এখন তো সর্বত্র হীরক রাজার দেশ এর মতো শাসন চলছে। পাঠশালা উঠে গিয়েছে। স্কুলগুলো এখন ধুঁকতে শুরু করেছে। কলেজে চলছে দলীয় রাজনীতি। বিশ্ববিদ্যালয়েও অবস্থা একই। তাহলে ছাত্রদের এতো পড়াশুনা করার সময় কোথায়। বিদ্যাসাগর বলে কোনও দিন কেউ জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা বাংলাতে তাতে সংঃদহ দেখা দিতে পারে তাঁর দ্বিশতবর্ষ জন্মদিন কাল পার হয়ে গেলেও। আরে দেখেন না নেতাজিকে নিয়ে আমরা কী রকম খেলাটা নাই খেলছি? গুমনামবাবাকে নেতাজি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। ভোটের ঠিক আগেই সময় বুঝে নেতজি হাওয়া তৈরি করে ভোটটা বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। এটাই হচ্ছে সত্যিকারের দেশসেবকের কাজ। বুঝলেন না। আরও কি বলে দিতে হবে?

ভারত চুপ কেন

হাসিনা ও তাঁর বোন ভারতে চলে এলেও এখনও ভারত সরকার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও তার হিংসাত্মক হয়ে ওঠা নিয়ে কোনও কথা বলছে না। দূরর কোনও দেশ হত তাহলে বলা যেতে পারতো। কিন্তু এ তো পাশের দেশ। একেবারে ঘরের পাশের দেশ, যার সঙ্গে রয়েছে ভারতের দীর্ঘতম সীমান্ত, যে-দেশ ভারতের অকৃত্রিম, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং গত ১৫ বছর ধরে দু'-দেশের নেতারা যে-সম্পর্ককে 'সোনালি

সম্পাদকীয়

অধ্যায়' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেখানকার ঘটনাবলি নিয়ে এত উদাসীনতা কেন। বিষয়টি বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর, কারণ, এদিকে ওই আন্দোলনের বলি সরকারি মতে, প্রায় ১৫০ হলেও বেসরকারি মতে তা ২০০ পেরিয়ে গিয়েছিল। এখন স্তবার বলি প্রায় ৩০ জনের মতো। এখনও প্রতিদিনই কোনও না কোনও হাসপাতাল থেকে চিকিৎসাধীন এক-দু'জনের মৃত্যুর খবর আসছে। আহত কতজন, তার কোনও ঠিকঠাক হিসাব এখনও নেই। সংখ্যাটা পাঁচ থেকে দশ হাজার- যে কোনও কিছু হতে পারে। বছর কয়েক আগে কাশ্মীর উপত্যকায় পুলিশের ছোড়া পেলেট যেভাবে বহু মানুষকে দৃষ্টিহীন করেছিল, ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশে পুলিশের ছোড়া পেলেট কেড়ে নিয়েছে কয়েকশো মানুষের দৃষ্টিশক্তি। রাষ্ট্র ও আন্দোলনকারীদের এই অদৃশ্যপূর্ব হিংসার তুলনা সাম্প্রতিক অতীতে আছে কি না গবেষণার বিষয়। শ্রীলঙ্কার সরকার-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, বেলারুশে স্বৈরাচারী লুকাশেঙ্কোর বিরুদ্ধাচারীদের ঠেকাতে সেনা অভিযান কিংবা পাকিস্তানে শাহবাজ শরিফ সরকারের বিরুদ্ধে পিটিআইয়ের বিক্ষোভ, কোনও আন্দোলনেই নিহতের সংখ্যা দু'-ডজনের বেশি ছিল না। আন্দোলন হাইজ্যাক হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের আনাচকানাচে, আন্দোলনকারীদের মধ্যে এবং সামাজিক মাধ্যমে ভারত-বিরোধী স্লোগান ও প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। সাউথ ব্লকের কাছে তার ভূরি-ভূরি প্রমাণও রয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

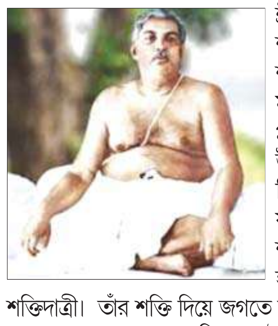

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সেই মাতৃশক্তি থেকে উৎসারিত। মাকে প্রমাণ করতে হবে দেবী রূপে। তাঁকে দেবীর ওপরে মনের মধ্যে স্থান দিতে হবে। মানুষের মনটা হচেছ আসল মন্দির। সেখানে মাকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জীবনে কোনওদিন বড় হওয়া যায় না। বড় হতে গেলে বড় মনের পরিচয় দিতে হয়। সেটা কিন্তু সবার দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। যাদের সেই ক্ষমতা থাকে তাদেরকে বলতে হয় না। তারা অতি সহজেই বড় মনের পরিচয় দিয়ে থাকে। আসলে গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে একটি কল কারখানা। এখানে সবাই শ্রমিক। সবাই কাজ করতে এসেছে। কাজ ফুরিয়ে গেলে তাকে চলে যেতে হবে এর বিশ্ব কলকারখানা ত্যাগ করে। এটাই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঠাকুর বলতেন, তোরা এসেছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আমি তাই। আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। তোদেরকে তাই করতে হবে। কাজ ছাড়া এই পৃথিবীতে থাকার কারোর কোনও অধিকার নেই। ঈশ্বর বলে আমরা যাকে মানি বা পুজো করি তিনি সব ঠিক করে দেন। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটাও সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করে থাকেন। সবাই তো পুজো করে। কিন্তু পুজো করলে সবাই ভালো থাকতে পারে না। কারণ মনের মধ্যে যে নোংরা রয়েছে তাকে দূর করে তবেই পুজোর আসনে বসতে হয়। সেটা যারা করে না তারা হাজার পুজো করলেও তাদের মন কিন্তু নোংরা থেকে যায়।

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে জানাই বিনম্র প্রণাম ও নমস্কার

'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা। প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগণ্মাতার আগমন-বার্তা..।' শরতের হিমেল ভোর। আধো ঘুম আধো জাগরণে আলগা চোখের পাতা। কানে আসে এক মন্দ্রিত কন্ঠস্বর। আলোর বেণুর মতো বেজে ওঠে সেই কন্ঠ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রবাহিত হয়। বিশ্ব জুড়ে বাঙালি বছর বছর কান পেতে থাকে তন্ময় ঘোর নিয়ে। বাঙালির শারদ উৎসবের তিনি ভগীরথ। তিনি বেতার সম্রাট। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। যাকে ছাড়া বাঙালিয়ানা অসম্পূর্ণ, যাকে ছাড়া বাঙালীর সব থেকে বড় উৎসব অসম্পূর্ণ, যাকে ছাড়া দুর্গা মা-এর আগমন অসম্পূর্ণ। প্রথম দিকে টেপরেকর্ডিং করা অনুষ্ঠানের চল হয়নি। আকাশবাণী'তে সব অনুষ্ঠানই হত লাইভ। 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা অনেকেই আগে মহড়ার জন্য চলে আসতেন বেতারে। মহড়ার অবসরে চলত চা-পান, রঙ্গরসিকতা। একবার হয়েছে কী, যথারীতি কেউ আড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন, তো কেউ বা ঘুরছেন এদিক-সেদিক। বাণীকুমার বসে আছেন রেকর্ডিং-এ। ও দিনের আগে ভাষ্য অংশ পাঠ করা হত স্বাভাবিক কথ্যভঙ্গিতে। সুরে নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ধারায় চণ্ডীপাঠ করছিলেন সুরেলা কণ্ঠে। হঠাৎই অলস রসিকতার ছলে বাংলা ভাষ্যটিও স্তোত্রের সুরের অনুকরণে বলতে শুরু করলেন। তাতে চারিদিকে বেশ একটা মৃদু হাসির ভাব জাগল। ...কিন্তু বাণীকুমার দ্রুত রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আরে আরে থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল! হোক! হোক না ওই ভাবেই'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'আরে না না একটু মজা করছিলাম! কিন্তু বাণীকুমার গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন,মোটেই না! দারুণ হচ্ছিল! ওইভাবেই আবার করো তোড়দ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার শুরু করলেন, দেবী প্রসন্ন হলেন...।

সেদিনই বাংলার ইতিহাসে সংযুক্ত হল এক নতুন মাত্রা। অন্য ধারায় মহালয়ার পাঠ। দুর্গাপুজোর কার্টেন রেজার! এক হলদে রঙের রোদ্দুরে মায়া যেন! শরৎ এসে হাজির হয় পুজোর আকাশে। অনেকের বাড়িতে এক সময় রেডিও এসেছিল মহালয়ার আগমনী হিসেবেই, আর এই রেডিয়ো বলতে আমরা বুঝি ওই মানুষটিকে। যাঁর নাম বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। সাল ১৯৭৬, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ গোপনে সিদ্ধান্ত নিলেন,বীরেন্দ্রকৃষ্ণর বদলে উত্তমকুমার চিরাচরিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' করবেন। গোপন সেই বৈঠকে বাদ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি কিছুই জানেন না,তবে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের দিন রেডিয়োয় বেজে উঠল নতুন অনুষ্ঠান 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম্'। চূড়ান্ত ফ্লপ হল, সমালোচনার ঝড় থামছে না, কেউ কেউ নাকি এমনও ভেবেছিলেন মহালয়ার পুণ্য প্রভাত কলুষিত হল! মানুষের দাবির কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হলেন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ,সেই বছর ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণর 'মহিষাসুরমর্দিনী' সম্প্রচার করতে হয়েছিল বেতারে।

স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই অবসর নিয়েছিলেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ। পেনশন জোটেনি। আসলে আখের গোছানোর কথা কখনও তো ভাবেননি। অবসরের পরে, শেষ পর্যন্ত 'মহাভারতের কথা' বলার জন্য ক'টা টাকা পেতেন। ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসছিল। তাতে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন তখনকার প্রোগ্রাম অফিসার। সেই অনুষ্ঠানও আর করানো গেল না! তখন অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতে লাগলেন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র। সেখান থেকেও যে বেশি কিছু পেতেন, তা'ও নয়। সামান্য কিছু জুটত। বড় অভিমান ছিল তাঁর। মুখে কিছু বলতেন না। আকাশবাণীর এমেরিটাস প্রোডিউসার-এর মতো সম্মাননার পদ জোটেনি তাঁর। বলতে গেলে কিছুই মেলেনি, না কোনও সরকারি খেতাব, না

পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ। মিলেছে তো কেবল গুচ্ছের চাদর আর উত্তরীয়! রেডিও-র মস্ত দায় বয়ে বেড়িয়েছেন চাকরির শেষ দিন পর্যন্ত। অথচ এমন মানুষকেও কী ভাবে যে বারবার অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে! একবারের কথা বলি। অবসর নেওয়ার পর রেডিও'তে কী একটা কাজে এসেছিলেন বীরেন বাবু। ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলেন। সিংহ নামের একজন সিকিউরিটি গার্ড বীরেন্দ্র কৃষ্ণর কাছে 'পাস' চেয়ে বসল। সেদিন মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছিল ওঁর, থরথর করে কাঁপছিলেন, ফর্সা চেহারায় শিরাগুলো দপদপ করছিল। কেবলই চিৎকার করে বলছিলেন, জন্ম দিয়েছি রেডিওকে আমি! জন্ম দিয়েছি! আমিই জন্ম দিয়েছি! আমার কাছে পাস চাইছ? পাস? মনে হচ্ছিল এ শুধু চিৎকার করে ক্ষোভ উগরে দেওয়া নয়, এর গভীরে কি লুকিয়ে আছে কান্নাও? বছরের শুধু দুর্গোৎসবের সময়েই তাঁর কথা আমাদের মনে পড়ে। কণ্ঠ ভেসে আসে, মুখ দেখা যায় না। এখন রেডিওর যুগ আর নেই। তবুও বছরের মহালয়ার ওই একটা দিন বীরে ঃদ্র কৃষ্ণের হাত ধরে রেডিও বেরিয়ে আসে। বাঙালিরা মহালয়া রেডিওতেই শুনতে চায়। টেলিভিশিন বা ইউটিউবে নয়। আবেগপ্রবণতার আরেক নাম যদি 'বাঙালি' হয়, তাহলে রেডিওর আর এক নাম 'বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র'। শরতের পুজো, পুজোর কলকাতা, কলকাতার বেতার, বেতারের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র! ইনি এমন এক বাঙালি, যাঁর অভাবনীয় জনপ্রিয়তার কারণে বেতারের অনুষ্ঠানকেই 'মহালয়া' বলে ভুল করেন অনেকে। আসলে 'মহালয়া' একটি তিথি। অনুষ্ঠানটির নাম 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এই অনুষ্ঠানের এতটাই জনপ্রিয়তা যে, তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানান মিথ। 'স্তোত্রপাঠ' বলতেই আমরা যে কণ্ঠধ্বনি বুঝি, সেই বীরে ঃদ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্মদিন। এই অবিসংবাদী বেতার পুরুষকে জন্মদিনে আমাদের পক্ষে থেকে রইলো শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয় বাংলার দেবী পক্ষ। মা দুর্গা ঠাকুর দালানে প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেন। বহু বনেদি বাড়িতে এই দিন মায়ের চক্ষুদান রীতি প্রচলিত রয়েছে। রয়েছে মাকে শাড়ি গহনা পরানোর রীতি। সেই সব রীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। মহালয়া দিন ভোর বেলা থেকে শুরু হয়ে যায় পিতৃতর্পন। গঙ্গায় বহু লোক এসে পিতার উদ্দেশ্যে জল দান করে থাকেন। সারা দিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে। মহালয়া দিনকে জনপ্রিয় করতে কলকাতা রেডিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল য়ে একটি জনপ্রিয় সঙ্গীতের আসর বসাবে। সেই সময়ে কলকাতা রেডিওতে বিরাজ করছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক এবং রাইচাঁদ বড়াল। সঙ্গে ছিলেন কানা কেষ্ট। হঠাৎ কী মনে হল বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র এবং পঙ্কজ মল্লিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তারা চণ্ডীপাঠকে সমানে রেখে অনুষ্ঠান করবেন। প্রভাতী অনুষ্ঠান করা হবে। শুরু হয়ে গেল আলোচনা। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বাণী কুমারকে দিয়ে শ্লোক লেখানো হবে। তিনি গান রচনা করবেন। গানগুলিতে সুর দেবেন পঙ্কজ মল্লিক। চণ্ডী পাঠ করবেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আর বাংলার সঙ্গীত শিল্পীদের একটি করে গান গাইতে হবে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়,সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে একটি করে গা গাইতে হবে। শিল্পীরা রাজি হয়ে গেলেন। রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। কোথায় কোথায় গণ্ডগোল রয়েছে তাকে ঠিক করা হল। মহালয়ার ভোর বেলায় প্রভাতী অনুষ্ঠান শুরু হবে। তার জন্য নির্দিষ্ট সময় বাছাই করা হল। তার আগে কিন্তু কলকাতা রেডিও থেকে কোনও অনুষ্ঠান শুরু করা চলবে না। মহালয়া অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর প্রতিদিনের স্বাভাবিক অনুষ্ঠান চলতে থাকবে। ১৯৫০ সাল থেকে মহালয়া প্রভাতী অনুষ্ঠান চলেছে। তারপরে ১৯৬০ সালে এটি রেকর্ড করা হয়। তারপর থেকে রেকডিং এর মাধ্যমে প্রভাতী অনুষ্ঠান প্রতি বছর মহালয়ার দিন প্রচার করা হয়ে থাকে। 'জাগো দুর্গা' গানটি গাওয়ার কথা ছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। সেটা ঠিক করে রেখে দিয়েছিলেন সুরকার পঙ্কজ মল্লিক। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন 'জাগো দুর্গা' গানটি একমাত্র হেমন্ত মুখোপাধ্যা.কে দিয়ে গাওয়ালে গানটা মর্যাদা লাভ করতে পারবে। কিন্তু যেদিন রেকর্ডিং করার কথা সেদিন জানতে পারা গেল যে হেম্ন্ মুখোপাধ্যায় গলার অবস্থা খুবই খারাপ। সুরকার পঞ্চক মল্লিক মাত্র কয়েকদিন অপেক্ষা করলেন যদি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলাটা ঠিক হয় তাহলে তাঁকে দিয়ে গানটি গাওয়ানো হবে। কিন্তু তাঁর গলা ঠিক হচ্ছে না। গলাটা স্বরটা একেবারে বসে গিয়েছে। এদিকে মহালয়ার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে পঙ্কজ মল্লিক বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন অন্য কাউকে দিয়ে গানটি তৈরি করে নেবেন। ডাক পড়ল দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের। তিনি আগে জানতে না কোন গানটি তাঁকে দিয়ে গাওয়ানো হবে। রেডিও অফিসে এসে তিনি জানতে পারলেন যে পঙ্কজ মল্লিক তাঁর আসার জন্য অপেক্ষা করছেন। পঙ্কজ মল্লিক তাঁকে রিহার্সাল দিলেন এই গানটিকে নিয়ে। বেশ কয়েকবার রিহার্সাল দেওয়ার পর তিনি বুঝলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গানটি গাওয়ানো যেতে পারে। তাতে কোনও রকম অসুবিধা হবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় 'জাগো দুর্গা' গানটি রেডিওতে গাইবেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় পুজোর কোনও অনুষ্ঠান এসে গান গাইতে শুরু করলে তিনি এই গল্পটি বলতেন। তিনি বলতেন, আমি খুবই ভাগ্যবান যে সুরকার পঙ্কজ মল্লিক আমাকে দিয়ে এই গানটি গাইয়েছেন। আমি নিজে ধন্য হয়ে গিয়েছি। যদিও হেমন্তদাও বড় মাপের শিল্পী। তাঁর গানটি গাওয়ার কথা ছিল।

নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন স্বয়ং রামমোহন

কৌশিক দাস

রাজা রামমোহন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা এতটুকু কমেনি বর্তমান ভারতে। আজও সমাজে রয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে হিংসা হানাহানি। নারী সুরক্ষা আজও প্রশ্নের মুখে এবং ভারতে আজও প্রতিদিন স্রেফ পণের দাবির জন্য অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হয় মেয়েদের। ভারতের নবজাগরণের অন্যনতম পথিকৃ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। আধুনিক ভারতের প্রথম রেনেসাঁস অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনেন রাজা রামোহন রায়। রেনেসাঁস হচ্ছে একটা পরিবর্তন যা বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে অবস্থান করে। এককথায় বলা যেতে পারে সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশ, বিচ্ছুরণ ও কৃতিত্বেরই দীর্ঘমেয়াদি ফল। ভারতবর্ষের এই রেনেসাঁস আসে রাজা রামমোহনের হাত ধরে। ফ্রান্সিস বেকন, লক, হিউম, ভলতেয়ার, নিউটন, পেইন এঁদের চিন্তাধারা এমনকী আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লব তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এমনকী সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাঁচার পথ দেখায় শিক্ষা। তিনি মনে করতেন ভারতবাসীকে অজ্ঞতা ও জড়তা থেকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও যুক্তিবাদ। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি প্রাচ্যের শাশ্বত চিন্তাধারার সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ও যুক্তিবাদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লিখে রামমোহন রায় সরকারি অর্থ ব্যয়ে গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও প্রাকৃতিকবিদ্যা পড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লেখা (ভূমিকা লেখা হয় আরবিতে) তুহফাতুল মুহাহহিদিন। এই বইটিতে একেশ্বরবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেদান্ত-সূত্র ও তার সমর্থিত উপনিষদগুলোর বাংলা অনুবাদ করে বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫ খ্রি.), বেদান্তসার (১৮১৫ খ্রি.), কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২১ সালে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম বক্তব্য প্রচারের জন্য,

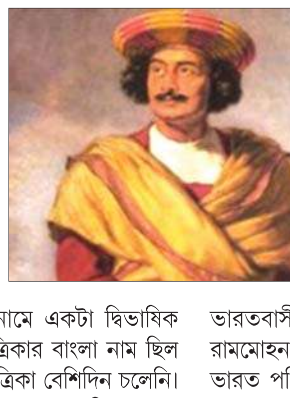

তিনি ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন নামে একটা দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকার বাংলা নাম ছিল ব্রাহ্মণ সেবধি। দ্বিভাষিক এই পত্রিকা বেশিদিন চলেনি। এরপর তিনি সংবাদ কৌমুদী (১৮২১ খ্রি.) নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকাটি দশ বছর প্রকাশিত হয়। ফারসি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর পত্রিকার নাম মিরা-উল-আখবর (১৮২২ খ্রি.)। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি পাঁচটি সংবাদপত্রের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন। এই সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো। ভারত আজ পেরিয়ে এসেছে অনেকটা রাস্তা। এই এগিয়ে চলার রাস্তায় কখনো বিদেশি শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে, আবার কখনও দরকার হয়ে পড়েছে সমাজ সংস্কারের। এই দীর্ঘ পথ জুড়ে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন মনীষীরা, যারা সমস্ত সমালোচনা অবজ্ঞা করে দেশকে ভালোবেসে আত্মত্যাগ আর আদর্শের পথে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। ঠিক এই রকম একজন মানুষের শুক্রবার, ২০ মে ২৫০তম জন্মবার্ষিকী। হ্যাঁ, রাজা রামমোহন রায় একজনই ছিলেন যার প্রদর্শিত পথে দেশ দেখেছিল পরিবর্তনের হাওয়া। আজও আমাদের সমাজ নতমস্তকে কৃতজ্ঞ তার কাছে। সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা বিজ্ঞান, সমাজ নীতি, রাষ্ট্রনীতি- সর্বত্রই আপামর ভারতবাসীকে আধুনিকতার পাঠ দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। যেই মানুষকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত পথিক বলেছিলেন, তাকে আধুনিক ভারতের জনক বলার মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই! গত ২৫০ বছরে দেশ বদলেছে অনেকটাই। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ভারত আজ স্বাধীন। আজকের ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে। তাই গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, সমাজ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পদার্থ বিদ্যার সহাবস্থান রয়েছে ভারতের স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের রাস্তা ছেড়ে ভারত আজ আধুনিক। সতীদাহ আজ স্রেফ অন্ধকার অতীত। ১৮২৯ সালের ৪ই ডিসেম্বর যেদিন গভর্নর জেনারেল বেন্টিং আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, সেদিন শুরু হয় ভারতীয় সমাজে এক নতুন অধ্যায়। আজ দেশের প্রতিটি স্তরেই সমাজ সসম্মানে নারীরা ভূষিত। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নারী, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও বিভিন্ন রাজ্যে মহীয়সী নারীরা রয়েছেন। ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের সাথেও সরাসরি যোগাযোগ ছিল রাজা রামমোহন রায়ের। তাই এই দেশ ও দশ শুধু কৃতজ্ঞ নয়, বরং তাঁর দেখানো পথেই এগিয়ে যাবে সামনের দিনে। আজও সমাজে রয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে হিংসা হানাহানি, নারী সুরক্ষা আজও প্রশ্নের মুখে এবং ভারতে আজও প্রতিদিন স্রেফ পণের দাবির মুখে অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর সাথে লড়তে হয় মেয়েদের। শিক্ষা আজ স্রেফ ডিগ্রি অর্জন করার পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যিকারের শিক্ষা আজ কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈতিকতার ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ভারতীয় সমাজকে এক অদ্ভুত সংকটের সামনে এসে দাঁড় করিয়েছে। নিঃসন্দেহে ভারতের এক নব্য নবজাগরণের প্রয়োজন, যেখানে সমাজের দোষ ত্রুটিগুলো প্রশ্ন করা হবে, উলঙ্গ রাজার সভায় সেই বাচ্চাটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে আর অবশ্যই ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। রাজা রামমোহন রায়ের নামে আজ স্কুল রয়েছে, লাইব্রেরী রয়েছে এবং অনেক প্রতিষ্ঠান ও আছে। কিন্তু কতজন ওই বরেণ্য মানুষের আদর্শ মেনে চলেন? রাজা রামমোহন রায়ের আত্মত্যাগ কি বিফলে চলে যাবে? রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয়তাবাদ কেন নতুন করে চর্চা করা হবে না? সামনে থেকে যায় এমনই বহু প্রশ্ন।

ভারত চিন সিদ্ধান্ত একটি স্থানে এসে উপস্থিত হচ্ছে না

ভারত চিন সিদ্ধান্ত একটি স্থানে এসে উপস্থিত হচ্ছে না। মস্কোয় ভারত চিন প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক দিয়ে শুরু হয়েছিল সীমান্ত মীমাংসার পথ রেখা চিহ্নিত করতে। কিন্তু তার পরও সেখানে চলেছে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে দুই দেশ সেনা সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েপ্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় নিয়ে যাবে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনেই ভারত এবং চিন সেনারা থাকবে। কেউই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখাকে অতিক্রম করে সেনা সমাবেশ করবে না। সীমান্তে সামরিক উত্তেজনা কমাতে সেনা বাহিনীর সমাবেশ কমিয়ে ফেলা হবে। মস্কোতে সাংহাই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তারপরে সেখানে বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন অঞ্চলকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ারপথকে সুগম করতে হবে। এবারে কিন্তু রাশিয়া আর কিছুই করতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে রাশিয়া এখন ইউক্রেন দখল নিয়ে খুবই ব্যস্ত। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্স একসঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে রাশিয়ার আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি সামরিক ক্ষতি হচ্ছে। রাশিয়া নিজেকে বাঁচাতে একন পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করার হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করলে কিন্তু ইউরোপের অন্য দেশগুলি একেবারে ছেড়ে দেবে না। তারাও পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করবে বলেই রশিয়া কিছুই করতে পারছে না। রাশিয়া ছেড়ে সে দেশের তরুণরা পালাতে শুরু করে দিয়েছে। পুতিনের যুদ্ধ শুরু করেছে। সেই কারণে পুতিনকে সব দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে। পুতিন এখন ভারত চিনের অবস্থাকে দেখভাল করতে সময় পাচ্ছে না। ভারত এবং চিন যেভাবে ঘরোয়া বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে অবস্থান গত ফারাক বহু রয়েছে। কারোর বক্তব্যের সঙ্গে মিল নেই একেবারে। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সীমান্ত থেকে পুরোপুরি সেনা সরানোর প্রয়োজন রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে সেটা করা একেবারে অসম্ভব। চিনা সেনারা এক ইঞ্চি সেনা সরাতে রাজি নেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যদিও বলা হয়েছে যে আলোচনার পর ধীরে ধীরে সীমান্ত থেকে সেনা সরানোর কাজ শুরু হবে। এদিকে ভারতীয় সেনা সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে ভারতীয় সেনা সীমান্ত থেকে কতখানি সেনা সরাবে তা নির্ভর করছে চিন সেনারা কতখানি সীমান্ত থেকে সেনা সরাতে শুরু করবে। ভারতীয় সেনারা কথামতো সেনা সরানোর কাজ শুরু করলো কিন্তু চিন সেনারা আগের মতো ভারতের অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করলো না সেটা করলে চলছে না। দুই তরফ থেকে সেনা সরানোর কাজ শুরু করতে হবে। চিন সেনা সরাতে শুরু করলে ভারত তাদের সেনা সরানোর কাজ শুরু করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। সেখানে কোন রেখার ওপরে নির্ভর করে সেনা সরানোর কাজ শুরু করা হবে তা কিন্তু স্পষ্ট করে বলা নেই। ফলে কতখানি সেনা করানোর কাজ হবে তাও এখন বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে শীতের আগে আগে যে অবস্থায় উভয় সেনারা ছিল সেখানেই ফিরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা তৈরি করতে দুই দেশের মধ্যে আরও আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এদিকে লাদাখ সীমান্ত এলাকাকে স্থায়ী সীমান্ত রেখা তৈরি করতে ভারত মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। যেহেতু লাদাখ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সেই কারণে এখন লাদাখের একটি নির্দিষ্ট সীমান্ত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সেখানে নিয়োগ করার ব্যাপারটা চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি ভারতীয় সেনারাও লাদাখ সীমান্ত এলাকা দেখভাল করবে বলে জানা যায়। চিন বৈঠক করার সময়ে সীমান্ত এলাকাগুলো বৃদ্ধি করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দেওয়ার কথা ভাবে। চিন বরাবরই আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা চিনের সহজাত ব্যবহার। যেখানে চিন সেনারা উপস্থিত থাকে তারা তখনই চেষ্টা করে সীমান্ত এলাকা বৃদ্ধি করতে। অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে ভূটান এমনকী চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে দার্জিলিংয়ে তরাই অঞ্চল তাদের। ফলে সংঘাত চিনই সৃষ্টি করছে। ভারত নয় সেটা স্পষ্ট কর বলে দেওয়ার সময় এসেছে। তবে বর্তমান মোদি সরকার চেষ্টা করছে সীমান্ত রেখা বা অঞ্চলকে একটি চিরস্থায়ী রূপ দিতে যা নিয়ে পরবর্তীকালে আর কোনও বিরোধ থাকবে না। চিন সব সময়ে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ার দিকে বেশি করে মনোনিবেশ করে থাকে। তারা যেসব অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে সেখানেই শক্তিশালী শিবির তৈরি করেছে। বায়ু সেনা থেকে শুরু করে হেলিকপ্টার পর্যন্ত যাতে নামতে পারে তার ব্যবস্থা করে। এমনকী কামান নিয়ে এসে সেখানে প্রতিপক্ষের দেশের দিকে তাক করিয়ে বসানোর কাজও সেরে ফেলে চিন যা আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী কাজ বলে পরিচিত। ফলে চিনকে অতি সহজেই সীমান্ত ত্যাগ করানো সম্ভব হয় না। দশবার বললে একবার কাজ করানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে সীমান্ত সংঘাত লেগেই থাকে। গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত হওয়ার পর চিন সেনাদের সঙ্গে কম্যান্ডার পর্যায়ে আলোচনার পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা থেকে শুরু করে সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই আলোচনায় চিনা সেনা কর্তারা তাদের সেনা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও একবার চিন সরানোর কাজে হাত দেয়নি। এখনও পর্যন্ত চিন সেনারা গালওয়ান উপত্যকায় ভারতীয় অঞ্চল দখল করে রয়েছে। সীমান্তে শান্তি ফেরাতে চিন একাধিকবার ইতিবাচক কথা বলেছিল। কিন্তু চিন ইতিবাচক কথা বললেও সীমান্ত থেকে তারা একচুলও সেনা সরাই নি। উপরন্তু তারা সেখান বিমান ঘাঁটি থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনীর গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা পর্যন্ত তৈরি করতে শুরু করে। চিনের আগ্রাসী নীতির ফলেই আজকে যে সীমান্তে সংকট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে হংকংকে দমন করতে চিন একটি নতুন আইন তৈরি করেছে। সরকারের বিরুদ্ধে কোনও রকম প্রতিবাদ মিছিল করা চলবে না। নাগরিকদের এইভাবে কথা বলার অধিকারকে কেড়ে নেওয়াকে মানবাধিকার লঙ্ঘন করার কথা উঠেছে। সেই কারণে ব্রিটেন হংকংবাসীদের নাগরিক অধিকার দেওয়া শুরু করেছে। হংকংবাসীদের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার।

প্রবল বর্ষণে অসহায় ভিক্ষুকদের পাশে জামালপুরের মানবিক উপপ্রধান

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ আগস্ট ঃ প্রবল বর্ষণে অসহায় ভিক্ষুকদের পাশে দাঁড়িয়ে পুনরায় মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব। গত দুদিন ধরে প্রবল বর্ষণে কার্যত থমকে গেছে জনজীবন। অতি বৃষ্টির মাঝে ডিভিসি জল ছাড়ায় দামোদর নদ প্লাবিত হয়ে ঢুকে পড়েছে ক্ষেত খামার, রাস্তাঘাটে। বৃষ্টির জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঁচা বাড়িঘরগুলি। কিন্তু এসবের মাঝে সব থেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসহায় ভিক্ষুক সম্প্রদায়, দৈনন্দিন ভিক্ষাবৃত্তি করে যাদের দুবেলা পেট চালাতে হয়। কিন্তু এই জল যন্ত্রনার মাঝে পরে তাদের অবস্থা এখন তথৈবচ। এই কয়েক দিনের একটানা বৃষ্টিতে তাদের ভিক্ষাবৃত্তিতে পরেছে ছেদ। ফলে একপ্রকার না খেয়েই কাটাতে হচ্ছে তাদের। জামালপুরের স্থানীয় এলাকার কয়েকজন সহায় সম্বলহীন ভিক্ষুকের কথা কানে যায় উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মন্ডলের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খোঁজ খবর নিয়ে প্রায় পনেরোজনের বেশী ভিক্ষুককে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন এদিন। চাল, ডাল, মুড়ি, আলু, বিস্কুট সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী অসহায় ওই ভিক্ষুকদের হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দেন তিনি। উপপ্রধানের এই কর্মকান্ডে স্বাভাবিক ভাবেই আপ্লুত সহায় সম্বলহীন ভিক্ষুকরা। উপপ্রধানের এই কাজে সাধুবাদ জানিয়েছেন জামালপুরের মানুষও। শাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব এই বিষয়ে বলেন, বৃষ্টির এই মরশুমটা এক একজনের কাছে এক একরকম। বৃষ্টি এলে অনেকে রোমান্টিক হয়ে ওঠে, অনেকে কবিতা লেখে, কেউ বৃষ্টির বৈচিত্র্য উপভোগ করার জন্য বেড়াতে যান বিভিন্ন জায়গায়, আবার যারা খাদ্য রসিক তারা বৃষ্টির মরশুমে কাঙ্খিত খাদ্য উপভোগ করেন। কিন্তু এই বৃষ্টি অনেকের জীবন দুর্বিষহও করে তোলে। তাই যাদের ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন চলে, সংসার চলে তাদের অসহায় অবস্থার খবর পেয়ে আর বসে থাকি কি করে। বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের পাশে থাকেন এবং তার কর্মীদেরও মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেন। সুতরাং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দিদির একজন সৈনিক হিসাবে তার দেখানো পথে হেঁটেই এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, জামালপুর ব্লক তৃণমূলের এই তরুন ও জনপ্রিয় নেতা সারা বছর ধরেই মানবসেবার কাজ করে থাকেন। কখনও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও পড়াশোনার খরচ বহন করে, কিংবা দুঃস্থদের খাদ্য ও বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে কিম্বা কখনও মুমূর্ষু রোগীদের রক্তদানের ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকান্ড করে শুধু জামালপুর ব্লকই নয়, সারা জেলায় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন।

ভাগীরথীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্ধ হল নৃসিংহপুর ফেরি ঘাট

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৫ আগস্ট ঃ ভাগীরথীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া সহ দুই জেলার জেলা শাসকের সিদ্ধান্তে বন্ধ হল নৃসিংহপুর ফেরি ঘাট। বন্ধ সমস্ত ধরনের জল পরিবহন এবং যোগাযোগ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন, সমস্যায় সাধারণ মানুষজন। মাত্র কয়েকদিনের লাগাতার বর্ষার জেরে খাল-বিল পুকুর ক্রমাগত জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। তবে ক্রমাগত ভাগীরথী নদীতে হু হু করে বাড়ছে জলের স্তর। তবে ভাগীরথি নদীর পাড় ভাঙন শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, নদীয়া এবং পূর্ব বর্ধমান দুই জেলার বিভাজক হিসাবে রয়েছে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাগীরথী নদীর ওপর নির্ভরশীল দুই জেলার মানুষজন, ইতিমধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা বিভিন্ন কারণে পার্শ্ববর্তী দুটি জেলার একমাত্র যোগাযোগ হলো জলপথ। গতকাল মধ্যরাত থেকেই দুই জেলার জেলা শাসকের নির্দেশে বন্ধ হয়েছে সমন্বয়কারী হিসেবে একমাত্র এই জলপথ নৃসিংপুর ফেরি ঘাটের জল পরিবহন ব্যবস্থা। জল পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধের সরকারি এই সিদ্ধান্তের ওপর দুই জেলার মানুষজন পড়েছেন বিপাকে। লঞ্চ ও ভেসেল এর মাধ্যমে গবাদি পশুর খাবার বিচুলি, মাছ, কাঁচা আনাজ, বিশেষ করে ধান ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সামগ্রী এমনকি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত এবং চাকুরীতে যুক্ত নিত্য যাতায়াত করা মানুষজন যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছেন রীতিমতো। কারণ, তারা জানেন না কতদিনের জন্য বন্ধ থাকবে জলপথ পরিবহণ ব্যবস্থা তবে সরকারি তরফে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই জলপথ বন্ধ থাকবে বলেই সূত্রের খবর। দুই জেলার প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী দুই জেলার গ্রাম গুলিতে ইতিমধ্যেই বর্ষার জল ঢোকার সম্ভাবনা শুরু হয়েছে আর সেক্ষেত্রে এই দুটি ঘাট অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে অনুমান এলাকাবাসীর, একদিকে অজয় নদের জল বাড়ছে, অন্যদিকে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে ইতিমধ্যে ৭০ হাজার কিউসেক ছাড়া জলে নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, দুই জেলার ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী বেশ কিছু এলাকায় জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে নদীয়ার শান্তিপুর চৌধুরীপাড়া, নৃসিংহপুর, হাউস সাইট কলোনি, মেথির ডাঙ্গা সহ বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়ে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভাগীরথীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে। আর নৃসিংহপুর ফেরি ঘাটের পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষজন।

ডেঙ্গু সর্তকতা জারি স্বাস্থ্য দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গরবেতা তিন নম্বর ব্লকের চন্দ্রকোনারোডে অঝোর ধারায় ঝরলো বৃষ্টি। ক্ষতির মুখে তিল চাষীরা। ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক করলো স্বাস্থ্য দপ্তর। সময়টা ঠিক বিকেল তিনটে। হঠাৎই চন্দ্রকোনা রোডের দুর্লভগঞ্জ থেকে বিলা, সাতবাঁকুড়া থেকে সারবেড়া প্রবল বৃষ্টির মুখোমুখি হল পুরো চন্দ্রকোনা রোড। হালকা বজ্রপাত সহ অঝোর ধারায় ভিজলো চন্দ্রকোনা রোড এর মাটি। বৃষ্টির ফলে জল জমেছে মাঠে ঘাটে। জলস্তর বেড়েছে কুবাই নদীতেও। মাঠ ঘাট নদী পুকুর ডোবা থেকে কুঁয়োর জল স্তর বাড়া খুশি চন্দ্রকোনা রোডের একাংশ। বৃষ্টির ফলে ক্ষতি হয়েছে রাস্তায় মিলে রাখা তিল চাষীদের তিল। কিছু কিছু তিল চাষীর অভিযোগ রোজ এভাবে বৃষ্টির ফলে ক্ষতি হচ্ছে তিলের। প্রচ্ছন্নভাবে হলেও একই অভিযোগ বাদাম চাষীদেরও। সাতবাঁকুড়ায় বাদাম চাষ করা হয়েছে ভালোভাবেই। অপরদিকে প্রবল বৃষ্টির ফলে চাষবাসের সুবিধা হবে বলেও জানিয়েছে অনেক চাষী। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে বৃষ্টির ফলে এই সময় ডেঙ্গুর উপদ্রব বাড়ে তাই সতর্ক থাকুন বাড়ির আশেপাশে জল জমতে দেবেন না। পরিশেষে প্রচন্ড গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে এই বৃষ্টিতে ভিজে খুশি গোটা চন্দ্রকোনারোড।

OFFICE OF THE LOCHANPUR GRAM PANCHAYAT
Lochanpur , Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT. No.- 03/15th FC(UnTied)/ Lochanpur gp/ 2024-25, 04/15th FC (Tied)/ Lochanpur gp/ 2024-25
E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat , Raninagar-1 Block, Islampur , Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors . Last date of Tender Submission 13/08/2024 For Other details Please seen the website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan , Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur, Murshidabad.

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/ SNIT-06/2024-25 [Sl. No.-1]
Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 1 (One) No. work. Last date & time of application for Tender Form on 09.08.2024 up to 13.00 Hours. Details may be seen at the website : www.wbiwd.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

Power of Attorney Transfer
We are 1)Asim Niyoggi, son of Late Ajay Krishna Niyoggi, 2) Bula Niyoggi, wife of Late Ajay Krishna Niyoggi, 3) Jhumpa Bhanja, (D/O-Late Ajay Krishna Niyoggi) wife of Shyamal Bhanja, 4) Maya Mitra (D/O- Late Ajay Krishna Niyogi) ,wife of Subhendu Mitra, resident of Vill and P.O.- Shyamsundar, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, India-713424, do hereby jointly appoint and empower Manas Kapasi, son of Sushant Kapasi,Vill - Muktipur, P.O. - Sahajpur Hattala, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, for maintaining and selling our property, Plot no- 4191,J.L NO-72,Khatian No- 49, Mauza -Shyamsundar, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, by the Deed No I-0219-00885/2024 Dated- 13/03/2024 at the office of A.D.S.R. Raina, Purba Bardhaman, West Bengal , India

e – Tender Notice
DATE CORRIGENDUM
e- Tender are invited for works as follows :
1) Name of work:- Improvement of cooling system by S & F of Four (04) no. 240Volt, 50Hz, 3 Star 1.5 Tr. Split type A.C Machine unit including allied works at General Section and Cash Section at 2nd floor, Q.C Building of the HRBC Bhavan.
Tender ID -2024_HRBC_716595_3
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/04/24-25/Sl 3
Last date of submission of bid (online) is **12.08.2024 up to 10.00 AM.**
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.
Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Panchra Gram Panchayat
Panchra, Purba Bardhaman
Tender Reference/ e-NIT No.:- 212/PGP, Dt. 05/08/2024, 1 No of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on 12/08/2024 upto 02.00 PM. For further details visit the website https:// wbtenders.gov.in/

NOTICE INVITING E–TENDER
WBPMID/DASP-2/EO/ NIT-104(24-25)
Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites e-Tender for total **16(Sixteen)Nos**. different works. Last date of submission of bid(online) **13/08/ 2024 at 05.00 P.M**. Bid Opening date on **16/08/2024 at 11:00 A.M**. for details please visit https:// wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity

Notice Inviting e-Tender
Brajarajpur GP Under indpur Block
Mudunia*Gunnath*Bankura*Pin-722121
NIeT-07/24-25, Memo No-312/ Braja/2024, Date-05/08/2024
NIeT-08/24-25, Memo No-313/ Braja/2024, Date-05/08/2024
Pradhan ,Brajarajpur GP, Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** web site with Last date of Submission 13.08.2024 (3 p.m)
Sd/-
Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : ক্রমিক নং ১, এনআইটি নং ১১৫_২০২৪-২৫, তারিখ ৩১.০৭.২৪। কাজের বিবরণ:** বিইএসওয়াই ডিপোর সীমানা প্রাচীর, ড্রেনেজ প্রণালী, রাস্তার উপরি তল, সার্ভিস বিল্ডিং এবং গোডাউনের সংস্কার ও আপগ্রেডেশন। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪,৯৯,৫১,৫০৪.৫১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,৯৯,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস। **ক্রমিক নং ২, এনআইটি নং ১২৩_২০২৪-২৫, তারিখ ৩১.০৭.২৪। কাজের বিবরণ:** লিলুয়া - আরপিএফ ডগ স্কোয়াড/এলএলএইচ-এর জন্য কেনেল, স্টাফ রুম, স্টোর রুমের নতুন নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬২,৩০,৫১২.৪০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,২৪,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ৬ মাস। **ক্রমিক নং ৩, এনআইটি নং ১২৫_২০২৪-২৫, তারিখ ৩১.০৭.২৪। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডিসি-র অধীনে বিডিসি-এনএইচ শাখায় ব্রিজ নং ৫-এর (স্প্যান নং ১০, ১১, ১২, ২২ ও ২৭) জ্যাকেটিং ও শক্তিশালীকরণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,২৮,০৬,৪৩৭.০৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,১৪,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২০.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।(HWH-203/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN: L51100WB1979PLCO32376
রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
ইমেইলঃ omniko11997@gmail.com
নোটিশ
SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) অনুসারে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে ওমনি হোল্ডিং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা **সোমবার, ১২ আগস্ট ২০২৪**-এ অনুষ্ঠিত হবে।
৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করার জন্য। আরও জানানোর জন্য যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ রয়েছে। কোম্পানি, আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় খুলবে।
ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা — নিকিতা চোখানি
তারিখঃ০৫.০৮.২০২৪ — কোম্পানি সচিব

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Toilets under ICDS fund N.I.e.T. No.-6 (2nd Call). Documents and other details is available in the website tenders.gov.in. The last date of submission for all the tenders are up to 14.00 hours on dated 14/08/ 2024 respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-215(1)/FGP/2024, Date:-26/07/24
Notice Inviting e-Tender No.- 10/(24-25)
As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-03, dated on 11/07/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 07(Seven)Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 02/08/2024 at 10.30 am to 10/08/2024 at 01:30 PM. Date of opening of technical Proposals (Online) on 12/08/2024 at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

কোলামা কর্মাশিয়াল কোম্পানী লিমিটেড
CIN: L51109WB1983PLCO35719
রেজি অফিসঃ ৯০, ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, রুম নং ৪০৪, বউবাজার, কলকাতা - ৭০০০১২
ইমেলঃ colamacommercial@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.colamacommercial.in
৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য স্বতন্ত্র
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৮.৬২	৯.২০	৩৫.১৪
২.	ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১.১৭	৪.৪৮	৮.১২
৩.	করের পূর্বে ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১.১৭	৪.৪৮	৮.১২
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১.১৭	৪.৪৮	৬.০৭
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১.১৭	৪.৪৮	৬.০৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা)			
	মূল	০.০১	১.৮১	২.৪৫
	মিশ্র	০.০১	১.৮১	২.৪৫

মন্তব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.colamacommercial.in
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে
রাজেশ প্রজাপতি
স্থানঃ কলকাতা — পরিচালক
তারিখঃ ২ আগস্ট ২০২৪ — DIN: 08251452

e-NOTICE INVITING TENDER No. PGP/426/2024
For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Construction of Multy Gym at Pancharul near Mahila Unnayon Sangha. Last date of downloading documents up to 13/08/2024 at 11.00 AM. Bid Opening date 16/08/2024 at 11.00 am. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER No. 07/WBHZP-UNPUR-BBGP/ SBM(G) & 15 th FC/2024-25
For and on behalf of the BBPUR Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 5(five) nos. similar works. Last date of downloading documents up to 09/08/2024 at 1.00 PM. Bid submission end date 09/08/2024 at 1.00 pm. Bid Opening date (technical) 12/08/2024 at 11.00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
BBPUR Gram Panchayat

E-Tender Notice No-17/JAM-1/ PBG-SFC, dt-05.08.2024, 18/ JAM-1/PBG-SFC, dt-05.08.2024 E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender from 06.08.2024 to 16.08.2024. Date of opening 20.08.2024 at 11.00 AM for further details. Visit the website https:// wbtender.gov.in or G.P. Office.
Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড
CIN: L70100WB1895PLC001021
রেজি. অফিসঃ ১৮ নেতাজি সুভাষ রোড,
কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫
ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com
নোটিশ
SEBI flisting বাধ্যবাধকতা এবং ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ২৯(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা মঙ্গলবার, ১৩ই আগস্ট ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত হবে, আন্তঃ- a \ia, জুন, ২০২৪-এর শেষ প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করা।
আরও জানানোর জন্য যে কোম্পানির সমস্ত পরিচালক, কর্মকর্তা এবং মনোনীত কর্মচারীদের জন্য ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল চূড়ান্তকরণ এবং ঘোষণার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সিকিউরিটিজে লেনদেনের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো বন্ধ রয়েছে। , আগেই ঘোষণা করা হয়েছে এবং সভা শেষ হওয়ার এবং স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ত্রৈমাসিক ফলাফল ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পরে পুনরায় চালু হবে।
অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের জন্য
অরুণ কুমার লোহিয়া
স্থানঃ কলকাতা — পরিচালক
তারিখঃ০৫.০৮.২০২৪ — DIN:000613114

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENTDER NOTICE
SNIT No.- EE/MID/SNIT-09/ 2024-25
(The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 09.08.2024 & Time upto 12.00 PM Details may be had from the ofifrce of undersigned. For details visit the site **http:// www.wbiwd.gov.in/**
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

NOTICE INVITING TENDER
Block Development Officer Executive Officer Dantan-II Development Block invites Tenders vide NIT No. 07, Dated-02.08.2024, of the scheme from bonafied tenderers. Last date & Time for BID submission of Application 12.08.2024 respectively up to 16.00 Hrs. The details can be obtained from the office notice board and the office of the undersigned **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/- Block Development Officer/EO
Dantan-II Dev. Block

OFFICE OF THE HARIPUR GRAM PANCHAYAT
Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-(i) 542(1)/HGP/2024, (ii) 544(1)/HGP/2024, Date:-02/08/2024
Notice Inviting e-Tender No.-(i) 04/(24-25), (ii) 05/(24-25) Dt:-02/08/2024
Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Ortho-o-parikalpana upasamity from experienced, resourceful bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XVFC TIED & UNTIED 1ST inst. /(24-25). Work Completion Period: 30 Days. From the issue of work order. Date of uploading e-NIT (online) on 05/08/2024(03/08/2024 at 11.00 AM for NIeT-04) at 10:00 AM. E-Tender document download starting from 05/08/2024(03/08/2024 at 11.30 AM for NIeT-04 & NIeT-05 at 10:30 AM. Last date of submission of Technical bid on 12/08/2024 at 1:30 PM (10/08/2024 at 4.30 AM for NIeT-04 & NIeT-05). And Opening on 14/08/2024 at 2:00 PM (13/08/2024 at 11.00 AM for NIeT-04). For details please visit website https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Haripur Gram Panchayat

SRICHANDA GRAM PANCHAYAT
Boinchberia, South 24Pgs
E-mail : srichanda007.magrahat1@gmail.com
TENDER NOTICE
1) Sealed Tender are invited by the Gram Panchayat Vide NIT No – 02, 03, 04 /Srichanda GP/2024-25 dt 05.08.2024 E – tender WB e – Tendering Portal : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app available from 06.08.2024 to 20.08.2024 between 6.00 pm to 11.00 AM at the E - tender.Last date of submission of E – tender Online 20.08.2024 upto 11.00 AM in The bid Opening Date for technically Qualified Bidder (Online) Date & Time :22/08/2024 , 12.00 pm .
Sd/
Prodhan
Srichanda Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Borough-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/I/003/04/2024-2025/BS
Name of the Work: **Improvement of drainage system at 83D/H/2/1, 83D/H/4 etc. Belgachia Road Bustee and other Bustee areas in Ward No.-3.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,98,076.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/I/005/04/2024-2025/BS
Name of the Work: **Restoration of damaged Bustee IPS Passages at 1 Bonomali Chatterjee Street, Nilmoni Mitra Row and other Bustee areas in Ward No.-5.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,345.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/I/005/05/2024-2025/BS
Name of the Work: **Maintenance of collapsed Bustee Sewer at 4/1/H/9 Belgachia Road, 4 Bhairab Mukherjee Lane and other Bustee areas in Ward No.-5.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,49,707.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(4) NIT No.: KMC/EEC/I/005/06/2024-2025/BS
Name of the Work: **Supplying, Fitting and Fixing broken and damaged Bustee Privy Doors at various Bustee areas in Ward No.-5.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,49,422.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(5) NIT No.: KMC/EEC/I/004/06/2024-2025/BS
Name of the Work: **Replacement of broken door of Latrine and other ancillary works at 1B, 14/2, Umakanta Sen Lane, 20A, Sreenath Mukherjee Lane, 18 Dum Dum Road and other Bustee area in Ward No.-4.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,49,573.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(6) NIT No.: KMC/EEC/I/004/07/2024-2025/BS
Name of the Work: **Repairs to sewer and its adjuncts at 3H/13, 5, etc. Tarini Charan Ghose Lane, 21/H/9, 21/H/24, etc. Dum Dum Road Bustee area in Ward No.-4.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,49,946.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **21 days.**

(7) NIT No.: KMC/EEC/I/008/04/2024-2025/BS
Name of the Work: **Repairing of collapsed sewer at 32A, 24, Kashi Mitra Ghat Street Bustee and other Bustee areas in Ward No.-8.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,49,712.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(8) NIT No.: KMC/EEC/I/009/04/2024-2025/BS
Name of the Work: **Repairing of bustee sewer at 1/1B, Gopi Roy Lane, 1, Bonomali Sarkar Street in Ward No.-9.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,49,104.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **21.08.2024 at 9 a.m. [For Sl. No. 1 to 8].** Tender will be opened on: **23.08.2024 at 9 a.m. [For Sl. No. 1 to 8].** The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024 (6 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].**

The Executive Engineer (Civil)/Borough-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/10/24-25/R
Name of the Work: **Restoration of road from 25 Free School Street to 21/A Royd Street and 6 Royd Street to 113/A Ripon Street disturbed by Water Supply Department in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 4,13,952.09.** Earnest Money: **Rs. 8,300.00.** Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/11/24-25/R
Name of the Work: **Restoration of road from 30 Park Street to 28/1 Shakespeare Sarani (through Outram Street) disturbed by Water Supply Department in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,18,489.96.** Earnest Money: **Rs. 6,400.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/15/24-25/R
Name of the Work: **Arrangement for Bamboo Fencing along Shakespeare Sarani from both sides Loudon Street to Camac Street junction in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,750.71.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(4) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/16/24-25/R
Name of the Work: **Arrangement for Bamboo Fencing along Shakepeare Sarani from both sides Camac Street junction to Little Russel Street junction in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,813.89.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(5) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/17/24-25/R
Name of the Work: **Arrangement for Bamboo Fencing along Shakepeare Sarani from both sides from Little Russel Street to Jawaharlal Neheru Road in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,896.01.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(6) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/20/24-25/R
Name of the Work: **Construction of Gate and some protection work and other miscellaneous works at Borough-VII Office Building cum Community Hall in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 3,99,015.88.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(7) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/41/23-24/B
Name of the Work: **Construction of New Latrine at various places of Kalanga Bustee area in Ward No.-63.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,98,201.08.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(8) NIT No.: KMC/EEC/VII/59/7/24-25/R
Name of the Work: **Supplying, Fitting and Fixing Pit Cover at Mahendra Roy Lane, Tiljala Road, Ram Mohan Bera Lane and its surrounding areas in Ward No.-59.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,99,774.06.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **210 days.**

(9) NIT No.: KMC/EEC/VII/66/27/24-25/R
Name of the Work: **Restoration of passage at P.G. Road, C.N. Roy Road, Chowbagha Road and surroundings disturbed by CESC in Ward No.-66.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 2,74,956.04.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

(10) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/6/24-25/D
Name of the Work: **Restoration of Footpath (disturbed by CESC) at 64/H/7 Broad Street, 20B Palm Avenue, 7 Bright Street and its surrounding areas in Ward No.-65.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs.2,48,864.19.** Earnest Money: **Rs.5,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **13.08.2024 up to 12 noon [For Sl. No. 1 to 10].** Tender will be opened on: **16.08.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 10].** The bid forms and other details are available on and from **03.08.2024 at 6.55 p.m.** from the website **https:// etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 10].**

The Executive Engineer (Civil)/Br-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/084/03/2024-2025/Bustee (2nd Call)
Name of the Work: **Maintenance of Bustee Drainage System at 18 M.P. Road, 28/13 N.B. Lane etc. in Ward No. 84.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,49,748.23.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **90 days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/084/04/2024-2025/Bustee
Name of the Work: **Repairing of Bustee Approach Passage and Bustee Passage (I.P.S. & Paver Block) at 16, 12 M.P. Road and all others (all Bustee) in Ward No. 84.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,00,189.56.** Earnest Money: **Rs. 2,100.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **17.08.2024 at 12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** Date of opening of tender: **21.08.2024 at 12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **07.08.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/085/016/2024-2025/D
Name of the Work: **Restoration of footpath at 5/1D Deshapriya Part East, 107B R.B. Avenue, 23A Panditia Road, 147A S.B. Road etc. in Ward No. 85.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,47,508.57.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/011/2024-2025/R
Name of the Work: **Rehabilitation of Staff Quarter by construction temporary arrangement & repairing of Toilet at 62 Ritchie Road (inside Dhobikhana Campus) in Ward No. 69.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,98,460.52.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **20.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 3 & 4].** Date of opening of tender: **22.08.2024** at **12 noon**. **[For Sl. No. 3 & 4]**. The bid forms and other details are available on and from **08.08.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 3 & 4].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/IX/076/011/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Improvement of Sewer Line at 12/1, P.P. East Lane, 36/H/6, 37/2, Watgunge Street, 112, C.G.R. Road etc. area in Ward No. 76.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,608.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2024** at **12 noon.** Tender will be opened on: **20.08.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIII/122/7/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Road with C.C. Pavement works at K.K. Road Bye Lane near Premises No. 27/1, 266/1A in Ward No. 122.** Estimated Amount: **Rs. 2,80,252.97.** Earnest Money: **Rs. 5,700.00.** Period of Completion: **25 days.** Last date and time of submission of bid: **14.08.2024** up to **11 a.m.** Tender will be opened on: **16.08.2024 (11 a.m.).** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIV/130/007/24-25/PARK (1st Call)
Name of the Work: **Operation & regular maintenance of different KMC Parks (05 Nos.) by manual means from Sep'24 to Aug'25 in Ward No. 130.** Estimated Amount (Including CESS): **Rs. 4,96,755.88.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/127/019/24-25/P(1st Call)
Name of the Work: **Repairing of Battala Park at Shibrampur near Premises No. 398 in Ward No. 127.** Estimated Amount: **Rs. 4,79,411.25.** Earnest Money: **Rs. 9,600.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **14.08.2024** up to **11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Tender will be opened on: **16.08.2024 (11 a.m.). [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **06.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Civil), Borough-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/017/24-25
Name of the Work: **Constructionof U/G Sewer at Babur Bagan near Premises No. 12 in Ward No. 144.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,95,203.25.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **35 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/020/24-25
Name of the Work: **Development of Road with C.C. at Jaigir Ghat Road Bye Lane near Premises No. 7/11 in Ward No. 144.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,96,637.97.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid: **20.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** Tender will be opened on: **22.08.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **10.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender. wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

CORRIGENDUM
(1) NIT No. KMC/EE-III/35/38/23-24 (1st Call) (2) NIT No. KMC/EE-III/33/32/23-24 (1st Call) (3) NIT No. KMC/EE-III/33/37/23-24 (1st Call) published in this newspaper on **30.07.2024 (Key No. 314/24-25) Sl. No. 1, 2 & 6 of Engineering Department (C).** The last date and time of submission of bid will be read as **08.08.2024** up to **12 noon** instead of 06.08.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 3) and date and time of opening of bid: **10.08.2024** after **12 noon.** instead of 08.08.2024 up to 12 noon. The bid forms and other details are available on and from **03.07.2024 (5 p.m.).** All other criteria remain unchanged.
355/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

ভিন্ন ধরনের জ্বালানির মাধ্যমে চলছে বিকল্প যান হিসেবে উড়ন্ত ট্যাক্সি

অনেক বছর ধরেই বিকল্প যান হিসেবে উড়ন্ত ট্যাক্সি নিয়ে গবেষণা চলছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন সংস্থা উড়ন্ত ট্যাক্সি নিয়ে কাজ করছে। এবার নতুন এক উড়ন্ত ট্যাক্সির কথা জানা যাচ্ছে। এটি ভিন্ন ধরনের জ্বালানির মাধ্যমে চলে। হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি বা ফ্লাইং ট্যাক্সি যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা শুরু করছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশে একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি ৫৬১ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রেকর্ড করেছে। উড়ন্ত ট্যাক্সি থেকে কার্বনের বদলে জল নির্গমন হয়। প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত এই ট্যাক্সি দীর্ঘতম উড়ালের রেকর্ড করেছে। বাজার বিশ্লেষকদের হিসাবে, ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে উড়ন্ত ট্যাক্সি বাণিজ্যিকভাবে চালু হবে। আর ২০২৮ সালের মধ্যে উড়ন্ত ট্যাক্সি যুক্তরাজ্যের আকাশে দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। জোবি এভিয়েশনের নকশা করা একটি উড়ন্ত ট্যাক্সি হাইড্রোজেনের একটি ট্যাংক ব্যবহার করে ৫৬১ মাইল ভ্রমণ করেছে। এতে হাইড্রোজেন জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ থেকে জলীয় বাষ্প ছাড়া অন্য কোনো কিছু নির্গত হয় না। জোবির প্রতিষ্ঠাতা জোবেন বেভার্ট বলেন, কল্পনা করুন, সান ফ্রান্সিসকো থেকে সান ডিয়েগো, বোস্টন থেকে বাল্টিমোর কিংবা ন্যাশভিল থেকে নিউ অরলিন্স পর্যন্ত বিমানবন্দরে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই উড়ন্ত ট্যাক্সিতে যাচ্ছেন। এই ট্যাক্সি থেকে জল বা জলীয় বাষ্প ছাড়া কোনো কিছুই নির্গমন হচ্ছে না। এবারই প্রথম উড়ন্ত ট্যাক্সি আকাশে ওড়েনি, এর আগে নানা নকশার উড়ন্ত ট্যাক্সি দেখা গেছে। জোবির উড়ন্ত ট্যাক্সি জ্বালানিশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলাদা। জীবাশ্ম জ্বালানি বা বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে হাইড্রোজেন-নির্ভর বৈদ্যুতিক শক্তিব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছে নতুন এই উড়ন্ত ট্যাক্সিতে। একবার চার্জ করলে ৫২৩ মাইল ভ্রমণ করতে পারে উড়ন্ত ট্যাক্সি। ৪০ কেজি ওজনের হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল উড়ন্ত ট্যাক্সিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হাইড্রোজেন ব্যবহার করার সুবিধা হচ্ছে, এ ধরনের জ্বালানি উড়ন্ত ট্যাক্সিকে রিফুয়েলিং বা নতুন করে জ্বালানি ব্যবহার না করেই দীর্ঘপথ ভ্রমণ করতে দেয়। হাইড্রোজেন-চালিত উড়ন্ত ট্যাক্সি বিভিন্ন দেশের মধ্যে চালানোর সুযোগ থাকবে বলে নির্মাতারা জানিয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে এই উড়ন্ত ট্যাক্সি বিক্রির জন্য বাজারে আসবে।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমবাহ একই জায়গায় লাটিমের মতো ঘুরছে

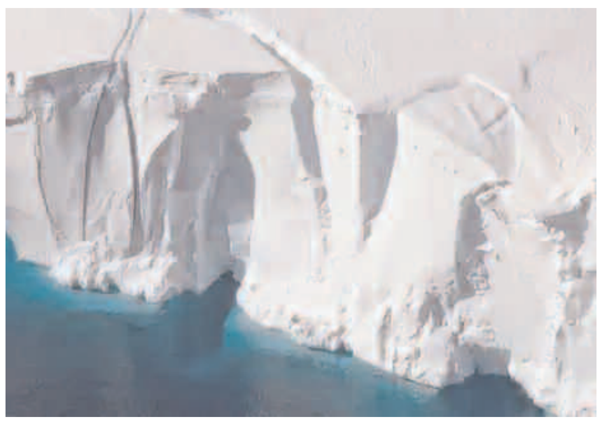

রহস্যময় মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা। বরফে ঘেরা এই মহাদেশের ঠিক উত্তরে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হিমবাহ। 'এ২৩এ' নামের এই হিমবাহটি দীর্ঘদিন ধরে একই জায়গায় লাটিমের মতো ঘুরছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। হিমায়িত হিমবাহটি সমুদ্রের বিশাল ঘূর্ণমান স্রোতের মধ্যে আটকে পড়েছে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। অ্যান্টার্কটিকার উত্তরে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সমুদ্র স্রোত দেখা যায়। সেই স্রোতের কারণেই একই জায়গায় ঘুরছে হিমবাহটি। প্রাকৃতিক এই ঘটনাকে সমুদ্রবিজ্ঞানীরা টেলর কলাম হিসেবে অভিহিত করেন। মেরু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মার্ক ব্র্যান্ডন জানিয়েছেন, সাধারণত হিমবাহকে ক্ষণস্থায়ী জিনিস বলে মনে করা হয়। কারণ, হিমবাহকে টুকরা টুকরা হয়ে গলে যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না।

হিমবাহটি ১৯৮৬ সালে অ্যান্টার্কটিকা উপকূল রেখা থেকে মুক্ত হলেও সমুদ্রে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েডেল সাগরের তলদেশে আটকে যায়। তিন দশক ধরে একটি স্থির বরফ দ্বীপ হিসেবে স্থির ছিল হিমবাহটি। এরপর ২০২০ সালের পর আবার ভাসতে শুরু করে। পরে উষ্ণ বায়ু ও জলের কারণে উত্তর দিকে চলতে শুরু করে। এই বছরের এপ্রিলের শুরুতে হিমবাহটি অ্যান্টার্কটিকা সার্কামপোলার কারেন্ট বা স্রোতে প্রবেশ করে। এই স্রোত ভীষণ শক্তিশালী। পৃথিবীর সব নদী একত্রিত হয়ে যে গতির স্রোত তৈরি করে তার চেয়ে এক শ গুণ বেশি শক্তিশালী এই স্রোত। সেই হিসেবে ট্রিলিয়ন-টন ওজনের হিমবাহটি এত দিনে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে চলে যাওয়ার কথা। সেটি না হয়ে হিমবাহটি দক্ষিণ অর্কনি দ্বীপপুঞ্জের ঠিক উত্তরে অবস্থান করছে। দিনে প্রায় ১৫ ডিগ্রি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরছে হিমবাহটি। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, হিমবাহটির আকার প্রায় ৩ হাজার ৬০০ বর্গকিলোমিটার। ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিকা সার্ভের বিজ্ঞানী মাইক মেরেডিথ বলেন, সমুদ্র আসলে বিস্ময়কর একটি জায়গা। এই গতিশীল হিমবাহটি সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি। এমন দৃশ্য বা টেলর কলাম বাতাসের কারণেও তৈরি হতে পারে।

৪৬৯ জনকে বাঁচিয়েছেন তিনি

ব্রেজিং, ৫ আগস্টঃ তাঁকে বলা হয় 'নানজিংয়ের দেবদূত'। তাঁর ওপর নির্মিত হয়েছে তথ্যচিত্র। একজন নয়, দুজন নয়, ২১ বছরে আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন ৪৬৯ জনকে! নানজিং চীনের জিয়াংসু প্রদেশের রাজধানী। এখানকার ইয়াংসি নদীর ওপর থাকা সেতুর একটি কুখ্যাতি রয়েছে। অনেকেই এই সেতুর ওপর থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। আর এমন অনেক আত্মহননের চেষ্টাকারীর সামনেই তিনি আবির্ভূত হন দেবদূতের মতো। এই ব্যক্তির নাম চেন সি, বয়স ৫৬ বছর। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবী। ২১ বছর ধরে তিনি এই মহৎ কাজটি করে আসছেন। দৈনিক ১০ বার ওই সেতুর ওপর টহল দেন। আর পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন কারও মধ্যে আত্মহননের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না। চেন সি বলেন, তিনি মানুষের গতিবিধি দেখে আত্মহনন মনোবৃত্তির বিষয়টি বুঝতে পারেন। তাঁর ভাষায় এসব মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক চঞ্চলতা থাকে না। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে একধরনের স্থবিরতা দেখা যায়। চেন প্রথমে আত্মহনন করতে যাওয়া লোকটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁর কষ্ট হালকা করার চেষ্টা করেন। এরপর তাঁকে সেতুর ওপর থেকে নিয়ে আসেন। চেন বলেন, যাঁরা সেতুতে আত্মহত্যা করতে আসেন, সাধারণত তাঁরা সেখানে দীর্ঘক্ষণ একমনে বসে থাকেন অথবা অযথা পায়চারি করতে থাকেন। সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, এমন অনেক ব্যক্তিকে পেছন থেকে জাপটে ধরে বাঁচিয়েছেন চেন সি। আর কেউ নদীতে পড়ে গেলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেন। যেভাবেই হোক, ওই ব্যক্তিকে তীরে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। চেন শুধু কাউকে আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে এনেই দায়িত্ব শেষ করেন না। মানসিকভাবে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ খরচে তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেতুর ওপর টহল দেওয়ার সময় চেনের গায়ে একটি লাল রঙের জ্যাকেট থাকে। তাতে চায়না ও ইংরেজি ভাষায় লেখা, 'জীবনের প্রতিটি দিন উপভোগ করো।'

অজানা রোগে মৃত্যু দুই শিশুর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ আগস্টঃ পর পর দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যু আরেকটি বোন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে হাসপাতালে। কারন অজানা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার হরিণ খোলা গ্রামে। মৃত দুই বোনের নাম পাপিয়া পাল, বয়স ১১ বছর,শ্রাবণী পাল,বয়েস ৪ বছর। ৫ বছরের মিষ্টি পাল ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে শনিবার রাতে তালের রুটি ও সঙ্গে দুধ খেয়ে ছিল পরিবার। রবিবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়ে তিন বোন সঙ্গে সঙ্গে কুলপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু ঘটে শ্রাবণী পালের। পাপিয়া পাল ও মিষ্টি পালকে ডায়মন্ড হারবারে নিয়ে গেলে সেখানে পাপিয়া পালের মৃত্যু হয়। এই পাল দম্পতির ৪ টি মেয়ে।

এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের রানিং মেটের নাম জানা যাবে

ওয়াশিংটন, ৫ আগস্টঃ এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস তাঁর রানিং মেট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর নাম আজ সোমবার যেকোনো সময় ঘোষণা করবেন। এর পরপরই কমলা রাজনৈতিকভাবে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোয় (ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেটস) সফর শুরু করবেন। নির্বাচনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে এসব অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টায় তাঁর এই সফর। হোয়াইট হাউসে প্রবেশের লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতে রাজনৈতিকভাবে দোদুল্যমান রাজ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে কমলার পাঁচ দিনের সফর শুরু হবে পেনসিলভানিয়া থেকে। আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ে গতিপথ রচিত হবে এ সফরের মধ্য দিয়ে। এক এক্স পোস্টে কমলা লিখেছেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের দেশের জন্য দুটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেওয়ার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। একটি ভবিষ্যতের কথা বলে, অন্যটি অতীতের। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রচারের লক্ষ্য হলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা।' ৫৯ বছর বয়সী কমলা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থিতার দৌড় থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর কমলার নাম সামনে চলে আসে। ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে প্রার্থী হতে ইতিমধ্যে তিনি প্রয়োজনীয় প্রতিনিধির সমর্থন পেয়েছেন। এখন ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় প্রার্থী হিসেবে কমলা হ্যারিসের নাম ঘোষণা করা হলে তিনি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ও দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। তবে এর আগেই মাত্র দুই সপ্তাহের প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছেন কমলা। উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তহবিল সংগ্রহ করে ফেলেছেন তিনি। সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোয় ট্রাম্পের চেয়েও আধিপত্য গড়তে পেরেছেন কমলা। আগামীকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফিলাডেলফিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশ করবেন কমলা। এর আগেই তিনি রানিং মেটের নাম ঘোষণা করবেন, এমনটাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহের পরবর্তী সময়ে কমলা যুক্তরাষ্ট্রের সান বেল্ট অঞ্চল এবং দক্ষিণের অ্যারিজোনা, নেভাদা, জর্জিয়া ও নর্থ ক্যারোলাইনা সফর করবেন। সেসব জায়গার কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিক ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা থাকবে তাঁর। মাসখানেক আগেও দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোয় ট্রাম্প বেশ ভালো অবস্থানে ছিলেন। সদ্যই নির্বাচনী টিভি বিতর্কে বাইডেনকে ধরাশায়ী করেছেন। নিজের রানিং মেট হিসেবে একসময়ের কড়া সমালোচক জে ডি ভ্যান্সকে বেছে নিয়ে সবাইকে চমকে দেন ট্রাম্প। তবে নির্বাচনের দৌড় থেকে ৮১ বছরের বাইডেনের ছিটকে যাওয়া ও কমলাকে সমর্থন দেওয়ার পর পরিস্থিতি অনেকটা বদলে যেতে থাকে।

জয়নগরের পর ক্যানিং এ মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত দুই শিশু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ আগস্টঃ জয়নগরের পর এবার ক্যানিং এ মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটলো দুটি শিশুর। সোমবার সকালে জয়নগর লোকসভার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা থানার আঠারোবাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমির মারি গ্রামে একটি মামাতো ও পিসতুতো ভাই বোন খেলা করছিল। বাড়ির অন্যরা কেউ তখন ঘরে ছিলো না। আর আচমকা মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে তাদের ওপর। আশে পাশের মানুষেরা এসে মাটি সরিয়ে দুটি শিশুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত শিশু দুটির বয়স তিন ও ছয় বছর। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে আজই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

বিএসএফ মহাপরিচালকের সুন্দরবন সীমান্ত পরিদর্শন

সুন্দরবন, ৫ আগস্টঃ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মহাপরিচালক শ্রী দলজিৎ সিং চৌধুরী, আইপিএস, ভারতের সুন্দরবন এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রী রবি গান্ধী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব কমান্ড, এবং শ্রী মনিন্দর প্রতাপ সিং, মহাপরিদর্শক, দক্ষিণবঙ্গ। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তের অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং কৌশলগত মোতায়েন পর্যালোচনা করা। শ্রী দলজিৎ সিং চৌধুরী ৩ আগস্ট ডিজি বিএসএফ-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সফর। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সতর্কতা জারি করেছে এবং সীমান্তে মোতায়েন সেনার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। সফরটি দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত মুখ্যালয়ে বিএসএফ এর এডিজি ইস্টার্ন কমান্ড শ্রী রবি গান্ধীর একটি বিস্তারিত ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। ব্রিফিংয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের ব্যাটালিয়নের কৌশলগত পরিস্থিতি এবং অপারেশনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাপরিচালককে সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক সীমান্তে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিএসএফের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ব্রিফিং শেষে, বিএসএফের ডিজি, শ্রী রবি গান্ধী এডিজি এবং অন্যান্য অফিসারদের সাথে ধামাখালীতে যান। সেখানে ১১৮ তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট ডিজি বিএসএফকে টি-জংশনে মোতায়েন করা ভাসমান বিওপির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

তিনি রেইনফরেস্ট এবং জল-সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের অনন্য চ্যালেঞ্জ এবং সীমান্ত অপরাধ, চোরাচালান, এবং অবৈধ ক্রসিং মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন। এই সফর ভারতের সীমান্ত রক্ষা, এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএসএফ-এর নিষ্ঠা ও সতর্কতা তুলে ধরে। সুন্দরবন এবং উত্তর ২৪ পরগণায় বিএসএফ-এর চলমান প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং জাতির সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Name Change

I Abdul Matin , s/o Johak, residing at vill: Nayagram Maheshpur, p.o: Shershahi, p.s: Kaliachak, dist: Malda, (W.B) shall henceforth be known as Abdul Matin Momin as declared before the First Class Judicial Magistrate at Malda court, (District/State) vide affidavit no 41 Dated 20/04/2024.Abdul Matin and Abdul Matin Momin both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মিসেস সোমাশ্রী গণ, পিতা-মৃত জ্যোতির্ময় রায় চৌধুরী, স্বামী-মানস রঞ্জন গন, বয়স ৬১ বছর, হিন্দু, ঠিকানা ২৪নং এভিনিউ(ইস্ট), মর্ডার্ন পার্ক, পো.অ. সন্তোষপুর, থানা-সার্ভে পার্ক, কলিকাতা- ৭০০০৭৫ স্বীকার করিতেছি যে, সোমাশ্রী গণ ও কেতকী রায় চৌধুরী একই ব্যক্তি, ভিন্ন নহে। যাহা গত ইং ৩১.০৭.২০২৪ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস ম্যজিস্ট্রেট এর সম্মুখে, শিয়ালদহ আদালতে একিডেভিট এর মাধ্যমে স্বীকৃত হইয়াছি যাহার ক্রঃ সংখা নং ৭৪৩২ তাং ৩১.০৭.২০২৪।

Name Change

I YUSUF EBRAHIM BHAI TUNDAWALA, S/O EBRAHIM BHAI TUNDAWALA, R/I EKTA FLORAL, BLOCK -2, FLAT 11D, 27, CHRISTOPHER ROAD, VTC GOBINDA KHATICK ROAD, PO GOBINDA KHATICK ROAD, DIST KOLKATA, PIN-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YUSUFALI E TUNDAWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT YUSUF EBRAHIM BHAI TUNDAWALA AND YUSUFALI E TUNDAWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD FARUK AHAMMED, S/O MD HAFIZUR RAHAMAN, R/O KAIPUKHARIA, PO ADHATA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743221, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARUK AHAMMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT FARUK AHAMMED AND MD FARUK AHAMMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SATAVISHA MONDAL(PRAMANIK), & SATAVISHA PRAMANIK,D/O LATE HIMANSHU SEKHAR PRAMANIK, R/O NAUTICAL APARTMENT, BLOCK -2, 3F, 3RD FLOOR, 493, GARAGACHA GARIA , PO GARIA, PS NARENDRAPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATAVISHA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT SATAVISHA MONDAL (PRAMANIK), & SATAVISHA PRAMANIK AND SATAVISHA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AMIT SHANKAR MAL, S/O DEBDAS SHANKAR, R/O TOWER -6, FLAT -13F, 18, HO CHI MINH SARANI, PS SARSUNA, KOLKATA -700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMIT SHANKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT AMIT SHANKAR MAL AND AMIT SHANKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GARGI KUNDU, W/O JADAB KUMAR KUNDU, R/O KACHHARI PARA, KATWA, PURBA BARDHAMAN, PIN-713130, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GARGI SARKAR KUNDU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT GARGI SARKAR KUNDU AND GARGI KUNDU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAFEE AHMED KHAN, & MD RAFI AHMAD KHAN, S/O MD SHAHAMAT KHAN, R/O FLAT NO 505, AASHIANA TABASSUM, TATARPUR ROAD, JABBARCHAK CHOWK, JAGADISHPUR, BHAGALPUR, BIHAR-812002, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD RAFEE AHMED KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT RAFEE AHMED KHAN & MD RAFI AHMAD KHAN AND MD RAFEE AHMED KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Amal Kanti Ray (old name) S/O Late Rabindra Mohan Ray, residing at 1/8A, Mohendra Banerjee Road, P.O.- Parnasree Pally, Kolkata-700060, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Amlan Kanti Ray (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/08/2024. Amlan Kanti Ray (new name) and Amal Kanti Ray (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Gholam Rasool (old name) S/O Tafazul Hossain, residing at 15/H/15, Braun Field Row, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700027, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Golam Rasul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/08/2024. Golam Rasul (new name) and Gholam Rasool (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mohammed Jamal S/O Golam Rasul, declare that my minor son said name Mohammed Basil Jamal (old name), residing at 15/H/15, Braun Field Row, P.S.- Ekbalpore, Kolkata-700027, West Bengal, INDIA, have changed my son name to (shall henceforth be known as) Md Basil Jamal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/08/2024. Md Basil Jamal (new name) and Mohammed Basil Jamal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sajjad Ali (old name) S/O Md Nasir, residing at 31/A, Hossain Shah Road, Kolkata- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sajjad Ali (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/08/2024. Md Sajjad Ali (new name) and Sajjad Ali (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Jayanta Kumar Acharja (old name) S/O Phani Bhusan Acharya, residing at AB 30/4, & AB 30/5, Flat.202, Prafulla Kanan West, Bidhannagar, P.S.- Baguiati, Dist.- North 24 Pgs, Pin-700101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jayanta Kumar Acharya (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/08/2024. Jayanta Kumar Acharya (new name) and Jayanta Kumar Acharja (old name) both are same identical person.

Name Change

I, VASUDHA JALAN (old name) W/O AYUSH JALAN, residing at 34,BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD,FLAT NO-7C,KOLKATA-700019, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) VASUDHA CHAUDHARY JALAN (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/08/2024. VASUDHA CHAUDHARY JALAN (new name) and VASUDHA JALAN (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mojaffor Sardar (old name) S/O Fakir Sardar, residing at RAMKRISHNAPUR VTC: RASHKHALI PO+PS.BISHNUPUR, Pin:- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mojafar Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 29/07/2024. Mojafar Sardar (new name) and Mojaffor Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, BIMAL CHANDRA DUTTA S/O CHITTARANJAN DUTTA resident Vill-Jalahati, PO-Samudragarh, PS-Nadanghat, Dist.- Purba Bardhaman, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name BIMAL CHANDRA DUTTA instead of BISWAJIT DUTTA & BISHBIJIT DUTTA which is wrongly recorded in my Voter Card(No. KGX1636802), vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Kalna, Purba Bardhaman on 16/07/2024. BIMAL CHANDRA DUTTA, BISWAJIT DUTTA and BISHBIJIT DUTTA all are same and one identical person.

Name Change

I DEBASISH DUTTA, S/O RANJIT KUMAR DUTTA, R/O 42, SANTI APPARTMENT, PO-GARIA, PS- BANSDRONI, KOLKATA PIN-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHIS DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, DEBASISH DUTTA AND DEBASHIS DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON

Name Change

I KALIDAS MANDAL, S/O KRISHNAPADA MANDAL,R/O VILL&PO-AKRAMPURE, NORTH 24 PARGANAS-743263, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALIDAS MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT KALIDAS MANDAL AND KALIDAS MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUPARNA SARDAR, D/O AMAL SARDAR, R/O VILL&PO-AKRAMPURE,PS-HABRA, NORTH 24 PARGANAS-743263, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUPARNA MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/07/2024,THAT SUPARNA SARDAR AND SUPARNA MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SUDIPTA DAS, DAUGHTER OF SUNIL KUMAR DAS,WIFE OF SOURAV GHOSH, RESIDING AT VILL-KRISHNAPUR,P-GARALGACHA, HOOGHLY,PIN-712708,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUDIPTA GHOSH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 05/08/2024.THAT SUDIPTA DAS AND SUDIPTA GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ACHINTYA BISWAS, S/O MANORANJAN BISWAS, R/O SHIMULIAPARA,PO-CHANDPARA BAZAR, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS-743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ACHINTYA KUMAR BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/07/2024,THAT ACHINTYA BISWAS AND ACHINTYA KUMAR BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAHIDUR RAHAMAN THANDER,S/O ATAUR RAHAMAN THANDAR, R/O MADHYA PANCHUR, PO-BIDHANGARH,DIAMOND HARBOUR-700066,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHIDUR RAHAMAN THANDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024,THAT SAHIDUR RAHAMAN THANDER AND SAHIDUR RAHAMAN THANDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AISHA & AYESHA BIBI,W/O SAHAJAHAN HALDAR, R/O T-4,S.A FAROOQUE ROAD PO BARTALA, KOLKATA 700018,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AISHA BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024,THAT AISHA & AYESHA BIBI AND AISHA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANTOSH KUMAR GANGULY, S/O FANINDRANATH GANGULY, R/O 05, HATISUR COLONY,BOSEPUKUR ROAD, PO-KASBA,KOLKATA-700042, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTOSH GANGULY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024,THAT SANTOSH KUMAR GANGULY AND SANTOSH GANGULY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NUSRAT PERWEEN KHAN, D/O NASIR UDDIN, R/O FLAT NO 505, AASHIANA TABASSUM, TATARPUR ROAD, JABBARCHAK CHOWK, JAGADISHPUR, BHAGALPUR, BIHAR-812002, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NUSRAT PERWEEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT NUSRAT PERWEEN AND NUSRAT PERWEEN KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PRIANSHU KHAITAN (old name) S/O BINAY KHAITAN, residing at 20,CHINAR PARK, CLUB TOWN ENCLAVE, BLOCK-2, FLAT 5F, KOLKATA-700157, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) PRIYANSHU KHAITAN (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/08/2024. PRIYANSHU KHAITAN (new name) and PRIANSHU KHAITAN (old name) both are same identical person.

Name Change

I,SOUMYA ROY,SON OF LATE BIBHASH CHANDRA ROY, RESIDING AT ABHINANDAN,32/47 CHANDI GHOSH ROAD,REGENT PARK, KOLKATA - 700040,WEST BENGAL.THAT MY ACTUAL DATE OF BIRTH IS 03/11/1976,WHICH WAS WRONGLY RECORDED IN MY SOME DOCUMENT AS 03/11/1975.SO I DO HEREBY INFORME THAT MY ACTUAL DATE OF BIRTH IS 03/11/1976,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 02/08/2024.

Name Change

I ROOYYA BEGAM & ROQUYYA BEGAM, W/O TARIQUE NADEEM, R/O 29,KUSTIA ROAD, TILJALA, KOLKATA-700039,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROQUIYA BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/07/2024,THAT ROOYYA BEGAM & ROQUYYA BEGAM AND ROQUIYA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Munni Devi (পুরাতন নাম) পিতা Ram Brich Shah, স্বামী Jai Prakash Prasad ঠিকানা Relli Road, Kalimpong, W.B - 734301, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-08-2024 এর Affidavit no. 003 /2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Munni Shah (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Munni Shah (নতুন নাম) ও Munni Devi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ditipriya Saha (পুরাতন নাম) পিতা Biswajit Saha স্বামী Pratip Dutta ঠিকানা - Block-3, 3F, Nautical 493, Garagacha Main Road, VTC- Garia, P.O. – Garia, Sub District- Sonarpur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-700084, W.B., কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-08-2024 এর Affidavit no. 004 /2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Ditipriya Dutta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ditipriya Dutta (নতুন নাম) ও Ditipriya Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Jai Prakash Shah (পুরাতন নাম) পিতা Hari Narayan Prasad ঠিকানা Relli Road, Kalimpong, W.B - 734301, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-08-2024 এর Affidavit no. 002 /2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Jai Prakash Prasad (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। as Jai Prakash Prasad (নতুন নাম) ও Jai Prakash Sha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sukesh Paul (পুরাতন নাম) পিতা Kashikanta Pal ঠিকানা Vill.- Pakhiura P.O.- Kumari Ramangar, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Sukesh Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sukesh Pal (নতুন নাম) ও Sukesh Paul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

Kashikanta Paul (পুরাতন নাম) পিতা Nitai Pal ঠিকানা Vill.- Pakhiura, P.O.- Kumari Ramangar, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Kashikanta Pal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kashikanta Pal (নতুন নাম) ও Kashikanta Paul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Shraboni Chakraborty (পুরাতন নাম) স্বামী Prabhat Chakraborty ঠিকানা Vivekananda Nagar Colony, Paschimpara, Sankrail, Podra Howrah-711109 Ld. 1ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Shraboni Chakraborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shraboni Chakraborty (নতুন নাম) ও Shraboni Chakraborty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ranajit Barui S/o. Umesh Barui R/o. Shyamnagar Natungram, P.O.- Purba Bidhyadharpur, P.S.- Jagatdal, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743127 shall henceforth be known as Ranjit Barui. I declare that Ranjit Barui and Ranajit Barui is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-08-2024.

Name Change

I, Mohanta Talukdar S/o. Ananta Paul R/o. Natun Pally, Purbapara P.O. + P.S.- Sonarpur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin-700150 shall henceforth be known as Dhiren Paul. I declare that Dhiren Paul and Mohanta Talukdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-08-2024.

Name Change

I, Mita Ghosh D/o Indrajit Gope W/o Partha Sarathi Ghosh residing at 237/1, Laxminarayan Road, Rabindra Nagar, Kolkata – 700065, W.B. have changed my Name from Nita Ghosh to Mita Ghosh and henceforth I shall be known as Mita Ghosh in all purpose vide affidavit dated 29.07.24 sworn before the Notary Public at Kolkata. That Nita Ghosh and Mita Ghosh both are the same and one identical person i.e., myself.

Name Change

I, BIKARMA SINGH S/O Jamuna Singh residing of 144B, Purbaloke, Mukundapur, P.S. - Purba jadavpur, P.O- Mukundapur, Kolkata-700099 have change my name and shall henceforth be known as BIKRAMA SINGH as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Alipore Court west Bengal vide Affidavit No 48824 Dated -02 -08- 2024 BIKARMA SINGH and BIKRAMA SINGH both are same identical person.

রাস্তা পাকা না হওয়ায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

হরিশ্চন্দ্রপুর মালদা ৫ ই আগস্ট ঃ প্রত্যেক বার ভোট আসে আবার ভোট যায়,সরকার আসে সরকার যায়। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাতলামারি গ্রামে তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা আজও পাঁকা হল না। বর্ষার সময় প্রচন্ড কর্দমাক্ত পথ দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় আট থেকে আশি সকলকে। গ্রামের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না। অসুস্থ রোগীকে খাটিয়াতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। খারাপ রাস্তার জন্য গ্রামের ছেলে মেয়েদের বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাধিকবার জানিয়েও হয়নি কোনো কাজ। প্রশাসনিক উদাসিনতার জন্য এই অবস্থা বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাই কাঁচা রাস্তা পাঁকা করার দাবিতে রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে বিক্ষোভ দেখালেন কাতলামারি গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাতলামারি গ্রাম থেকে ট্যাংঠা ঘাট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করে থাকেন।বর্ষাকালে প্রতিবছর এই মাটির রাস্তা বেহাল হয়ে যায়। সাইকেল যাওয়া তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি এখন নেই। মাটির রাস্তা পিছল হয়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটে। এই কাঁচা রাস্তা পাকা করার জন্য এক শত বছর ধরে তাঁরা দাবি জানিয়ে আসছেন। নেতারা ভোট এলেই পাকা রাস্তা করার আশ্বাস দেন। ভোট মিটে গেলেই রাস্তার কোন পরিবর্তন হয় না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় নেতাদের কাছে এই রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হয়েছিল। নেতা দের তরফে আশ্বাসও মিলেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রাস্তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই কাচা রাস্তা পাঁকা করার দাবিতে এলাকার মানুষ রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন।

সবুজায়নের বার্তা দিয়ে নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হলো সারা রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগীতা

দুরন্তবার্তা, নদীয়া, ৫ আগস্টঃ বীগত বছরের অভুতপূর্ব সফলতার পর এবছরও নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হলো সারা রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগীতা। উল্লেখ থাকে বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে অন্যান্য খেলার পাশাপাশি সমান ভাবেই

সমাদৃত ও মান্যতা পেয়েছে এই যোগ বা যোগাসন, এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারও এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর। যদিও এ রাজ্যে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব সেভাবে চোখে পড়েনি,। তবে বিভিন্ন সংস্থা ও যোগাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্রের উদ্যোগেই রাজ্যে যোগাসনের প্রসার ঘটে চলছে তা বলাই যায়। তেমনই প্রতিবছরের মতো এ বছরও নবদ্বীপ শহরের যোগায়ন নামক এক যোগাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নবদ্বীপ রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো সারা রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা। আয়োজন সংস্থার তরফে গৌর গোপাল সাহা জানান, তাদের প্রতিষ্ঠানের সপ্তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে টানা দশ দিন ব্যাপি বিভিন্ন সামাজিক, প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আর তারই অঙ্গ হিসেবে সারা রাজ্য ব্যাপী এই যোগাসন প্রতিযোগীতার আয়োজন, তিনি আরও জানান এই প্রতিযোগীতায় রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলা থেকেই বিভিন্ন বয়সী প্রায় ছয়শত প্রতিযোগী অংশ নেয়। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন যোগ যেভাবে শরীরের রোগ নিরাময়ের কাজে আসে সেভাবে পৃথিবীর তথা পরিবেশের রোগ নিরাময়ের কাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে গাছ, তাই এবারে আমরা প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সন্মান, শংসাপত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের চারা গাছও বিলি করেছি, এ ছাড়াও বিভিন্ন দিনে অংকন প্রতিযোগিতা, রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ সহ, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক চারা গাছ বিতরণ, বৃক্ষরোপন সহ একাধিক সামাজিক কর্মসূচী করা হয়েছে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, ছিলেন পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, প্রভুপাদ কিশোর কৃষ্ণ গোস্বামী ও ক্রীড়া ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক গুনীজনরা। নবদ্বীপ শহরের বুকে যোগায়নের উদ্যোগে রাজ্য স্তরের এহেন প্রতিযোগীতা ও সাথে সবুজায়নের বার্তা দিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা বোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টাকে সকলেই সাধুবাদ জানায়।

গাজোল থানার সামনে অনশন ও বিক্ষোভ আদিবাসীদের

দুরন্তবার্তা , মালদা, ৫ আগস্টঃ সোমবার মালদার গাজোল থানার সামনে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের গাজোল সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ এবং অনশন ধর্না প্রদর্শন কর্মসূচি করা হয়। এদিন সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা প্লাকার্ড নিয়ে গাজোল থানার সামনে সামিল হন। এই সংগঠনের মহিলারা ক্ষোভ উগরে দেন। এই দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় লিখিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এনিয়ে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। তাদের দাবি, সমস্ত আদিবাসী গ্রাম সমাজ সংবিধান গণতন্ত্র লাগু করুক। নাহলে আমরা আগামী দিনে বড় আন্দোলন করতে বাধ্য হবো।

রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ আগস্ট ঃ একদিকে যখন রাজ্য সরকারের দাবি রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার। আর সেই জোয়ারেই যেন ভেসে গেছে রাস্তা। তিন কিলোমিটার মাটির রাস্তা বর্ষাকালে চলাচলের অযোগ্য। কর্দমাক্ত জলাভূমি আকার নিচ্ছে রাস্তা। যে রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলাচল করো হচ্ছে দায়ী। খাটিয়াতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রোগীকে। কারণ অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার কোন উপায় নেই। এদিকে রাস্তার এই বেহাল দশা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেছে বিরোধীরা। আর পাকা রাস্তার দাবীতে কর্দমাক্ত রাস্তায় ধানের চারা রোপন করে অভিনব বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাতলামারি গ্রামে তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা আজও পাঁকা হল না। বর্ষায় কর্দমাক্ত পথ দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় আট থেকে আশি সকলকে। গ্রামের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ঢোকে না। অসুস্থ রোগীকে খাটিয়াতে করে হাসপাতালে নিয়ে. যেতে হয়। খারাপ রাস্তার জন্য গ্রামের ছেলে মেয়েদের বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাধিকবার জানিয়েও হয়নি কোনো কাজ। প্রশাসনিক উদাসিনতার জন্য এই অবস্থা বলে অভিযোগ স্থানীযদের। তাই কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে সোমবার সকালে রাস্তায় ধান চারা রোপণ করে বিক্ষোভ দেখালেন কাতলামারি গ্রামের বাসিন্দারা। খুব শীঘ্রই রাস্তা মেরামতের কাজে শুরু হবে আশ্বাস দিলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাতলামারি গ্রাম থেকে ট্যাংঠা ঘাট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। বর্ষাকালে প্রতিবছর এই মাটির রাস্তা বেহাল হয়ে যায়। সাইকেল যাওয়া তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে যাওয়ারও পরিস্থিতি এখন নেই।মাটির রাস্তা পিছল হয়ে যাওয়া প্রতিনিয়ত দূর্ঘটনা ঘটে।এই কাঁচা রাস্তা পাকা করার জন্য দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তাঁরা দাবি জানিয়ে আসছেন। নেতারা ভোট এলেই পাকা রাস্তা করার আশ্বাস দেন। ভোট মিটে গেলেই রাস্তার কোন পরিবর্তন হয় না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় নেতাদের কাছে এই রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হয়েছিল। আশ্বাসও মিলেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রাস্তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে এলাকার মানুষ রাস্তায় ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। এই প্রসঙ্গে স্থানীয়.বাসিন্দা নুরুল হোদা বলেন, বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে ও চলাচল করা যাচ্ছে না। প্রচন্ড সমস্যার মুখে পড়ছি। আরেক স্থানীয় সইবুর রহমানের বক্তব্য, আমি টোটো চালক। একমাস ধরে রাস্তার কারণে টোটো চালাতে পারছি না। কোন যানবাহন যেতে পারছে না। অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দা তারিখ আনোয়ারের দাবি, অতি দ্রুত আমাদের রাস্তা পাকা করতে হবে। এরপর আন্দোলন আরো বড় হবে। পরবর্তী নির্বাচনের আগে রাস্তা শেষ না হলে আমরা নির্বাচন বয়কট করব। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের অভিযোগ, খেলা মেলা করেই তো সব শেষ করে দিল। মানুষের কাজ করার কোন ইচ্ছা নেই তৃণমূল সরকারের। মানুষের বিক্ষোভ স্বাভাবিক। জেলা পরিষদ সদস্য আমিনুল হক জানান, সত্যি রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। মানুষের প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে। বিক্ষোভ দেখানো স্বাভাবিক। আমি এর আগে প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছি রাস্তার ব্যাপারে।ভ্ডউপ-প্রধান বাহারুদ্দিন বলেন, আমি অনেকবার কথা বলেছি রাস্তার জন্য। এর আগে দপ্তর থেকে লোক এসে দেখে গেছেন।বলা হয়েছে টেন্ডার করে কাজ শুরু হবে। দ্রুত হবে রাস্তা।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৩টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০৫টি এসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৩টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০৫টি এসএলআর কামরার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। www.ireps. gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : ● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৮বি। **ট্রেন নং :** ০৩টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ০৫টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৬.০৮.২০২৪, দুপুর ১টা।

(HWH-201/2024-25) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT

Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-216(1)/FGP/2024, Date:-26/07/24
Notice Inviting e-Tender No.- 11/(24-25)

As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-03, dated on 11/07/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 07(Seven) Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 05/08/2024 at 10.30 am to 12/08/2024 at 01:30 PM. Date of opening of technical Proposals (Online) on 14/08/2024 at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

KABIRDAS INVESTMENTS LIMITED

(CIN : L65993WB1974PLC157598)
REGD. OFFICE : UNIT NO 3B, 5TH FLOOR ,7, CAMAC STREET, AZIMGANJ HOUSE , KOLKATA - 700017
Phone No. : (033) 2282-5513,
E-MAIL: kilgroup2010@gmail.com ; Website: www.kabirdasinvestmentslimited.com

৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে আয়	৩.১৪	৭.১১	২.৫৫	৩৩.৭২
২	অন্যান্য আয়	-	-	০.০০	-
৩	মোট আয়	৭.১১	৮.১৫	৩.৮০	৩৩.৭২
৪	মোট পরিচালন ব্যয়	৪৫.৩৮	৪৩.৮৩	১৭.২৮	১২৭.৪৫
৫	সময়কালের জন্য নিট মুনাফা (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম #)	(৪২.২৫)	(৩৬.৭২)	(১৪.৭৩)	(৯৩.৭৪)
৬	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (অসাধারণ এবং/ অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম পরে #)	(৪২.২৮)	(৫৫.৩১)	(১৪.৭৩)	(১১২.৩৬)
৭	সময়কালের জন্য মোট বিস্তৃত আয় (করের পরে) এবং / অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে) এর জন্য লাভ / (ক্ষতি সহ)	৮৯.৬৪	৮৯.০৯	২৮৪.৫৩	১,১২২.১৩
৮	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১ /- টাকা)	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯	অন্যান্য ইক্যুইটি				২,৫২১.৬৬
১০	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১ /- টাকা)(বার্ষিক নয়)				
	মূল	(১.৪০)	(০.৯৬)	(০.৭৬)	(২.৮৪)
	মিশ্র	(১.৪০)	(০.৯৬)	(০.৭৬)	(২.৮৪)

কোম্পানির কোন ব্যতিক্রমী এবং অসাধারন আইটেম নেই।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২৪ পরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৩.১৪	৭.১১	২.৫৫	৩৩.৭২
২	করের আগে লাভ	(৪২.২৫)	(৩৬.৭২)	(১৪.৭৩)	(৯৩.৭৪)
৩	করের পরে লাভ	(৪২.২৫)	(৫৫.২৩)	(১৪.৭৩)	(১১২.২৫)
৪	মোট ব্যাপক আয়	৮৯.৬৮	৮৯.১৭	২৮৪.৫৩	১,১২২.২৪

মন্তব্যঃ
১. উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ MSE-এর ওয়েবসাইটে (www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kabirdasinvestments.com)।
২. ৩০ জুন ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানিগ্রুপের আর্থিক ফলাফলগুলি, অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৫ আগস্ট ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং সংবিধিবদ্ধ অডিটর দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৩. সংবিধিবদ্ধ অডিটর ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডালোন এবং একত্রিত) উপর অ-পরিবর্তিত সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন সরবরাহ করেছে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
কবিরদাস ইনভেসমেন্ট লিমিটেডের জন্য
স্বা /-জুবিন দীপক মেহতা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 06558255

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ আগস্ট ২০২৪

হাওড়া পৌরনিগম

৪. মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
দূরভাষ নং. ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২১৩/ ৩২১৩ ফ্যাক্স নংঃ ২৬৪১ ৫২১৮ www.myhme.in
WB-HMC/NIT/ED/05/EE-II/24-25 Dated 03.08.2024

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকার অধীনে সিমেন্ট কংক্রিট, পেভার ব্লক এবং বিটুমিনাস কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তার উন্নতির জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (রাস্তা), এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে নামী, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের একই ধরনের প্রকৃতিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজ বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে https://wbtenders.gov.in বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ঃ ২০.০৮.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত। Tender ID 2024_ MAD _727790. HMC কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৩(৩) / ২৪-২৫
৫.৮.২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি অফিসঃ প্লট নং ৩১ এবং ৩২, ফলতা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সেক্টর - ১, ২৪ পরগনা (এস) পিন - ৭৪৩-৫০৪
প্রধান কার্যালয়ঃ ৪১০, ভারদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬,
ইমেল আইডিঃ krypton@kryptongroup.com

৩০শে জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

বিবরণ	স্বতন্ত্র				অস্বতন্ত্র			
	৩ মাস শেষে ৩০ ।৬ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ।৩ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ ।৬ ।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ ।৩ ।২৪ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ ।৬ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ ।৩ ।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ ।৬ ।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ ।৩ ।২৪ পরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	১,০৯০.২৯	১,৪১৩.৬৫	৭০০.২৭	৪,১৬৯.১৮	১,১৪১.৮১	১,৩৮০.৬৬	৭৮০.৬৯	৪,৩১৩.৯৪
নিট লাভ /(ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অসাধারণ আইটেম)	৬১.৫০	৭২.৬৮	৩৩.৪০	২১১.১৮	৫২.৪৭	৭৯.৯২	২৮.২৮	১৭২.০৮
নিটলাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (অসাধারণ পরে এবং/ অসাধারণ আইটেম)	৬১.৫০	৭২.৬৮	৩৩.৪০	২১১.১৮	৫২.৪৭	৭৯.২০	২৮.২৮	১৭২.০৮
নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অসাধারণ আইটেম)	৪৮.৫০	১৮.২৫	৩৭.৪০	২১১.১৮	৩৯.৪৭	২৫.৪৯	৩২.২৮	১১৩.৬৫
সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সমন্বিত (লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে)) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	৪৮.৫০	১৫.১০	৩৭.৪০	১৪৯.৬০	৩৯.৪৭	৩৫.৯০	৩২.২৮	১১৬.৯৬৬
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১	১,৪৬৯.৭১
ব্যালেন্সে দেখানো হিসাবে পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদ দিয়ে রিজার্ভ								
আগের হিসাব বছরের শীট	-	-	-	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)								
(প্রতিটি ১০ /- অভিহিত মূল্য)								
মূল ও মিশ্র (বার্ষিক নয়)	০.৩৩	০.১০	০.২৫	১.০২	০.২৭	০.২৪	০.২২	০.৮০

বিঃদ্রঃ
ক) উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক / নয় মাসের ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.kryptongroup.com)।
খ) অ্যাকাউন্টিং নীতিতে পরিবর্তনের কারণে নেট লাভ / ক্ষতি, মোট ব্যাপক আয় বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আর্থিক আইটেম(গুলি) এর উপর প্রভাব ফুটনোটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
(জয় সিং বারদিয়া)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00467932

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৫ ।০৮ ।২০২৪

Office of Khagramuri Gram Panchayat

Under Bishnupur-II Panchayat Samity
South 24 Parganas
e-NIT No. KHGP/1276(7)/2024 Date-06.08.2024

The Prodhan, Khagramuri Gram Panchayat Bishnupur-II Panchayat Samity, South 24 Pgs. Invites online percentage rate tenders for the 7(Seven) Nos. different works. Completion Time: 60 days. Documents download starting from 06.08.2024 at 2:00 am. Last date of submission of Bid on 14.08.2024 up to 02:00 PM. Technical bid opening date: 21.08.2024 at 02:00 PM. For details please visit website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Khagramuri Gram Panchayat

Harmasra Gram Panchayat, Taldangra , Bankura

Notice Inviting E-Tender & other Tender

eNIT 07(2024-25) Memo 2492 / HAR/2024 Dated - 02.08.2024
NIT 08 (2024-25) Memo 2494 / HAR/2024 Dated - 02.08.2024
eNIT 09 (2024 - 25) Memo 2496 / HAR/2024 Dated- 02.08.2024
eNIT 10 (2024-25) Memo 2517 / HAR/2024 Dated - 05.08 2024

Pradhan, Harmasra Gram Panchayat , Taldangra invites Tender of different schemes which are avilable at the notice board of Harmasra Gram Panchayat Office.

Sd/-
Pradhan, Harmasra Gram Panchayat

যশমান দীপক লিমিটেড

CIN: L67120WB1975PLCO29901
রেজি অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার
গার্ডেন স্ট্রিট প্রথম তলা কলাকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৭ যোগাযোগ নম্বর। ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ই-মেইলঃ yashmandeepakltd@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com

নোটিশ

SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বুধবার ১৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ৪৯ MIG, রতন লাল নগর, কানপুর-২০৮০২২-এ কোম্পানির প্রশাসনিক অফিসে, বিকাল ৪.৩০ টায়, ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদন করতে।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-
(সুপ্রীত কৌর)
কোম্পানি সচিব
সদস্য সংখ্যা এ৪৬২৬৭

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ০৫.০৮.২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমি মহঃ নিয়াজউদ্দিন, পিতা - মহঃ জামালউদ্দিন , সাং- কন্দর্পপুর মাদ্রাসা পোঃ- গড়িয়া, কোলকাতা- ৮৪, দলিল নং- ৮০৩৪, ৮০৩৫ মৌজা -মেটিয়ারী (J.L নং - ৯৪), L.R দাগ - ৫৭০,৫৭৫, L.R খতিয়ান - ৪১৫, পাওয়ার দলিল নং- ৬৪০০ / ২৪ ও ৭৮৩৮/২৪ (সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিস) ৬৪০০ দলিলের পাওয়ার দাতা- (১) গোপাল মণ্ডল (২) কানাই মণ্ডল (৩) অনিমা রায় (৪) মানা মণ্ডল (৫) সুষমা মণ্ডল (৬) দিব্যেন্দু মণ্ডল (৭) দীপক মণ্ডল (৮) সুস্মিতা মণ্ডল ও ৭৮৩৮ দলিলের পাওয়ার দাতা- গনিমল্লিক, পিতা- নেপাল। উক্ত দুটি দলিলের পাওয়ার গ্রহীতা -(১) সঞ্জিত অধিকারী (২) পলাশ হালদার (৩) দিলীপ নস্কর (৪) অনন্ত সর্দার। MN-case নং- ২০২৪ / ১৬১৫ /২০৫৪১, ২০৫৪৬, ২০৫৫২, ২০৫০৩, ২০৫৪০ উক্ত দুটি পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোনো আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে ৫৭২২৯৫২০৫৩ ফোন নম্বরে অথবা B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন ।

(বোসপুকুর, সোনারপুর, কোল-৪৯)

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫৭৩৩৯ডব্লুবি১৯৮৩পিএলসি৩৫৬২৮
রেজি. অফিসঃ পি৪৫ গরাগাছা রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ফোনঃ (+৯১) (০৩৩) ৪০০৭ ৬১৭৫
ই-মেইলঃ tradevisco@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.viscotradeassociates.in

২০২৪ সালের ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের **বিয়াল্লিশ (৪২তম)** একটি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ২৭শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, সোমানিতে সকাল ১১:৩০ এ অনুষ্ঠিত হবে। কনফারেন্স হল, ২য় তলা, ১৫-বি, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। অনুলিপি প্রদান করতে এবং রেজোলিউশনে অংশগ্রহণ ও ভোট দিতে সক্ষম করবে।
কোম্পানিটি ৫ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে উল্লিখিত নোটিশ, প্রক্সি ফর্ম, ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির ৪২তম এজিএম-এর উপস্থিতি স্লিপ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে ২০শে আগস্ট, ২০২৪ মঙ্গলবার থেকে সদস্যদের নিবন্ধন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত আছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন যথাক্রমে কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়ঃ www.viscotradeassociates.in, www.bseindia.com এবং সিডিএলএল-এর ওয়েবসাইট http:www.cdslindia.com-এ। বিজ্ঞপ্তির প্রকৃত কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা এজিএম-এর প্রাসঙ্গিক এমসিএনএসইবিআই সার্কুলারগুলির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ৯১-এর বিধান অনুসারে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সংশোধিত এবং রেগুলেশন ৪২ হিসাবে প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নিয়মগুলি-সহ পড়া হয়েছে। এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২১শে আগস্ট, ২০২৪ থেকে ২৭ আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর সাথে সম্মতিতে সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, এবং এসইবিআই-এর প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধিমালা, ২০১৫, সদস্যদের এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয় সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিকিউরিটিজ লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে এজিএমের স্থান ব্যতীত অন্য স্থান থেকে ('রিমোট ই-ভোটিং') এবং এই ধরনের ভোটিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসা লেনদেন করা যেতে পারে। আইন এবং বিধির বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হলঃ

১. ই-ভোটিং শুরু হবে শনিবার, ২৪শে আগস্ট, ২০২৪ সকাল ৯:০০ এ এবং শেষ হবে সোমবার, ২৬শে আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫:০০ এ এবং তার পরে শেষ করা হবে।
২. শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা হয় ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে, যার নাম মঙ্গলবারের কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে, ২০ শে আগস্ট, ২০২৪ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এজিএম-এ ভোট দেওয়ার পাশাপাশি দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে।
৩. যে ব্যক্তি শেয়ারগুলি অর্জন করেছেন এবং ইমেলগুলি পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন তিনি helpdesk. evoting@cdslindia. com বা ১৮০০২২৫৫৩৩ এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য শংসাপত্রগুলি পেতে পারেন। তবে, যদি ব্যক্তি ইতিমধ্যে নিবন্ধিত হয়ে থাকে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য সিডিএসএল এর সাথে তারপর ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
৪. বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন যথাক্রমে কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়ঃ www.viscotradeassociates.in www.bseindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটেঃhttp:www.cdslindia.com-
৫. দূরবর্তী ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা 42dAGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে 'নোটস' বিভাগটি উল্লেখ করতে পারেন।
৬. যেসব সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
৭. যে কোনো শেয়ারহোল্ডার যারা প্রক্সি ফর্ম পাননি তারা কোম্পানির কাছে একটি ডুপ্লিকেট প্রক্সি ফর্মের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়া সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল httos:www.evotingindia.com-এ হেল্প সেকশনের অধীনে পাওয়া যায়। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস ঠিকানায় নিম্নস্বাক্ষরিত লিখুন বা ইমেল আইডিঃ tradevisco@gmail.com বা টেলিফোন। ০৩৩২৪৭৫০০৪৫।
৮. এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির জন্য, সদস্যরা এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মাধ্যমে যেতে পারেন বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট https:www.cdslindia.com-এ যেতে পারেন এবং প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে evoting@cdslindia.com-এ ইমেল করতে পারেন। সদস্যরা উল্লিখিত ওয়েবসাইটের সহায়তা বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা অনুগ্রহ করে কোম্পানির সাথে tradevisco@gmail.com এ যোগাযোগ করতে পারেন বা শ্রী রবি কুমার বাহল, মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যার অফিস ২৩, আরএন মুখার্জি রোড, ৫১ তলা, কলকাতা- ৭০০০০১, ফোনঃ - ০৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮ ফ্যাক্সঃ - ০৩৩২২৪৮৪৭৮৭ অথবা একটি ই-মেইল পাঠানঃ mdpldc@yahoo.com

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
বিশাল সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ আগস্ট, ২০২৪

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L15495WB1911PLC002275
নিবন্ধিত অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩)-৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩)-২২৪৮ ৭৫৭১
ইমেলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইট ঃ www.dianatea.in

১১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ১১৩ তম (শত ত্রয়োদশ) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম বা সভা) বুধবার, ২৮ তম দিনে অনুষ্ঠিত হবে আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৩.০০ এ (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়ে(ওএভিএম) মাধ্যমে সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে (নোটিস) উল্লেখ করা হয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে, এবং নিশ্চিত করতে সামাজিক দূরত্বের নিয়ম, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক তার সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ২০২০২০ তারিখ ০৫ মে এবং ২০৩২ জানুয়ারি , ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০৩২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, সার্কুলার নং ১১২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং সার্কুলার নং ০৯২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ যথাক্রমে), সেবি সার্কুলার নম্বর সহ পড়ুন -সেবি /এইচ ও/ সিএফডি/ সিএমডি১ / সিআইআর / পি/ ২০২০/ ৭৯ নং সেবি / এইচ ও/ সিএফডি/ সিএমডি২ / সিআইআর / পি/ ২০২০/ ১১ নং সেবি / এইচ ও/ সিএফডি/ সিএমডি ২ / সিআইআর / পি/ ২০২০/ ৬২ সেবি / এইচ ও/ সিএফডি/ পিওডি ২ / পি / সিআইআর / ২০২৩/ ৪ এবং সেবি / এইচ ও/ সিএফডি/ পিওডি ২ / পি / সিআইআর / ২০২৩/ ১৬৭
তারিখ ১২ মে , ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর, ২০২৩ যথাক্রমে (এর পরে, সম্মিলিতভাবে সেবি সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) কোম্পানিগুলিকে ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে, উল্লিখিত সার্কুলার এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত হিসাবে) (অ্যাক্ট) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং সময়ে সংশোধিত সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির সাথে সম্মতি (সেবিতালিকা প্রবিধান)।
উল্লিখিত সার্কুলার অনুসারে, ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম আহ্বানের নোটিশটি কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত রয়েছে। কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in-এ 'বিনিয়োগকারী সম্পর্ক' শিরোনামে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি যেমন www.bseindia.com-এ তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানেও পাওয়া যায়। সদস্যরা, যারা এটি পান না, তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারেন বা contactus@dianatea.in-এ কোম্পানি সচিবের কাছে অথবা mdpldcyahoo.com-এ কোম্পানির আরটিএ-তে লিখে এর একটি অনুলিপির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএল ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।
সদস্যদেরও এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে ঃ
১) কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ অনুযায়ী কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০-এর বিধিমালা, ২০১৪-এর সংশোধিত এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত। ২০১৫ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং(এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা, কোম্পানিটি তার সদস্যদের এজিএমে লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। কোম্পানিটি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের সুবিধাথে সিডিএসএল-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সভা চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং সেইসাথে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী নোটিশের সাথে সরবরাহ করা হয়েছে।
২) নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। যে সদস্যদের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে, ২১শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে কাট-অফ তারিখ হিসাবে উপস্থিত রয়েছে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। রেজোলিউশনের উপর ভোট(গুলি) কোনো সদস্যের দ্বারা দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না। দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার ২৫শে আগস্ট, ২০২৪ (৯.০০ সকাল ১এসটি) থেকে শুরু হয় এবং মঙ্গলবার, ২৭ই আগস্ট, ২০২৪ (আইএসটি) এ শেষ হয়। এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, অর্থাৎ বুধবার, ২১শে আগস্ট, ২০২৪, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।
৩) এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, তারা www.evotingindia.com এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএমের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমেও এজিএমে যোগ দিতে পারেন কিন্তু এজিএম চলাকালীন তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
৪) যে ব্যক্তিরা শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন কিন্তু ২লা আগস্ট, ২০২৪-এর কাট-অফ-তারিখের আগে তারা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য তাদের ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৫) নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নথি এবং এর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হবে কোনো ফি প্রদান ছাড়াই এবং এজিএমের তারিখ সহ। পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যরা contactusgd ianatea-এ তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন। তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে তাদের নাম এবং ফোলিও নম্বরডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে।
৬) ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম এবং ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার বিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা সাহায্যের অধীনে www.evoting@india.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলি (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন। বিভাগ বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখুন বা মিঃ নিতিন কুন্দের (০২২-২৩০৫৮৭৩৮) বা মিঃ মেহবুব লাখানি (০২২-২৩০৫৮৫৪৩) বা মিঃ রাকেশ ডালভি (০২২-২৩০৫৮৫৪২) এর সাথে যোগাযোগ করুন। সমস্ত অভিযোগের সাথে সংযুক্ত। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি মিঃ রাকেশ ডালভি, ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তলা, ম্যারাথন ফিচারেক্স, মফৎলাল মিল কম্পোউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল(ইস্ট), মুম্বাই-৪০০০১৩ অথবা helpdesk.evoting@cdslindia. com এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২-২৩০৫৮৫৪২৪৩ নম্বরে কল করুন।
এতদ্বারা নোটিশও দেওয়া হল আইন এবং প্রবিধান ৪২ এর ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেজিস্টার। কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২২শে আগস্ট বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ থাকবে। বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে ২০২৪ থেকে বুধবার, ২৮শে আগস্ট, ২০২৪ (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) এবং লভ্যাংশ প্রদান।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর / -
নম্রতা সরফ
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম. নং এ৪০৮২৪

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ আগস্ট, ২০২৪

'স্ট্র্যাটেজি বদলাব না' হারের পরও পরিষ্কার করে দিলেন রোহিত শর্মা

কলম্বো, ৫ আগস্টঃ মেন ইন ব্লুর 'মিশন লঙ্কা-বধ' ওডিআই সিরিজে আর হচ্ছে না। রোহিত শর্মার ভারত দ্বিতীয় ওডিআইতে হেরে যেতেই এ আশা শেষ হয়েছে। সিরিজে পিছিয়ে পড়ার পরও ভারত অধিনায়ক পরিষ্কার জানিয়েছেন, তিনি কিন্তু স্ট্র্যাটেজি বদলাবেন না। কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ৩২ রানে দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচ হেরেছে ভারত। ম্যাচের শেষে রোহিত শর্মা, পরিষ্কার জানান, টিম ভালো খেলতে পারেনি, তাই এই ফল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৯ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন রোহিত শর্মা। শেষ অবধি ৪৪ বলে ৬৪ রান করেন তিনি। কিন্তু তা দলকে জেতানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচের শেষে রোহিত বলেন, ''আমি ৬৫ রান করতে পেরেছিলাম, কারণ আমি ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাটিং করছিলাম। মাঝে মাঝে এটা প্রয়োজন হয়। ১০০ রান করি বা ৫০ কিংবা শূন্য যখন দল না জেতে অত্যন্ত হতাশ লাগে। কিন্তু তা হলেও আমি আমার ব্যাটিংয়ে ঝুঁকি নেওয়া বদলাব না।'' ভারত অধিনায়ক রোহিত স্বীকার করে নিয়েছেন, দ্বিতীয় ওডিআইতে টিম ইন্ডিয়া ভালো খেলতে পারেনি। তাঁর কথায়, ''আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারিনি। যে কারণে আমরা হেরেছি। এই পিচে রান করাটা বেশ কঠিন। মাঝের ওভারে রান করা মোটেও সহজ ছিল না। পাওয়ার প্লেতে তাই ঝুঁকি নিতেই হত।'' কয়েকদিন আগেও বলা হচ্ছিল শ্রীলঙ্কা থেকে ট্রফির হ্যাটট্রিক করে দেশে ফিরবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। কিন্তু যা পরিস্থিতি, তাতে শ্রীলঙ্কা থেকে একটি ট্রফিই আসবে ভারতে। তিনটি ট্রফি কী ভাবে আসত দেশে? এক, ভারত-শ্রীলঙ্কা টি-২০ সিরিজের ট্রফি। দুই, ভারত-শ্রীলঙ্কা ওডিআই সিরিজের ট্রফি। তিন, ভারত-শ্রীলঙ্কা মেয়েদের এশিয়া কাপ ট্রফি। শ্রীলঙ্কা থেকে শুধু মাত্র ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ জিততে পেরেছে মেন ইন ব্লু।

ব্রিটিশদের হারিয়ে সেমিফাইনালে ভারত

১০ জনের অদম্য লড়াইয়ে জয়ের হাসি হকির মাঠে

প্যারিস, ৫ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিক্সে হকিতে পদক পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোল ভারত। কোয়ার্টার ফাইনালে গ্রেট ব্রিটেনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নের দিকে এগোচ্ছে ভারতীয় দল। রবিবার গ্রেট ব্রিটেনকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে ভারত। ম্যাচের নায়ক ভারতীয় গোলকিপার শ্রীজেশ। এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মাঠে নেমেছিল ভারতীয় দল। হরমনপ্রীত, শ্রীজেশদের অদম্য লড়াইয়ের সামনে হার মানল গ্রেট ব্রিটেন। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শেষ হয় ১-১ গোলে। কিন্তু পেনাল্টি শুট আউটে গোলকিপার পিআর শ্রীজেশ পরিত্রাতা হয়ে ওঠেন। তাঁর হাতেই ৪-২ ব্যবধানে জিতে সেমিতে উঠল টিম ইন্ডিয়া। সেমিফাইনালে ভারতকে খেলতে হবে জার্মানি এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে জয়ী দলের সঙ্গে। গ্রেট ব্রিটেনকে হারিয়েই গত অলিম্পিকে সেমিফাইনালে উঠেছিল ভারত। মঙ্গলবার সেই ম্যাচ জিতলেই প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপো নিশ্চিত করবে গত বারের ব্রোঞ্জজয়ী। এদিন ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টার গোলশূন্য যায়। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ফাউল করে রেড কার্ড দেখেন অমিত রোহিদাস। তাঁকে মাঠের বাইরে বেরিয়ে যেতে হয়। ১০ জন মিলে খেলেই দ্বিতীয় কোয়ার্টারে গোল পায় ভারত। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। ১০ জনের ভারতকে পেয়ে আক্রমণের ঝড় তোলে ব্রিটেন। কিন্তু গোল আর আসেনি বাকি দুটি কোয়ার্টারে। ম্যাচ গিয়ে পৌঁছয় পেনাল্টি শুট আউটে। চাপের মুখে ম্যাচ থেকে বেরিয়ে যায় গ্রেট ব্রিটেন। একদিন বাদে সেমিফাইনালে জিতলেই পদক নিশ্চিত ভারতের। মঙ্গলবার ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে হরমনপ্রীত সিংরা জার্মানির বিরুদ্ধে খেলবে। কিন্তু তার আগে ভারতীয় শিবির ক্ষুব্ধ অমিত রুইদাসকে লাল কার্ড দেখানো নিয়ে। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ম্যাচে কার্ড দেখানো হয়েছে ভারতীয় দলের রক্ষণভাগের স্তম্ভকে। যে কারণে জার্মানি ম্যাচে খেলতে পারবেন না অমিত। গত ম্যাচে দেখা গিয়েছে রুইদাসকে লাল কার্ডের নির্দেশ দিয়েছেন টিভি আম্পায়ার বেঞ্জামিন গোয়েন্টজেন। ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সময় এই ঘটনা ঘটেছে। টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বল দখলের লড়াইয়ের সময় রুইদাসের স্টিক বিপক্ষ তারকার মাথায় লাগে। ফিল্ড আম্পায়ার প্রথমে কার্ড না দেখালেও টিভি আম্পায়ার তাঁকে বিষয়টি বলেন। সেইসময় লাল কার্ড দেখান ফিল্ড আম্পায়ার। এই ঘটনা নিয়ে ভারতীয় শিবির আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে অভিযোগ জানিয়েছে। তারা তদন্তের দাবি তুলেছে। পাশাপাশি গ্রেট ব্রিটেনের গোলরক্ষক টাইব্রেকারের সময় ভিডিও ট্যাব ব্যবহার করেছেন। দেখা গিয়েছে, টাইব্রেকার শটের আগে ব্রিটেনের গোলরক্ষক সেটি দেখছেন। তাঁকে আবার গোলপোস্টের পিছন থেকে সেই দলের কোচ নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ম্যাচের ৬০ মিনিটের লড়াই শেষ হয় ১-১ গোলে। শুট আউটে ভারতের হয়ে গোল করেন হরমনপ্রীত, সুখজিৎ সিং, ললিত উপাধ্যায় ও রাজকুমার পাল। ব্রিটেনের হয়ে গোল করেন জেমস অ্যালবেরি, জ্যাক ওয়ালস। ব্যর্থ হন কোনর উইলিয়ামসন এবং ফিলিপ রোপার। ভারতীয় দল সেখানেই বাজিমাত করে।

টিটির শেষ আটে মনিকা-সৃজারা

প্যারিস, ৫ আগস্টঃ প্রথমবার অলিম্পিকে টেবল টেনিসের টিম ইভেন্ট জায়গা পেয়েছেন ভারতের মেয়েরা। সোমবার প্যারিস গেমসে ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের নজর ছিল মহিলাদের টেবল টেনিসনের রাউন্ড অব-১৬-র ম্যাচে। সেখানে বিশ্বের ৪ নম্বর টিম রোমানিয়ার বিরুদ্ধে নেমেছিল ভারত। র‍্যাঙ্কিংয়ে রোমানিয়ার থেকে ভারত অনেকটাই পিছিয়ে, ১১ নম্বরে। কিন্তু পারফরম্যান্সে রোমানিয়াকে টেক্কা দিলেন মনিকা-সৃজারা। ভারতীয় ক্রীড়া মহল বলছে, রোমানিয়ার বিরুদ্ধে রোমহর্ষক জয় ছিনিয়ে নিলেন মনিকা বাত্রা-সৃজা আকুলারা। এই জয়ের ফলে প্যারিস অলিম্পিকে টেবল টেনিসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতের মেয়েরা। অলিম্পিকে ডেবিউতেই চমক দেখাচ্ছে ভারতের মহিলা টেবল টেনিস টিম। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর মহিলাদের টেবল টেনিসের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন মনিকা-সৃজারা। টিম ইভেন্টের প্রথম ম্যাচে ডাবলসে নেমেছিলেন অর্চনা গিরিশ কামাথ ও সৃজা আকুলা। রোমানিয়ান জুটির বিরুদ্ধে তাঁরা জেতেন ১১-৯, ১২-১০, ১১-৭ ব্যবধানে। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্বের ১০ নম্বর বার্নাডেটা সোকসকে ৩-০ হারান মনিকা বাত্রা। ম্যাচের ফল ১১-৫, ১১-৭, ১১-৭ মনিকার পক্ষে।

মনু ভাকের পাবেন বিশেষ সম্মান

প্যারিস, ৫ আগস্টঃ প্যারিস গেমসে জোড়া ব্রোঞ্জ পেয়ে ইতিহাস গড়েছেন ভারতীয় শুটার মনু ভাকের। প্যারিস গেমসে শুটিং থেকে ভারতকে প্রথম পদক এনে দিয়েছিলেন মনু ভাকের। এ বার তিনি বিশেষ সম্মান পেতে চলেছেন। আর কয়েকদিন পর শেষ হয়ে যাবে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ। ১১ আগস্ট প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। সেখানেই ভারতের হয়ে পতাকা বইবেন মনু ভাকের। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পেয়ে প্যারিস গেমসে ভারতের পদকের খাতা খুলেছিলেন মনু ভাকের। অলিম্পিকের এক সংস্করণে জোড়া পদক অর্জন করে কীর্তিও গড়েন মনু। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে ব্রোঞ্জ পাওয়ার পর মনু ১০ মিটার এয়ার পিস্তল মিক্সড টিম ইভেন্টে সরবজোৎ সিংয়ের সঙ্গে নেমেছিলেন। সেখানেও মনু পান ব্রোঞ্জ। প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদক পাওয়া মনু ভাকের এ বার বিশেষ সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ''প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মনু ভাকেরকে পতাকাবাহক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তিনি অসাধারণ পারফর্ম করেছেন। এবং এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য।'' এই সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত মনু।

দ্রুততম মানব নোয়া লাইলস

প্যারিস, ৫ আগস্টঃ অলিম্পিকে ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট শেষ হতে ১০ সেকেন্ডও সময় লাগে না। কিন্তু আজ প্যারিসে সেই দৌড় শেষে বিজয়ীকে খুঁজে বের করতে সময় লাগল ৩০ সেকেন্ডেরও বেশি। অপেক্ষার পালাটাকে এতটাই দীর্ঘ মনে হয়েছিল যে জ্যামাইকান স্প্রিন্টার কিশানে টম্পসন তো ক্যামেরার সামনে অধৈর্য হয়ে 'কাম অন'ও বলে ফেললেন। অবশেষে যখন চূড়ান্ত ফলটা এলো, টম্পসন নন বিজয়ীর হাসিটা হাসলেন নোয়া লাইলস। গত বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে অ্যাথলেটিকস বিশ্বে নতুন তারকার আবির্ভাবের ঘোষণা দেওয়া লাইলস দ্রুততম মানব হলেন অলিম্পিকেও। টম্পসনের চেয়ে ০.০০৫ সেকেন্ড এগিয়ে থেকেই ২০০৪ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রকে ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে প্রথম সোনা এনে দিলেন লাইলস। ফটো ফিনিশে চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণার আগে দুজনেরই টাইমিং দেখাচ্ছিল ৯.৭৯ সেকেন্ড। ক্যারিয়ার সেরা টাইমিং করেও তাই অপেক্ষা করতে হয়েছে লাইলসকে। ফটো ফিনিশে বিজয়ী ঘোষণার পর দেখা যায় লাইলস সময় নিয়েছেন ৯.৭৮৪ সেকেন্ড, টম্পসনের লেগেছে ৯.৭৮৯ সেকেন্ড। ৯.৮১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আরেক মার্কিন স্প্রিন্টার ফ্রেড কার্লি। টোকিও অলিম্পিকের দ্রুততম মানব মার্চেল ইয়াকবস হয়েছেন পঞ্চম। ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকের পর প্যারিসেই সবচেয়ে কম ব্যবধানে নিষ্পত্তি হলো ছেলেদের ১০০ মিটারের সোনার। মস্কোতে ব্রিটেনের অ্যালান ওয়েলস এমন সক্ষ্ম ব্যাবধানেই হারিয়েছিলেন সিলভিও লেওনার্দকে। তখন অবশ্য সেকেন্ডকে হাজার ভাগ করার প্রযুক্তি ছিল না। আজকের দৌড়টা ৯৯ মিটারের হলে অবশ্য লাইলস নন, বিজয়ীর হাসি হাসতে পারতেন টম্পসন। শেষ ১ মিটারেই যে এগিয়ে গেলেন লাইলস। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর সোনা জিতে নিজের নাম লেখা স্টিকারটি শার্ট থেকে খুলে ক্যামেরাম্যানদে দেখিয়েই পাগলাটে এক উদ্‌যাপনে মাতেন। পরে তো স্তাদ দু ফ্রান্সের ট্রাকের পাশে ঘণ্টা বাজাতে গিয়েই পাগলামি করলেন লাইলস। বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বকালের দ্রুততম মানব উসাইন বোল্টের কীর্তি ছোঁয়া লাইলসের সামনে এবার বোল্টের অলিম্পিক কীর্তি ছোঁয়ার সুযোগ। নিজের প্রিয় ইভেন্ট ২০০ মিটার স্প্রিন্টটা যে এখনো বাকি। সেটিতেও সোনা জিতলেন বোল্টের পর প্রথম পুরুষ স্প্রিন্টার হিসেবে 'ডাবলস' জিতবেন লাইলস। সেই লাইলস অলিম্পিকের দ্রুততম মানব হওয়ার পর বললেন কতটা ক্ষুধার্ত ছিলেন তিনি, ''এই পদকটা আমি চেয়েছি, কী কঠিন লড়াই হলো, প্রতিদ্বন্দ্বীরাও অবিশ্বাস্য ছিল। সবাই প্রস্তুত হয়েই এসেছিল আর আমি শুধু এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম তাঁদের সবার মধ্যে আমি সেই মানুষ, নেকড়ের মধ্যে আমিই সেই নেকড়ে।'' প্রতিদ্বন্দ্বীরা কতটা ভালো করেছে সেটির প্রমাণ টাইমিং। ফাইনালে আটজনই যে ১০ সেকেন্ডের কমে শেষ করেছে দৌড়। বৈধ সীমায় থাকা বাতাসের অনুকূলে আটজনেই ১০ সেকেন্ডে নিচে দৌড়ানোর প্রথম উদাহরণই গড়ল প্যারিস।

অমরত্বের আর নাম নোভাক জকোভিচ

প্যারিস, ৫ আগস্টঃ ম্যাচ শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ উদযাপন, পুরস্কার বিতরণী আয়োজন, একের পর এক চ্যানেলে প্রতিক্রিয়া জানানো, সব মিলিয়ে পেরিয়ে গেল অনেকটা সময়। নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ পর সংবাদ সম্মেলনে এলেন নোভাক জকোভিচ। তিনি কক্ষে পা রাখতেই তুমুল করতালিতে তাকে স্বাগত জানালেন সংবাদকর্মীরা। তার গায়ে জড়ানো দেশের পতাকা, গলায় ঝোলানো সূর্যের হাসির মতো সোনালি পদক আর চোখে-মুখে গৌরব ও তৃপ্তির দীপ্তি। পরের সময়টুকুতে তিনি যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন গোটা জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে থাকা সবাইকে। কোর্টে যেমন চোখধাঁধানো টেনিসের প্রদর্শনীতে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন এ দিন, তেমনি মাইক্রোফোনের সামনেও কথার ইন্দ্রজালে বুঁদ করে রাখলেন সবাইকে। যে পদকের অভিযান তিনি শুরু করেছিলেন ১৬ বছর আগে, অনেক পথ পেরিয়ে, দীর্ঘ যন্ত্রণাময় অপেক্ষার পর, বারবার হৃদয় ভাঙার বেদনা সয়ে অবশেষে এবার সেই স্বর্ণালী আভায় নিজেকে রাঙাতে পারলেন তিনি ৩৭ বছর বয়সে এসে। পরম আরাধ্য কিছু পাওয়ার তৃপ্তি বারবার ফুটে উঠল তার কথায়। সেখানে মিলেমিশে একাকার দেশপ্রেম। দেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ ফুটে উঠল তার কণ্ঠে আর অনুভূতিতে। তার স্বস্তি, তার ভালো লাগা, পরিণত মানসিকতা, এই প্রাপ্তির ওজন, ভবিষ্যৎ ভাবনা, টেনিস ছাড়িয়ে গভীর জীবনবোধ কতকিছু যে ফুটে উঠল তার কথায়! ক্যারিয়ারে অনেকবারই টেনিস কোর্টে দারুণ মজার সব কাণ্ডে তিনি উপহার দিয়েছেন নির্মল বিনোদন। এ দিন সংবাদ সম্মেলনেও সেই রেশ ছড়ালেন। ভবিষ্যতে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট হতে চান কি না, এমন প্রশ্নে রসিকতা করলেন। চার বছর পরের অলিম্পিকে খেলার সম্ভাবনা নিয়েও কৌতুক করলেন। জীবনের প্রথম এটিপি ট্রফি জিতে পুরস্কার পেয়েছিলেন একটি আইপড। সেই স্মৃতি মনে করে বললেন, আইপড জেতা আর অলিম্পিকস সোনা জয়ের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে মনে হয়! এছাড়াও আরও কয়েকবার হাসলেন। হাসালেন। ফাইনালে যাকে হারিয়েছেন তিনি, সেই তরুণ কার্লোস আলকারাজকে প্রশংসায় ভাসালেন বেশ কয়েকবার। অকপটেই বললেন, ''২১ বছর বয়সী এই স্প্যানিশই হয়তো এখন বিশ্বের সেরা টেনিস খেলোয়াড়।'' তার দীর্ঘ সংবাদ সম্মেলনে সবচেয়ে বেশি যেটা ফুটে উঠল, তা হলো বিনয়। এক ভারতীয় সংবাদকর্মী একটি প্রশ্ন করলেন, যেটির উত্তর জকোভিচ আগেই দিয়েছেন। তবু বিরক্ত না হয়ে তিনি বললেন, ''যদিও উত্তরটা আগেই দিয়েছি, তবে আরেকবার বলতে আমার মোটেও আপত্তি নেই'', এটুকু বলে বিশদ উত্তর দিলেন আবার। এছাড়াও আরও কতভাবেই যে বিনয়ের প্রকাশ দেখা গেল তার কথায়! আরও একবার প্রমাণ হলো, যে যত বড় চ্যাম্পিয়ন, সে ততটাই বিনয়ী। টেনিস ইতিহাসের সফলতম খেলোয়াড় তিনি, প্রাপ্তির পূর্ণতায় এ দিন ছুঁয়ে ফেললেন আকাশ। কিন্তু অসাধারণরকম সাধারণভাবে তার পা একদম মাটিতে। দেশের পতাকা যেমন তার গায়ে জড়ানো, তেমনি দেশকে তিনি ধারণ করেন একদম হৃদয়ের গভীরে। দেশের জন্য অলিম্পিক সোনা জয়ের কী প্রবল আকুতি যে তার ছিল! আগে চারবার অলিম্পিকস খেলে তার প্রাপ্তি ছিল কেবল একটি ব্রোঞ্জ। সেটিও সেই ২০০৮ সালে। পরে তিনবার তিনি আটকে গেছেন সেমিফাইনালে। ব্রোঞ্জের লড়াইয়েও হেরে গেছেন প্রতিবার। সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল সম্ভবত গত আসরে। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনে টানা শিরোপা জিতে টোকিও অলিম্পিকসে গিয়েছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছিলেন তরতর করে। সেখানেও প্রথম সেটে প্রবল দাপটে জয়ের পর টানা দুই সেটে হেরে অভাবনীয়ভাবে ম্যাচ হেরে বসেন। এরপর ব্রোঞ্জের লড়াইয়েও হেরে যান। একই পঞ্জিকাবর্ষে চার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের সঙ্গে অলিম্পিকস জয়ের 'আল্ট্রা-এক্সক্লুসিভ গোল্ডেন স্ল্যাম' জয়ের অনন্য কীর্তি গড়ার স্বপ্ন ভেঙে যায় তার। এমনকি সেবার পরে ইউএস ওপেনের ফাইনালে হেরে গিয়ে 'ক্যালেন্ডার গ্র্যান্ড স্ল্যাম' জিততেও পারেননি। এবার সেমিফাইনালে জেতার পর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'রুপা জিতলে কি সন্তুষ্ট থাকবেন?' তিনি স্রেফ বলেছিলেন, 'নেক্সট কোয়েশ্চেন।' যেটির মানে, এসব তিনি শুনতেই চাননি। সোনা জয় ছাড়া আর কিছু তার ভাবনায় ছিল না। অবশেষে আগের সব হতাশা আর দুঃস্বপ্নকে এবার তিনি মাটিচাপা দিতে পারলেন। ক্যারিয়ারের এই গোধূলি বেলায় তার পারফরম্যান্সে দেখা গেল মধ্যগগণের তেজ। গোটা টুর্নামেন্টে ছয় ম্যাচে একটি সেটও না হেরে ফাইনালেও প্রায় নিখুঁত পারফরম্যান্স মেলে ধরলেন। ইতিহাসের পঞ্চম খেলোয়াড় হিসেবে জিতলেন চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ও অলিম্পিকস জয়ের 'গোল্ডেন স্ল্যাম।' তবে এই জয়ই তার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছের, কারণ তার হৃদয়জুড়ে আছে জন্মভূমি সার্বিয়া! টেনিসের বিশ্ব আঙিনায় এমনিতে ব্যক্তির জয়গানই গাওয়া হয়। ডেভিস কাপ বা এই ধরনের গেমস, এসব কিছু আসরে দেশের হয়ে খেলোয়াড়রা নামেন বটে, কাগজে কলমে সেসবের মর্যাদাও আছে, তবে বাস্তবে গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা খুব একটা নেই। অলিম্পিকস সোনাকেই তো অনেকে খুব একটা উঁচুতে রাখেন না টেনিসে। তবে জকোভিচ যে এখানে আলাদা, তা স্পষ্ট করে দিলেন এ দিন। ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অবিশ্বাস্য কীর্তি আছে তার। ৭ বার জিতেছেন এটিপি টুর ফাইনালস। দেশের হয়ে ডেভিস কাপ, হপম্যান কাপ জিতেছেন। আরও কতশত রেকর্ড-অর্জন-ট্রফিতে সমৃদ্ধ তার ক্যারিয়ার। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হলো অলিম্পিক সোনা জয়ের অর্জনকে কোথায় রাখবেন, এক মুহূর্তও ভাবতে হলো না তাকে। ''এটিই সবচেয়ে স্পেশাল। আজকের আগে পর্যন্ত আমার ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্ত ছিল লন্ডনে ২০১২ অলিম্পিকসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্বিয়ার পতাকা বয়ে নেওয়া। একজন অ্যাথলেটের জন্য সবচেয়ে সেরা মুহূর্ত দেশের পতাকা বয়ে নেওয়া। কিন্তু আজকে যা পেয়েছি এতদিন যত কিছু আমার কল্পনায় ছিল, যত কিছু আশা করেছি, যা কিছু চেয়েছি, সব ছাড়িয়ে গেছে তা। সার্বিয়ার পতাকা উড়ছিল, সোনার পদক গলায় নিয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইছিলাম, পেশাদার ক্রীড়ায় এই চেয়ে ভালো কোনো অনুভূতি আর হতে পারে না। আমি আকাশে উড়ছি।'' সোনা জয়ের পর কোর্টে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতেও মিশে ছিল দেশের জন্য কিছু করতে পারার সুখ, ''এই সোনা জয়ের জন্য আমি মনপ্রাণ ও সবকিছু উজাড় করে দিয়েছি। দেশের জন্য এটা করেছি আমি, সার্বিয়ার জন্য।'' এমনিতে সময়টা তার ভালো যাচ্ছিল না খুব একটা। এই বছরে কোনো শিরোপা জিততে পারেননি এটির আগে পর্যন্ত। সেখান থেকে যেভাবে এই সোনা জিতলেন, এত এত গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি আর অর্জনের ভীড়ে এটিকেই তিনি বলছেন ক্যারিয়ারের সেরা সাফল্য। ''আমার প্রথম অলিম্পিকে (২০০৮) ব্রোঞ্জ জিতেছিলাম। এরপর পদক জিততে ব্যর্থ হয়েছি। চারবারের মধ্যে তিনবারই সেই প্রতিবন্ধকতা পার হতে পারিনি, সেমিফাইনালে হেরে গেছি।'' অলিম্পিকস আসে চার বছর পরপর। দেশের হয়ে সোনা জয়ের সুযোগটি তার বিরল। ''আমি জানি, বয়স ৩৭ হয়ে গেছে, আর সুযোগ খুব একটা পাব না।'' এখন এই ৩৭ বছর বয়সে এসে, ২১ বছর বয়সী একজনের সঙ্গে, এই মুহূর্তে যে সম্ভবত বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়, কিছু আগেই যে রোলাঁ গাঁরোয় ও উইম্বলডনে জিতেছি এবং সম্প্রতি অসাধারণ টেনিস খেলছে, তার সঙ্গে এমন জয় জানতাম তাকে হারাতে সর্বোচ্চ চূড়া ছুঁতে হবে। সবকিছু বিবেচনায় নিলে এটিই সম্ভবত আমার ক্যারিয়ারের সেরা সাফল্য। অলিম্পিকস সোনা জয়ের পর তার ক্যারিয়ারে দৃশ্যত কোনো অপূর্ণতা আর নেই। ক্যারিয়ার এখন 'কমপ্লিট' কি না, এই প্রশ্নে অবশ্য তার উত্তরে মিশে থাকল দুটি দিক। ক্যারিয়ারকে তিনি পূর্ণ মনে করছেন বটে, তবে তার ক্ষুধা এখনও কমেনি খুব একটা। (ক্যারিয়ার পূর্ণ কি না) হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ, ''ক্যারিয়ার পূর্ণ, কারণ এই সোনা দিয়ে সব অর্জন হয়ে গেল আমার। তবে 'না' বলছি কারণ, আমি খেলাটাকে ভালোবাসি। স্রেফ টুর্নামেন্ট জয়ের জন্য খেলি না আমি। আমি খেলি কারণ খেলতে ও লড়তে ভালোবাসি। প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে যে তাড়না, অনুশীলন করা, শরীরকে তৈরি রাখা, উন্নতি করা, সবকিছু ভালোবাসি। খেলাটা আমাকে এত কিছু দিয়েছে, আমিও যতটা সম্ভব ফিরিয়ে দিতে চাই। এখনও যে কোনো তরুণ খেলোয়াড়ের মতোই পরিশ্রম করি আমি। আপনাকে সেই নিশ্চয়তা দিতে পারি। যতটা সম্ভব পরিশ্রম করি। এরকম সাফল্য তাই কাকতালীয় নয়। অনেক কষ্টের ফসল এসব।'' ক্যারিয়ারের ভবিষ্যত সময়ের হাতেই তুলে রাখলেন তিনি। আপাতত তিনি কেবল উদযাপন করতে চান এক জীবনের স্বপ্ন পূরণ হওয়ার এই মুহূর্তটুকু। ''সত্যি বলতে, ভবিষ্যৎ জানা নেই আমার। আমি আপাতত বর্তমানে থাকতে চাই। উদযাপন করতে চাই। এই মুহূর্তটির জন্য অনেক কষ্ট করেছি, অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছি। অনেক বছরের অনেক লম্বা ভ্রমণে অনেক অনেক স্বপ্ন ছিল এই সোনার পদকের ছোঁয়া পাওয়া। এখন তাই সময়টা আনন্দের, খুশি ও উদযাপনের।৪৪ উদযাপন করছে আসলে গোটা টেনিস বিশ্বই। তার এই জয় যে খেলাটিরই জয়!

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com